CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৬ তম বছর

CMYK

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 28 January, 2020 ■ আগরতলা, ২৮ জানুয়ারী , ২০২০ ইং ■ ১৩ মাঘ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

পাঁচ মেডিক্যাল ফ্যাকাল্টিকে স্বপদে পুণর্নিযুক্তির সিঙ্গেল বেঞ্চের রায় বহাল রাখল হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জানুয়ারি।। পাঁচজন মেডিক্যাল ফ্যাকাল্টিকে স্বপদে পুণঃনিযুক্তির ত্রিপুরা হাইকোর্টের সিঙ্গেল বেঞ্চের রায় বহাল রাখল ডিভিশন বেঞ্চ। আজ ত্রিপুরা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি অখিল কুরেশি এবং বিচার পতি অরিন্দম লোধের ডিভিশন বেঞ্চ আগামী ফেব্রুয়ারীর মধ্যে ওই পাঁচ মেডিক্যাল ফেকাল্টিকে পুণরায় স্বপদে নিযুক্তির নির্দেশ দিয়েছেন।

এই বিষয়ে মেডিক্যাল ফ্যাকাল্টিদের পক্ষের আইনজীবী পুরুষোত্তম রায় বর্মন জানান, ২০১৯ সালের আগষ্টে আগরতলা সরকারী মেডিক্যাল কলেজের কয়েকজন মেডিক্যাল ফ্যাকাল্টিকে অন্যত্র অনির্দিষ্টকালের ডেপুটেশনে পাঠিয়েছিল রাজ্য সরকার। রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্তের বিরোধীতায় ত্রিপুরা হাইকোর্টে রিট পিটিশন দাখিল করেন ডাঃ রূপালী চৌধুরী, ডাঃ অনিন্দিতা দত্ত, ডাঃ মিনাক্ষী দে, ডাঃ হিরন্ময় দে এবং ডাঃ এস কে জমাতিয়া। তাঁদের ২০১৯ সালের ৭ আগষ্ট স্বাস্থ্য দপ্তর নির্দেশিকা জারি করে বিভিন্ন প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে অনির্দিষ্টকালের ডেপুটেশনে পাঠিয়েছিল।

ত্রিপুরা হাইকোর্টে বিচারপতি সুভাশিষ তলাপাত্রের সিঙ্গেল বেঞ্চে ওই পিটিশনের শুনানীতে রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য পরিষেবা অধিনিয়মের রুল ২১ উল্লেখ করে সওয়াল করেছিলাম, বলেন আইনজীবী পুরুষোত্তম রায় বর্মন। তিনি জানান, প্রাকৃতিক দূর্যোগ কিংবা মহামারী দেখা না দিলে মেডিক্যাল ফ্যাকাল্টিদের নিয়ম অনুসারে অন্যত্র ডেপুটেশন কিংবা বদলী করা নিয়ম বিরুদ্ধ। তাঁর দাবি, রাজ্য সরকার ওই নিয়ম উলঙ্ঘন করে মেডিক্যাল ফ্যাকাল্টিদের ডেপুটেশনে পাঠিয়েছিল। ত্রিপুরা হাইকোর্টের সিঙ্গেল বেঞ্চ ওই নিয়মের ভিত্তিতে স্বপদে তাঁদের পুণর্নিযুক্তির নির্দেশ দিয়েছিলেন। আদালতের এই রায়ের বিরুদ্ধে রাজ্য সরকার ডিভিশনে বেঞ্চে আপিল করেন, জানান শ্রী রায়বর্মন। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বড়োল্যান্ড টেরিটরিয়াল রিজিওনকে দেড় হাজার কোটি টাকার প্যাকেজ

শান্তি চুক্তিতে পৃথক বড়োল্যান্ড দাবী বাতিল

নয়াদিল্লি, ২৭ জানুয়ারি (হি.স.) : আজ সম্পাদিত 'বড়ো শান্তিচুক্তি' অনুযায়ী আগামী তিন বছরের মধ্যে নবগঠিত বড়োল্যান্ড টেরিটরিয়াল রিজিওন (বিটিআর)-কে ১,৫০০ কোটি টাকার বিশেষ প্যাকেজ দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করেছেন কেন্দ্রীয় স্বার্ষমন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি জানান, এ জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে শীঘ্রই একটি মনিটরিং কমিটি গঠন করা হবে। এই কমিটি সব ধরনের নীতি নির্ধারণ করবে। তিনি জানান, সংবিধান সংশোধন করে বিটিআর-কে দেওয়া হবে অধিক আর্থিক ক্ষমতা। বড়োদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং ভাষা সুরক্ষা করা হবে চুক্তির বলে। সোমবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের মিলনায়তনে বড়ো শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরের পর সাংবাদিকদের জানান অমিত শাহ। এদিকে, পৃথক তিপ্রাল্যান্ড নিয়ে ত্রিপুরার উপজাতি ভিত্তিক রাজনৈতিক দল জোর দরবার চালিয়ে যাচ্ছে। বড়োল্যান্ড দাবী বাতিল হয়ে যাওয়ায় তিপ্রাল্যান্ডের দাবী জোর ধাক্কা খেল বলে মনে করছে তথ্যাভিজ্ঞ মহল।

বড়ো শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ আরও বলেন, এনডিএফবি এখন আর কোনও সন্ত্রাসবাদী নয়, আজ থেকে আমরা ভাই---ভাই। বলেন, আত্মসমর্পণকারী সকলের কর্মসংস্থানের জন্য ভাবনচিন্তা চলছে। সকলকে বিশ্বাসে নিয়ে সব-কা সাথ সব-কা বিকাশের দিকে এগিয়ে যাব আমরা। তিনি বলেন, এই চুক্তির দ্বারা দীর্ঘদিনের বহু সমস্যার অবসান হবে। এখন থেকে বোড়োল্যান্ড টেরিটরিয়াল এরিয়া ডিস্ট্রিক্ট (বিটিএডি)-এর পরিচয় হবে বড়োল্যান্ড টেরিটরিয়াল রিজিওন (বিটিআর) নামে। তিনি জানান, আগামী ৩০ জানুয়ারি বড়োল্যান্ডের উগ্রপন্থী সংগঠনগুলির ১,৫৫০ জন সক্রিয় সদস্য এই চুক্তির বলে মূল স্রোতে ফিরে আসবেন। তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাও করা হবে, জানান অমিত শাহ। তিনি বলেন, এঁদের মধ্যে ৯৪৯ জন বড়ো সংগঠনগুলোর সদস্য, ২৩৯ জন নিরপত্তা বাহিনীর জওয়ান, বাকি সাধারণ নাগরিক।

ধাক্কা খেল তিপ্রাল্যান্ড

১৯৮৭ সাল থেকে চলমান আন্দোলন হিংসাত্মক হয়ে উঠলে ২,৮২৩ জনের মৃত্যু হয়েছিল।

বুড়োল্যান্ড নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর সাথে বৈঠক অসমের বিভিন্ন সংগঠনের। ছবি-পিআইবি।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শাহ বলেন, পৃথক বড়োল্যান্ডের দাবিদার চারটি গোষ্ঠী হিংসার পথ ছেড়ে আজ শান্তিচুক্তিতে স্বাক্ষর করেছেন, এটা কম কথা নয়। আজ থেকে আর পৃথক বড়োল্যান্ডের দাবি উঠবে না বলেও স্পষ্ট করে দিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। প্রশাসনিক স্তরের তথ্য দিতে গিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বিটিআর-এর জন্য নতুন ডিআইজি পদও ঘোষণা করেছেন।

এদিকে নর্থ-ইস্ট ডেমোক্র্যাটিক অ্যালায়েন্স (নেডা)-এর আহ্বায়ক তথা অসমের বহু দফতরের মন্ত্রীরি হিমন্তবিশ্ব শর্মা সাংবাদিকদের জানান, আজ সম্পাদিত চুক্তিতে জনজাতিদের ভূমির অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। তাছাড়া বিটিসি-র আসন সংখ্যা ৬০ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে বলে জানান তিনি। সংবিধানের ১২৫ নম্বর অনুচ্ছেদের সংশোধন করে বড়োল্যান্ডকে এই সব সুবিধা দেওয়া হয়েছে জানিয়ে তিনি বলেন, বড়োভূমির ক্ষেত্র সম্প্রসারণ সম্পর্কিত বিষয়ে ভাবনা—চিন্তা হবে। তবে বড়ো সংখ্যাগরিষ্ঠ নয় এমন গ্রামগুলিকে নতুন বিটিআর এলাকা থেকে কর্তন করা হবে।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি জানান, বড়ো আন্দোলনে নিহতদের নিকটাত্মীয়দের পাঁচ লক্ষ করে অর্থ সাহায্য দেওয়া হবে। এভাবে শান্তিচুক্তি অনুযায়ী, বিটিআর এলাকায় উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মের নামে হবে নতুন কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়, অসমে বড়ো ভাষা হবে সহযোগী সরকারি ভাষা, গঠন হবে নতুন ক্রীড়া বিশ্ববিদ্যালয়, তামুলপুরে স্থাপিত হবে ক্যানসার হাসপাতাল অ্যান্ড মেডিক্যাল কলেজ, নির্মাণ করা হবে ট্রেনের কামরা তৈরির কারখানা।

প্রসঙ্গত, দিল্লিতে আজ কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার এবং উগ্রপন্থী সংগঠন ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট অব বডোল্যান্ড (এন ডি এফ বি)- ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সর্বশিক্ষার শিক্ষকদের নিয়মিতকরণ অতিরিক্ত হলফনামা দিতে রাজ্য সরকারকে নির্দেশ হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জানুয়ারি।। সর্বশিক্ষার শিক্ষকদের নিয়মিতকরণ মামলায় ত্রিপুরা হাইকোর্ট অতিরিক্ত হলফনামা দিতে বলেছে। শুধু তা-ই নয়, পরবর্তী শুনানিতে ওই মামলা অন্তিম পর্যায়ে পৌঁছে যাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

পূর্বতন সরকারের আমলে সর্বশিক্ষার শিক্ষকদের নিয়মিতকরণে ত্রিপুরা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা হয়েছিল। এ-বিষয়ে মামলাকারীদের পক্ষে আইনজীবী তথা বর্তমান অ্যাডভোকেট জেনারেল অরুণকান্তি ভৌমিক বলেন, দেশের বিভিন্ন রাজ্য সর্বশিক্ষার শিক্ষকদের নিয়মিত করেছে। কিন্তু পূর্বতন বামফ্রন্ট সরকার তাঁদের নিয়মিত করছিল না। এমন-কি, দিল্লি থেকে টাকা এনে তাঁদের প্রাপ্য অনুযায়ী বেতনও দিত না। তাঁর অভিযোগ, পূর্বতন সরকার দিল্লি থেকে প্রাপ্য টাকা এনেছে। কিন্তু, তাঁদের অনেক কম বেতন দিয়েছে। তাই, মামলা করেছিলাম ত্রিপুরা হাইকোর্টে।

অরুণকান্তি ভৌমিকের দাবি, মামলা হওয়ার পর তদানীন্তন সরকার সর্বশিক্ষার শিক্ষকদের বেতন বাড়িয়েছিল। তবুও তাঁদের প্রাপ্য মিটিয়ে দেয়নি কখনও। শুধু তা-ই নয়, তাঁদের নিয়মিত করেনি তদানীন্তন ত্রিপুরা সরকার। তাঁর কথায়, আজ সোমবার ত্রিপুরা হাইকোর্টে ওই মামলার শুনানি হয়েছে। এখন সম্ভবত তাঁদের নিয়মিতকরণে কিছু জটিলতা দেখা দিয়েছে। তাই, বর্তমান সরকার সর্বশিক্ষার শিক্ষকদের নিয়মিত করতে পারছে না।

সরকারি আইনজীবী দেবালয় ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, ত্রিপুরা সরকার সর্বশিক্ষা শিক্ষক মামলায় হলফনামা জমা দিয়েছিল। আজ আদালত অতিরিক্ত হলফনামা জমা দিতে বলেছে এবং জরুরি ভিত্তিতে শুনানির নির্দেশ দিয়েছে। সর্বশিক্ষার শিক্ষকদের পক্ষে আইনজীবী সমীক দেব বলেন, ইতিপূর্বে ত্রিপুরা সরকার বলেছিল সর্বশিক্ষার শিক্ষকদের বিএড, ডিএলএড কোর্স ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গন্ডাছড়ায় জঙ্গী গতিবিধি আতঙ্কে জবুথবু জনগণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জানুয়ারি।। রাজ্যে ফের উগ্রপন্থী গতিবিধি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। গন্ডাছড়া মহকুমায় এনএলএফটি গোষ্ঠীর সশস্ত্র জঙ্গীরা ফের মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। কারণ, গত ২৫ জানুয়ারি গন্ডাছড়া মহকুমার রাণীপুকুর গ্রামের কয়েকজন মৎসজীবীকে সাতভাই গ্রাম এলাকায় সশস্ত্র এনএলএফটি বৈরী সদস্যরা ভয়ভীতি প্রদর্শন করেছে।

জানা গিয়েছে, ওইদিন কাকভোরে বাঙালী সম্প্রদায়ের কয়েকজন মৎস্যজীবী ডুম্বুরে মাছ ধরতে গিয়েছিলেন। তাঁরা রাণীপুকুর গ্রামের বাসিন্দা। কিন্তু, সেদিন তাঁরা মাছ ধরতে পারেননি। খালি হাতে বাড়ি ফেরার সময় সাতভাই গ্রাম এলাকায় প্রায় সতেরজন এনএনএলএফটি বৈরী দলের সদস্য তাঁদের পথ আটকে ভয়ভীতি প্রদর্শন করেছে বলে অভিযোগ। ওই মৎস্যজীবীদের বক্তব্য, এনএলএফটি বৈরী দলের সদস্যদের কাছে একে-৪৭ সহ অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র ছিল।

একই দিনে চাকমা সম্প্রদায়ের কয়েকজন মৎস্যজীবীর সাথেও একই ঘটনা ঘটেছে। তাঁরাও এনএলএফটি বৈরীদের হুমকির মুখে পড়েছিলেন। অবশ্য, এনএলএফটি বৈরীরা কোন ক্ষতি করেনি ঠিকই, তবে মানুষের মধ্যে ভীতির সঞ্চার হয়েছে। সূত্রের খবর, রইস্যাবাড়ি এবং যতনবাড়ি এলাকা দিয়ে নদীপথে বাংলাদেশের চাপলিং ছড়া থেকে এই জঙ্গী দলটি অনুপ্রবেশ করেছে রাজ্যে।

বড়ো শান্তিচুক্তির বিরুদ্ধে ১২ ঘণ্টার বনধে, ব্যাপক প্রভাব নিম্ন অসমে

কোকরাঝাড়, ২৭ জানুয়ারি (হি.স.) : দিল্লিতে সম্পাদিত বড়ো শান্তিচুক্তি-র বিরোধিতা করে বিভিন্ন সংস্থা আহূত ১২ ঘণ্টার বনধ-এর ফলে নিম্ন অসমের কয়েকটি জেলার স্বাভাবিক জীবনযাত্রা অচল হয়ে পড়েছে।

সোমবার দিল্লিতে কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার এবং উগ্রপন্থী সংগঠন ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট অব বডোল্যান্ড (এনডিএফবি)-এর চার গোষ্ঠী-সহ বড়ো জনগোষ্ঠীয় কয়েকটি সংগঠনের মধ্যে সম্পাদিত হয়েছে ত্রিপাক্ষিক শান্তিচুক্তি। শান্তিচুক্তি অনুযায়ী বোড়োল্যান্ড টেরিটরিয়াল এরিয়া ডিস্ট্রিক্ট (বিটিএডি) এবং রাজ্যের অন্য তিন জেলার বিভিন্ন এলাকাকে অন্তর্ভুক্ত করে কেন্দ্রশাসিত পরিষদ (ইউটিসি) গঠন করা হবে ধারণা করে সারা কোচ-রাজবংশী ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনা আতঙ্ক, বাংলাদেশি নাগরিককে ফেরত পাঠাল আগরতলা আইসিপি কর্তৃপক্ষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জানুয়ারি।। করোনা ভাইরাসের আতঙ্কে আগরতলা ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্টে (আইসিপি) ইমিগ্রেশন জনৈক বাংলাদেশি যাত্রীকে ফেরত পাঠিয়েছে। কারণ, আইসিপি-তে করোনা ভাইরাসের পরীক্ষা করার পরিকাঠামো ছিল না। তাই তাঁকে হাসপাতালে গিয়ে পরীক্ষার অনুরোধ জানিয়েছিল ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ। কিন্তু এতে তিনি রাজি হননি। তাই তাঁকে বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো হয়েছে।

প্রসঙ্গত, সারা দেশ জুড়ে করোনা ভাইরাসের সতর্কতা জারি করেছে ভারত সরকার। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক ইতিমধ্যে সমস্ত রাজ্যে ওই ভাইরাসের প্রকোপ আটকাতে উচ্চ সতর্কতা জারি করেছে। অথচ, বিমানবন্দর ছাড়া কোথাও নজরদারি দেখা যাচ্ছে না।

এ-বিষয়ে ইন্টিগ্রেটেড ডিজিজ সার্ভিলেন্স প্রোগ্রাম অফিসার (আইডিএসপি) ডা. সুধীর দেববর্মা জানিয়েছেন, সারা ত্রিপুরাতেই করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় সতর্কতা অবলম্বন করা হবে। তিনি বলেন, আপাতত বিমানবন্দরে মেডিক্যাল হেল্পডেস্ক রয়েছে। সেখানে ওই ভাইরাসের পরীক্ষা নিরীক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়া, আইসিপি কিংবা রেলওয়ে স্টেশনে এখনও কোনও মেডিক্যাল ডেস্ক বসানো হয়নি। তবে, সতর্কতার জন্য প্ল্যা-কার্ড ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে।

তিনি বলেন, আইসিপি-তে শীঘ্রই মেডিক্যাল টিম বসানো হবে। পর্যায়ক্রমে রেলওয়ে স্টেশনেও থাকবে মেডিক্যাল টিম। তাছাড়া, প্রত্যেক জেলায় ইতিমধ্যে সতর্কবার্তা পাঠানো হয়েছে। সাথে তিনি যোগ করেন, করোনা ভাইরাস সম্পর্কে জনসচেতনতা বাড়ানো হবে। অবশ্য ত্রিপুরায় এখনও এই ভাইরাসে আক্রান্তের খবর নেই।এদিকে, আজ আগরতলা আইসিপি-তে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

যান দুর্ঘটনায় আহত ৪ ছাত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২৭ জানুয়ারি ।। যান দুর্ঘটনায় আহত তিন ছাত্র। ঘটনা শান্তিরবাজারে। মহকুমার অন্তর্গত বাইখোড়া নতুন চৌধুরীপাড়া এসবি স্কুলের পাঠরত তিন ছাত্রকে বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা অন্যত্র সরস্বতী পুজার নিমন্ত্রণ করতে পাঠায়। বাইখোড়ার বৃন্তক শিক্ষা নিকেতনের সামনে এসে যান দুর্ঘটনায় আহত তিন ছাত্র। জানা যায় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শিক্ষক বদলীর প্রতিবাদে স্কুলে তালা দিল ছাত্রছাত্রীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জানুয়ারি ।। শিক্ষক বদলির প্রতিবাদে রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন শ্রীনগর কবি সুকান্ত বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা আন্দোলনে শামিল হয়েছে। শ্রীনগর কবি সুকান্ত বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিষয়ক শিক্ষক স্বপন ভট্টাচার্যকে অন্যত্র বদলির নির্দেশ দেয় শিক্ষা দপ্তর।

এই খবর চাউর হতেই ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়। শিক্ষক বদলি রদ করতে ছাত্রছাত্রীরা আন্দোলনে শামিল হয়। তাদের দাবি বিজ্ঞান বিষয়ের শিক্ষক স্বপন ভট্টাচার্য ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাদানে দারুণভাবে প্রয়াস নিয়েছেন। তাকে বদলি করা হলে ছাত্রছাত্রীদের বিশাল ক্ষতি হবে। বিদ্যালয়ে বিকল্প কোনও বিজ্ঞান শিক্ষকও দেওয়া হয়নি। সে কারণেই তারা বদলি রদের দাবিতে স্কুলে তালা ঝুলিয়ে সকাল থেকে আন্দোলনে শামিল হয়। সুনির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি না পাওয়া পর্যন্ত তারা আন্দোলনে বহাল থাকবে বলে জানিয়েছে।

ঘটনার খবর পেয়ে বিদ্যালয় উন্নয়ন কমিটির চেয়ারম্যান সহ অন্যান্যরা ছুটে যান। ছাত্রছাত্রীদের আন্দোলন থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানিয়ে ব্যর্থ হন তারা। উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছথেকে সুনির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি না পাওয়া পর্যন্ত তারা আন্দোলনে বহাল থাকবে বলে জানিয়ে দিয়েছে।

ত্রিপুরা সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হচ্ছে প্রজাতন্ত্র দিবসে বললেন রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জানুয়ারি।। ত্রিপুরার ভবিষ্যৎ উজ্জল ও সুন্দর। আগামী দিনগুলিতে ত্রিপুরা এক সমৃদ্ধ রাজ্যে পরিণত হবে। আজ আসাম রাইফেলস ময়দানে ৭১তম প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে আয়োজিত মুল অনুষ্ঠানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন এবং সম্মিলিত বাহিনীর কুচকাওয়াজের অভিবাদন গ্রহণ করে রাজ্যপাল রমেশ বৈস একথা বলেন। আসাম রাইফেলস ময়দানে প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপনের মুল অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব, বিধানসভার অধ্যক্ষ রেবতী মোহন দাস, মুখ্যসচিব মনোজ কুমার এবং রাজ্যপুলিশের মহানির্দেশক এ কে শুক্লা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্যপাল বলেন, ত্রিপুরার এক বড় সমস্যা ছিলো মিজোরাম থেকে ত্রিপুরায় এসে অবস্থানকারী ব জনজাতিরা, যা এখন কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার মিলে সমাধান করেছে। এখন তাদের ত্রিপুরাতেই সসম্মানে পুনর্বাসন দেওয়া হবে।

রাজ্যপাল বলেন, গণতন্ত্রে হিংসার কোনও স্থান নেই এবং এমন কোনও সমস্যা নেই যা আলাপ আলোচনার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণভাবে সমাধান করা যায় না। ড. আম্বেদকরও বলেছিলেন আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য সাংবিধানিক পন্থাই শ্রেষ্ঠ পথ। এই শুভ মুহূর্তে তিনি সীমান্তে অবস্থানকারী সেনাবাহিনীর জওয়ানদের অভিনন্দন জানান। যারা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যের প্রতিথযশা চিকিৎসক ডাঃ রথীন দত্তের জীবনাবসান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ জানুয়ারি।। ত্রিপুরার প্রথিতযশা শল্য চিকিৎসক ডা. রথীন দত্তের জীবনাবসান ঘটেছে। কলকাতায় নিজের বাসভবনে সোমবার সকালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর। দীর্ঘদিন ধরে বার্ধ্যক্যজনিত রোগে ভুগছিলেন বিশিষ্ট শল্য চিকিৎসক ডা. দত্ত। নিজের ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখার মর্যাদাস্বরূপ ২০১৯ সালের জানুয়ারিতে ত্রিপুরা সরকার তাঁকে সংবর্ধনা দিয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব ডা. দত্তের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে মুক্তি বাহিনীর চিকিৎসায় তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন।

ডা. রথীন দত্ত ১৯৩১ সালে অসমের মঙ্গলদৈয়ে জন্মগ্রহণ করেন। শিলঙ থেকে স্কুল জীবন এবং ডিব্রুগড় মেডিক্যাল কলেজ থেকে ডাক্তারি পাশ করে তিনি লন্ডন চলে যান এফআরসিএস ডিগ্রি নেওয়ার জন্য। তিনি কিংবদন্তি চিকিৎসক ডা. বিধানচন্দ্র রায়ের অধীনেও কাজ করেছেন।

ষাটের দশকে ডা. দত্ত আগরতলার জিবিপি হাসপাতালে অ্যাসোসিয়েট সার্জন হিসেবে যোগ দেন। তাঁর চিকিৎসায় বহু মানুষ উপকৃত হয়েছেন। এমন-কি, পার্শবর্তী রাজ্যগুলি থেকেও রোগী আসতেন তাঁর কাছে চিকিৎসা নেওয়ার জন্য। তিনি বহু জটিল অস্ত্রোপচার করেছেন।

সহকর্মীদের সাথে নিয়ে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ মুক্তি যুদ্ধে চিকিৎসা পরিষেবা ছড়িয়ে দিতে ডা. দত্ত অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন।

ডা. রথীন দত্ত

ওই সময় তিনি বহু মানুষের প্রাণ বাঁচিয়েছেন। তাঁর ওই অবদানের জন্য ঢাকায় একটি আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ সরকার তাঁকে ফ্রেন্ডস অব লিবারেশন সম্মাননা প্রদান করেছিল।

রোগীর সেবার পাশাপাশি তিনি ত্রিপুরা সরকারের স্বাস্থ্য অধিকর্তা এবং স্বাস্থ্য দফতরের বিশেষ সচিবের দায়িত্ব সামলেছেন। ১৯৯২ সালে তিনি অবসর নেন। ওই বছর ভারত সরকার তাঁকে পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত করেছে।

ডা. রথীন দত্ত কলকাতায় একা থাকতেন। তাঁর স্ত্রী ডা. স্বপ্না দত্ত দুরারোগ্য ক্যানসারে আক্রান্ত হলে বহুদিন আগেই প্রয়াত হয়েছেন। তাঁর এক ছেলে রাজশ্রী দত্ত এবং মেয়ে সোনাল দত্ত আমেরিকায় বসবাস করেন। তাঁরা আসার পরই প্রয়াত ডা. দত্তের শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে, পারিবারিক সূত্রে এমনটাই জানা গেছে।

রাজ্যের বিশিষ্ট চিকিৎসক পদ্মশ্রী ডা: রথীন দত্তের মত্যতে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব গভীর শোক ব্যক্ত করেছেন। এক শোকবার্তায় তিনি বলেন, 'প্রয়াত শল্য চিকিৎসক ডা: রথীন দত্ত রাজ্যের চিকিৎসা পরিষেবায় কিংবদন্তী হিসাবে পরিচিত। তৎকালীন সময়ে অপ্রতুল পরিকাঠামোর মধ্যেও মানুষের সেবায় চিকিৎসা ক্ষেত্রে নিজের দক্ষতাকে তিনি তুলে ধরেন। একাত্তরের যুদ্ধের সময়কালে আহতদের চিকিৎসায় তিনি যে অসাধারণ মানবিক দায়িত্বের স্বাক্ষর রেখেছিলেন তা রাজ্যবাসী চিরকাল মনে রাখবে। তিনি রাজ্যের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পৃথক যান দুর্ঘটনায় হত এক, আহত চার প্রতিবাদে অসম-ত্রিপুরা সড়ক অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জানুয়ারি।। করিমগঞ্জ জেলার বাজারিছড়া থানাধীন কাঁঠালতলি এলাকায় পৃথক পৃথক যান দুর্ঘটনায় এক ব্যক্তির মৃত্যুর পাশাপাশি চার ব্যক্তি গুরুতর আহত হয়ে বর্তমানে হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন। এলাকায় ঘনঘন যান দুর্ঘটনার প্রতিবাদে অসম-ত্রিপুরা ২০৮-এ নম্বর জাতীয় সড়কে অবরোধ গড়ে তুলেন স্থানীয়রা।

জানা গেছে, অসম-ত্রিপুরা সংযোগকারী জাতীয় সড়কের উত্তর কাঁঠালতলি এলাকায় একটি বিপজ্জনক বাঁক রয়েছে। সেখানে রবিবার এএস ১০ এসি ২৭৯৬ নম্বরের একটি যাত্রীবাহী অটো রিকশা কাঁঠালতলি থেকে পাথারকান্দি অভিমুখে যাওয়ার পথে জাতীয় সড়কের বাঁক নিতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বসেথনচালক। ফলে অটোটি সড়কের পাশে উল্টে গিয়ে চার যাত্রী আহত হন। ঘটনার পর খবর পেয়ে কাঁঠালতলি পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ মানবজ্যোতি মালাকার তড়িঘড়ি অকুস্থলে পৌঁছে আহতদের চিকিৎসার জন্য বাজারিছড়া উপ-প্রাথমিক হাসপাতালে ভরতি করান। আহতদের বাসুদেব সিংহ নামের এক ব্যক্তির অবস্থা আশঙ্কাজনক থাকায় তাঁকে করিমগঞ্জ সরকারি হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। সেখান থেকে তাঁকে শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে রাস্তায় তাঁর মৃত্যু হয়েথে, জানিয়েছে পুলিশ।

এদিকে অন্য তিন আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। দুর্ঘটনায় মৃত বাসুদেব সিংহের ময়না তদন্তের পর তাঁর মৃতদেহ সোমবার পরিবারের হাতে সমঝে দেওয়া হয়েছে। এছাড়া অটো দুর্ঘটনার চব্বিশ ঘণ্টা পেরিয়ে যাওয়ার আগেই সেই দুর্ঘটনাস্থলে ফের একটি সবজি বোঝাই ট্রাক দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। জানা গেছে বরপেটা থেকে আগরতলাগামী এএস ০১ এইচসি ৪৪৩৭ নম্বরের সবজি বোঝাই ট্রাকটি আজ ভোর পাঁচটা নাগাদ উক্ত জাতীয় সড়কের উত্তর কাঁঠালতলি এলাকার ডিএসপি টার্নিং নামক স্থানে নিয়ন্ত্রণ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৫ ▫ সংখ্যা ৭২ ▫ ২৮ জানুয়ারি ২০২০ ইং ▫ ১৩ মাঘ ▫ মঙ্গলবার ▫ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

অশনি সংকেত

ত্রিপুরা সহ উত্তরপূর্বাঞ্চলে জঙ্গী তৎপরতা গত বেশ কয়েক বছর ধরিয়া স্তিমিত হইয়া আসিয়াছিল। অতীতে জঙ্গীদের যে মারমুখী ও রক্তক্ষয়ী অবস্থা দেখা গিয়াছিল, যেভাবে গোটা উত্তর পূর্বাঞ্চল উপদ্রুত হইয়া পড়িয়াছিল তাহা স্তিমিত হইয়া আসিবার পিছনে রাজনীতি, অর্থনীতির কারণ রহিয়াছিল। আসলে জঙ্গীদের চালিকা শক্তিই ইইল রাজনৈতিক শক্তি। কিন্তু, এক দশকের বেশী সময় আসামে জঙ্গী উপদ্রব নাই বলিলেই চলে। তবে, তাহারা নিজেদের শিবির বা গোপন আস্তানায় অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াছিল। অস্ত্রেশস্ত্রে তাঁহারা বলিয়ান, কিন্তু, প্রয়োগ ছিল না। ইহা বৈরীদের একটি কৌশলই বলা যাইতে পারে। উলফা জঙ্গী গোষ্ঠীর বিচরণ ভূমিকা গোটা উত্তরপূর্বাঞ্চলে ছাড়াইয়া বাংলাদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কিন্তু, বন্ধু ভারতের মন পাইতে বাংলাদেশ জঙ্গীদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নেয়। তাঁহাদের বিরুদ্ধে জোরদার সামরিক অভিযান হয়। ইহাতে তাহারা পর্যুদস্ত হয়। বাংলাদেশের জঙ্গীদের জায়গা না হওয়ায় কার্য্যত তাহাদের 'নিরাপর্দ আশ্রয়ের সংকট দেখা দেয়। আসাম ত্রিপুরা সহ বিভিন্ন রাজ্যে জঙ্গী তৎপরতা প্রায় নির্মূল হইবার পিছনে বৈরীদের নিরাপদ আশ্রয়ের সংকটও অনেক অবদান যুগাইয়াছে।

প্রকাশিত সংবাদে জানা গিয়াছে, উত্তর পূর্বাঞ্চলের ছয়টি উগ্রবাদী সংগঠনের সম্মিলিত মঞ্চ 'ইউনাইটেড ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট অব ওয়েস্টার্ন সাউথ ইস্ট এশিয়া' (ইউএনএলএফডব্লিও) নামে জঙ্গীদের সম্মিলিত মঞ্চ গঠিত হইয়াছে। মঞ্চ তৎপরতাও জারী রাখিয়াছে। এই জঙ্গী মঞ্চের তরফে গত পঁচিশ জানুয়ারী একটি যুক্ত বিবৃতি জারী করিয়াছে। স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে ছিল মণিপুর ভিত্তিক কাংলেই পাক কমিউনিস্ট পার্টি (কেসিপি), কাংলেই ইরাওল কান্না লুপ (কেওয়াইকেএল), মেঘালয় হিলিউত্রেপ ন্যাশনাল লিবারেশন কাউন্সিল (এনইচএনএলসি), ত্রিপুরা লিবারেশন ফ্রন্ট অব তিপ্রা (এনএলএফটি), অসম ও পশ্চিমবঙ্গ কমাতাপুর লিবারেশন অর্গানাইজেশন (কেএলও) এবং অসমের পিপলস ডেমোক্রেটিক কাউন্সিল অব কারবি লাংপি (পিডিসিকে)। প্রজাতন্ত্র দিবসে বন্ধের ডাক দিয়াছিল পূর্বোত্তরের জঙ্গীদের এই সম্মিলিত মঞ্চ। প্রজাতন্ত্র দিবস বর্জনের ডাক দিয়া যৌথ বিবৃতিতে এই ফ্রন্ট বা সম্মিলিত মঞ্চ বলিয়াছে, 'ভারতের সংযুক্ত সরকারের এজেন্সিগুলি এবং উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির সরকারগুলি গণতন্ত্র দিবস পালনের যে পরিকল্পনা নিয়াছে তাহা এই অঞ্চলের কাছে সম্পূর্ণ সঙ্গতিবিহীন। কারণ এই অঞ্চলের নাগরিকদের প্রকৃত গণতন্ত্র ভোগ করিতে দেওয়া হয় না। ভারতের প্রজাতান্ত্রিক সংবিধান উত্তরপূর্বীয় জনগণকে স্বাধীনতা দিতে ব্যর্থ হইয়াছে। আমাদের এই অঞ্চলের ভারতীয় শাসকরা তাত্বিক ভাবে প্রজাতান্ত্রিক। বাস্তব সত্য হইল খিলঞ্জিরা মানুষ জনের উপর নিপীড়ন সমানে চলিতেছে। যাহা প্রজাতন্ত্রের ধারনার সম্পূর্ণ বিরোধী। সোজা কথায় এই অঞ্চলের জনগণ শোষিত জনতা।

উত্তর পূর্বাঞ্চলের জঙ্গীদের শক্তিকে খাটো করিয়া দেখিবার বোধহয় সুযোগ নাই। এতগুলি জঙ্গী দল সম্মিলিত মঞ্চ গড়িয়াছে। ইহা কম কথা নহে। জঙ্গীরা একে অপরের প্রতি বৈরীতা নিয়া চলিতেছে না। তাঁহারা আজ ঐক্যবদ্ধ। প্রজাতন্ত্র দিবসের দিন এত নিশ্চিদ্র নিরাপত্তা সত্বেও আসামের কোনও কোনও এলাকায় বোমা বিস্ফোরিত হইয়াছে। একথা আজ অস্বীকার করিবার বোধহয় সুযোগ নাই যে, উত্তর পূর্বাঞ্চলে আবার জঙ্গী তৎপরতা বাড়িবার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। এতকাল বৈরীরা তেমন মাথা তুলিতে পারে নাই। আজ তাহারা যৌথ মঞ্চের মাধ্যমে বিবৃতি প্রচার করিয়া সরাসরি সরকারকে চ্যালেঞ্জ জানাইতে পারে। একথা খুব বেশী সত্যি যে, উত্তর পূর্বাঞ্চলের একেক রাজ্যের পরিস্থিতি ভিন্ন ভিন্ন। এই জঙ্গীরা ইতিমধ্যে সিএএ'র বিরুদ্ধে সুর চড়াইয়াছে। সুতরাং উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির জঙ্গী গোষ্ঠীগুলি সক্রিয় হইবার মতো রসদও পাইতেছে। আজ এইসব রাজ্যগুলি অনেক বেশী সংবেদনশীল। আজ এই ত্রিপুরার অবস্থা কি? উপজাতি অংশের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের মানুষই সিএএ'র বিরোধী। এর বিরুদ্ধে জোর আন্দোলন গড়িয়া না উঠিলেও জনমনে শংকা বিদ্যমান। রাজ্যের উপজাতি জনগোষ্ঠীর সেন্টিমেন্টকে কোনও মূল্য দিতে না পারিলে পরিণতি কোন পথে যাইবে বলা মুশকিল। কেন্দ্রে সরকার নাকি এডিসি এলাকায় সিএএ কার্যকর করা হইবে না। ইহাতে তো বিভাজনের ক্ষেত্রই প্রশস্ত হইবে। কোনও অবস্থাতেই বিভেদের মাঝে উভয় জনগোষ্ঠীকে ঠেলিয়া দেওয়াকে মানিয়া নেওয়া যায় না। ত্রিপুরায় এই বিভাজনের রাজনীতিকে কোনও ভাবেই মানিয়া নেওয়া যায় না। এরাজ্যের জাতি উপজাতি উভয় অংশের মানুষকে গলাগলি করিয়াই চলিতে হইবে। তাহা হইলে ত্রিপুরার উন্নয়ন ঐক্যবদ্ধ অভিযান মার খাইবে।

কঠিন সময়ে ভারত— মুক্তি কিভাবে?

হরিগোপাল দেবনাথ

মারাত্মক কঠিন রোগে আক্রান্ত আমাদের দেশ ভারতবর্ষ। কী সেই কঠিন রোগ ও কবে থেকে দেশটা এইভাবে আক্রান্ত হয়েছেয় বর্তমানে রোগটা কী পরিমাণে গাঢ় হয়ে উঠেছেও এই রোগাক্রমণ থেকে আরোগ্য লাভ তথা নিষ্কৃতি পাবার কোন উপায় রয়েছে কিনাও থাকলে সেটাই বা কী--- এত সব প্রশ্ন ভিড় করে রয়েছে বলেই এই মুহূর্তে আমার এই নিবন্ধটি লেখার সুযোগ করে দিল। তবে শুরুতেই এই কথাটা বলে নেওয়া ভাল যে, লেখার ক্ষেত্রে দীর্ঘকালের অভ্যেসমত আমিও একাধিকবার 'ভারত' নামেই দেশের কথা এখানে উল্লেখ করব, যদিও দেশের নাম অর্থে শুধু 'ভারত' শব্দের ব্যবহার ব্যাকারণগত বৈধতার বিরোধী। এখানে 'ভারত' কথাটির অর্থ হয়ে "যে ভরণপোষণ করে" আর 'বর্ষ' কথার মানে হল দেশ বা ভূখন্ড। 'বর্ষ' শব্দের এক অর্থ 'বৎসর' হলেও ভারতবর্ষের বেলায় বর্ষ-এর মানে হচ্ছে দেশ। সুতরাং দেশের নাম বোঝাতে চাইলে সবার জন্যই শুধু 'ভারত' না লিখে 'ভারতবর্ষ' লেখা অধিকতর সমীচীন হবে বলে মনে করছি। যাক, এখন মূল প্রসঙ্গে আসছি। সুপ্রাচীন কাল থেকেই ভারতবর্ষ ধনে জনে সম্পদে, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে বহির্ভারতের পৃথিবীবাসীকে আকর্ষণ করে এদেশে এনেছে। সত্যিটা হল, আমরা মধ্য এশিয়া থেকে ভূভাগের আসার পর থেকে নামকরণ হয়েছে ভারতবর্ষ। কিন্তু ভারতবর্ষ নামাংকিত হবারও বহুকাল পূর্ব থেকেই এই ভূভাগের নাম ছিল, গন্ডোয়াল্যান্ড, যার উর্বরাংশের নাম ছিল স্থানীয় ভাষায় রাঢ়। অস্ট্রিক ভাষায় রাঢ়ও এর বাংলা মানে হয় লালমাটির দেশ। এই রাঢ়েই পৃথিবীর প্রথম মানবশিশু ভূমিষ্ঠ হয়েছিল। রাঢ়ের বুখেই পৃথিবীতে মানবসভ্যতার প্রথম প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত হয়েছিল। পৃথিবীর আদি দার্শনিক সাংখ্যদর্শন প্রণেতা কপিলমুণি এই রাঢ়ের সন্তান। এছাড়াও আরও অসংখ্য ভারতীয় তথা বাঙালী কবি, লেখক, দার্শনিক, ইতিহাসকার, বিজ্ঞানীরা রয়েছেন যারা রাঢ়ের সন্তান। পূর্বে ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত ছিল আর্য ভারতীয় সভ্যতাই ভারতের আদিতম সভ্যতা। কিন্তু ১৯২৯ সালে প্রত্নতত্ত্ববিদ্ রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় যুক্তিসহ প্রমাণ করলেন যে, দ্রাবিড় সভ্যতাই ভারতের আদিসভ্যতা--- আর্য সভ্যতা নয়। আরও উল্লেখ্য যে উক্ত দ্রাবিড় জনগোষ্ঠী হচ্ছে প্রাচীনতম অস্ট্রিকও নিগ্রোয়েড নামে দুটি নৃতাত্ত্বিক রক্তের সংমিশ্রণে এখ সংকর জনগোষ্ঠী। বরং দ্রাবিড় সভ্যতা অর্থাৎ হরপ্পা-মহেনজোদারের সভ্যতা ধ্বংস করে দিয়েছিল বহিরাগত দুর্ধর্ষ আর্যরা। উক্ত আর্যদের মতই মঙ্গোলায়েড়রাও ভারতে বহিরাগত। সুতরাং আর্যজাত ও মঙ্গোলীয়জাতরা কোনভাবেই ভারতের 'ভূমিপুত্র' হবার দাবীদার নয়। বরংবলা উচিত, কালক্রমে অস্ট্রিক রক্তের সঙ্গে কালে কালে দ্রাবিড় ও মঙ্গোলায়েড রক্তের বিমিশ্রণে আবির্ভূত হয়েছে আজকের 'বাঙালী' নামের জনগোষ্ঠীটা। ইতিহাস সাক্ষ্যবহন করছে যে, ভারতবর্ষের ধন-সম্পদের লোভে, খাদ্যের সন্ধানে, কেউ মাটির টানে, কেউ দাড়িপাল্লা হাতে ব্যবসার খাতিরে, কেউ বা লুঠের বেলায় এসে এদেশের মাটি ও মানুষের প্রেমে পড়ে এদেশেই থেকে গেছে। তাছাড়া প্রাচীনকাল থেকে এদেশীয়দের মধ্যে রক্ত সংমিশ্রণ, এদেশের জলবায়ু এ দেশের মৃত্তিকার বৈশিষ্ট্যও সর্বোপরি আধ্যাত্মিকতার পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের মানুষের উচ্চ মননশীলতা, মর্মানুভূতি, ধৈর্য প্রেম-ভালোবাসা-উদারতার টানেও সুপ্রাচীনকাল থেকেই ভারতবাসীর ঐতিহ্যগত আত্মিকবন্ধন রচিত হবার জোরালো কারণ রয়েছে। এই যুক্তির সপক্ষে আমরা বিশ্বকবির উক্তি বা মন্তব্য অথবা তাঁরই লেখনি -নিঃসৃত কাব্যিক পংক্তি উল্লেখ করতে পারি। যেমন--- ১) "নানা ভাষা নানা মত নানা পরিধান/ বিবিধের মাঝে দেখ মিলন মহান।" ২) "দিবে আর নিবে মিলাবে মিলিবে যাবে না ফিরে/এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।" ৩) "হেথা আর্য হেথা অনার্য হেথায় দ্রাবিড় চীন। শক, হুন দল পাঠান মোগল এক দেহে হল লীন।" এছাড়াও ভারতের চিরন্তন ঐতিহ্য হচ্ছে---

"বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য (ইউনিট ইন্ ডাইবারসিটি)। কবি নজরুল বলেছেন--- "হিন্দু, না ওরা মুসলিম--- ওই জিজ্ঞাসে কোন্‌জন। কান্ডারী বলো ডুবিছে মানুষ সন্তান মোর মার।" এত যে মহোচ্চ ভারতের আদর্শ, এত উন্নত ভারতের কৃষ্টি, সংস্কৃতি, সভ্যতা, এত মহত্তম ভারতীয় ঐতিহ্য-এর মূলে অতীতে বিষ প্রয়োগ করেছিল বহিরাগত ঔপনিবেশিকও সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ বেনিয়ারা ভারতে তাদের শাসন কায়েম রাখার দুরভিসন্ধি নিয়ে লর্ড মেকলের সুপারিশক্রমে যাতে ভারতীয়দের ঐক্য, ঐতিহ্য, শিক্ষা ও আধ্যাত্মিকতার মূলে আঘাত হানায় সম্ভব হয়। সেটা বিগত ১৮৩৫ সালের কথা। তারপর থেকেই ভারতের অভ্যন্তরে হিন্দু-মুসলিমদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার বীজবপন করতে চেয়ে ধর্মীয় গোড়ামির বিষজল সেচন করেছিল ভারতীয় ঐক্যভাঙনের উদ্দেশ্যে, জাতীয়তাবোধ দেশপ্রেম, ও ভ্রাতৃত্বের সম্পর্কের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করতে। পরবর্তী সময়ে একই ফর্মূলা প্রয়োগ করে ব্রিটিশ পলিসি 'ডিভাইড অ্যান্ড রুল' সফল করে তুলতে অন্তিম পরিণতি ঘটিয়ে গেল ১৯৪৭ সালের দেশভাঙনের মাধ্যমে। এরই বাস্তব প্রতিফলন হল প্রথম দফায় একই ভারতবর্ষ ভেঙে গিয়ে হল :--- ১) পাকিস্তান ২) ভারত তথা ইন্ডিয়া। আবার, দ্বিতীয় দফায় হয়ে দাঁড়াল পাকিস্তান ভেঙে আরেক নোতুন রাষ্ট্র বাঙলা দেশ। নীটফল দাঁড়াল--- তিন রাষ্ট্রেরই অর্থনৈতিক বনিয়াদের দফারফা, পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ- অশান্তি-অবিশ্বাস আর সীমান্তরক্ষী বাহিনীর পালন পোষণ--- মাঝে মধ্যে পাক-ভারত যুদ্ধংদেহি ভাবও ঠোকাঠুকি। শান্তি, সম্প্রীতি সহাবস্থান ও উন্নতি নৈব নৈব চ। পাঠকবর্গ একটিবার ভেবে দেখুন, বিদেশি শাসক ব্রিটিশের চক্রান্ত, দেশীয় নেতৃবর্গের ক্ষমতা হাতে লুফে নেবার গভীর ষড়যন্ত্র আর দেশবাসীর সচেতনতার অভাব ও দুর্নীতিবাজ রাজনীতিকদের চরম হটকারিতা আজ আমাদের কোন্ জায়গায় দাঁড় করিয়েছে। এ লেখাটির গোড়ায় আমি বলেছিলুম যে দেশ মারাত্মক ব্যাধিতে আক্রান্ত। সেই রোগাক্রমণ ঘটেছিল ভারতে ব্রিটিশ শাসনের গোড়া থেকে। ক্যানসারের বিষ দিনে দিনে সমগ্র ভারত রাষ্ট্রের শিরা ধমনীতে ছড়িয়ে সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে সংক্রামিত করে এখন কোষগুলোকেও ছেয়ে ফেলেছে বলতে হবে। এর পেছনে অবশ্য বড় কারণও রয়েছে। পরাধীন ভারতে দেশীয় নেতৃবর্গের হটকারিতা, কপচারিতা। দুর্বৃত্তায়ন, দুর্নীতি, স্বার্থপরতা, কূপমন্ডুকতা অদম্য লোভ -লালসা ইত্যাদি একদিকে আর অপরদিকে অদূরদর্শিতা, অবিমৃষ্যকারিতা, চারিত্রিক সংযমের নিতান্ত অভাব, পুঁজিবাদী সুলভ আচরণের শিখার হয়ে ক্ষমতাভোগের প্রচন্ড তাগিদ দিনে দিনে ভারতের সর্বনাশেরও অধিক ক্ষতিসাধন করেছে। ব্রিটিশরা ভারত ছেড়ে যাবার পরও বিগত প্রায় ৭২ বছর ধরে ক্ষতিসাধন করে চলেছে।

আজ ব্যাপকভাবে ক্ষতির কারণ ঘটাচ্ছে। গুটি কয়েক দৃষ্টান্ত দিলে বোধহয় আলোচনাটি পুষ্ট হবে।

প্রথমত বলতে চাইছি স্বাধীনোত্তর ভারতের রূপকার ও গান্ধীজির মানসপুত্র নেহেরুর ভুলের কথা। তিনি প্রথম ভুল কাজটি করেছিলেন তাঁরই সুহৃদবর্গের সহযোগে ভারতীয় সংবিধান রচনার ক্ষেত্রে। ভারতের সংবিধান রচিত হয়েছিল মূলতই তিন শ্রেণীর শোষকদের দ্বারা, যথা: ১) ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী ২) দেশী সাম্রাজ্যবাদী তথা হিন্দী সাম্রাজ্যবাদী ৩) দেশী পুঁজিপতিদের দ্বারা। ফলে এই সংবিধান বা তথাকথিত রাজনৈতিক স্বাধীনতার সুফল ভোগ করে চলেছেন একচেটিয়া পুঁজিপতি ও পুঁটিবাদেরই সমর্থক গোষ্ঠীটা (যদি সুফল বলে মানা হয়) আর সবটুকু কুফল ভোগ করে চলেছেন আপামর জনসাধারণ। নেহেরুর দ্বিতীয় ভুল হচ্ছে ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠন। এরই ফলে ভারতীয় সংহতির মূলে কুঠারাঘাত হয়েছে। যার রেশ স্বরূপ ভারতে প্রাদেশিকতা, আঞ্চলিকতা, সাম্প্রদায়িকতা, রাজ্যভাগ ইত্যাদি বিভেদকামিতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। নেহেরুও তাঁর উত্তরসূরীদের দফায় দফায় ভুলের কারণে ভারতের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ মার খেয়েছে। শুধু গদি লাভের রাজনীতির লক্ষ্যপূরণে রাজনীতি থেকে নৈতিকতাবোধ, মানবিকতা, দেশপ্রেম, আদর্শ,নিষ্ঠা ইত্যাদি রাষ্ট্রপরিচালনার ক্ষেত্রে যে সমস্ত গুণাবলী অপরিহার্য সেটাই ভারতীয় রাজনীতি থেকে একে একে বিদায় নিয়েছে।

আজ যে ভারতে সন্ত্রাসবাদ দেখা দিয়েছে এর পেছনেও ভারতের দিশাহীন রাজনীতি ও কেন্দ্রের তরফ থেকে রাজ্যগুলোর কোন কোন ক্ষেত্রে বিমাতৃসুলভ আচরণই দায়ী। ভোটবাজির রাজনীতির স্বার্থে আমলাতন্ত্র, ক্যাডারপোষণ, খুনী, প্রতারক, তহবিল তছরূপকারী, দুর্নীতিগ্রস্ত, নেশাখোর ও ড্রাগ মাদক চালানকারী, চোরাকারবারী, মুনাফাখোর মুজতদার, পুঁজিপতিদের তোষণ ইত্যাদি দুর্বৃত্তায়নের ফলে ভারতীয় রাষ্ট্রযন্ত্রে মারাত্মক ব্যাধি আষ্টে পৃষ্টে ছড়িয়ে পড়েছে।

বিগত ২০১৪ সাল থেকে ভারতীয় রাজনীতিতে দুর্বিষহ জ্যামোর উপদ্রব অনেকগুণে বেড়ে চলেছে। গোধরাকান্ডের হটকারিতাই বুঝি ইদানীংকালের রথটানার রজ্জু হতে চলেছে। তাই, যে রামের অস্তিত্ব সম্পর্কে ঐতিহাসিক সত্যতার লেশমাত্র নেই, সেই রামের জন্মভূমি চিহ্নিত করা হয় রাষ্ট্রযন্ত্রের সহায়তায়। ভারতের সংবিধানকে গলাটিপে ধরে ধর্মনিরপেক্ষতার নীতিকে ধর্ষণ করে ভারতের নাগরিকত্বের সংশোধনী আইন 'ক্যা' বা সিএএ পার্লামেন্টে পাশ হয়ে যায় ও ৭২ ঘন্টার মধ্যেই রাষ্ট্রপতির দ্বারা স্বাক্ষরিত হয়। আবার ভারতের সর্বোচ্চ আদালতের দোহাই পড়েই অসমে চাপানো এনআরসি দিয়ে প্রথএম ৪১ লাখ ও পরে ১৯ লাখেরও বেশী বাঙালীদের 'রাষ্ট্রহীন' বানার নির্লজ্জ উদ্যোগ নেওয়া হয়। দেশ বিভাজনের শিকার বনে গিয়ে সংখ্যালঘু যারা ২০১৪ সালের ৩১ শে ডিসেম্বরের মধ্যে ভারতে এলেন তাদের নাগরিকত্ব দেওয়া হবে, কিন্তু একমাত্র মুসলিমদের বাদ রেখে। কোন্ আইনে, কোন যুক্তিতে এই ধরনের অগণতান্ত্রিক, অসাংবিধানিক ও অমানবিক আইন দেশে গৃহীত হতে পারে কিংবা মান্যতা পেতে পারে, এর সঠিক উত্তর কোথায় পাওয়া যাবে। কে বলতে পারবেন?

তাই, বলছিলুম, যদি নিউটনের ৩য় সূত্র সততই কার্যকরী হয়, তাহলে এই সমস্ত গোয়ার্তুমির অনিবার্য পরিণতি কতদূর গড়াতে পারে, সেই সম্পর্কে আমরা সঠিক ধারণা নিতে পারছি তো? বিচার করলে দাঁড়ায় যে, আমরা বোধহয়, ভারতীয় অখন্ডতা, ঐতিহ্য, সংহতি ও জাতীয়তাবোধের অটুটত্ব বজায় রাখার ক্ষেত্রে একটা অশনিসংকেত পেতে চলেছি। তাই, ভাবতে হচ্ছে, এজন্যে দায়ী কারা?

গণপরিষদ ছিল বহুরত্ন সভা

মিহির গঙ্গোপাধ্যায়

সংবিধান এবং তার বিধিব্যবস্থা নিয়ে বরাবর চর্চা হয়। হালে তা নিয়ে শাসক দল এবং তার বিরোধীদের মধ্যে তুমুল বিতর্ক ও বিরোধিতা জমে উঠেছে। এর ফলে প্রচারের জোরালো আলোয় চলে এসেছে সংবিধান।

শাসক এবং বিরোধীদের মধ্যে বিতর্কের বিষয়গুলি এতই জানা যে তার পুনরাবৃত্তি করছি না। তার বদলে এই স ংবিধান কিভাবে রচিত হল এবং তা কারা রচনা করলেন, সে বিষয়গুলিফের স্মরণ করা দরকার হয়ে পড়েছে। কারণ যারা সেসব মহান অদ্যায় জানতেন, তারা আর জীবিত নেই। পরবর্তী প্রজন্মের মানুষরা সেই সব বিষয় বিশদভাবে জানার সুযোগ পাননি। সর্বোপরি এই নিবন্ধ যেদিন প্রকাশিত হচ্ছে, সে ২৬ জানুয়ারি তারিখটিতে আমরা সংবিধান লাভ করেছিলাম। আনুষ্ঠানিকভাবে এই সংবিধান ভারতের গণ পরিষদের যৌথ সৃষ্টি। দেশের বিভিন্ন প্রদেশের বিধায়কদের ভোটে গণ পরিষদের ২৯২ জন সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। মনোনীত সদস্যদের নিয়ে সংখ্যাটা দাঁড়িয়েছিল ৩৮৯ জন। গণ পরিষদের একমাত্র দায়িত্ব ছিল স্বাধীন ভারতের উপযোগী দেশের করে দেশের শাসনতন্ত্র রচনা করা। পরাধীন ভারতে এর ভিত্তি রচনা করেছিল জাতীয় কংগ্রেস। এর বিভিন্ন প্রস্তাব, বিশেষ করে লাহোরে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অধিবেশনের প্রস্তাব এবং লাহোরো হরিপুরা অধিবেশনের সভাপতি সুভাষচন্দ্র বসুর ভাষণে স্বাধীন ভারত কেমন হবে, তার রূপরেখা তৈরি করে দিয়েছিল। সুতরাং বিশেষ কোনও ব্যক্তিকে সংবিধানের জনক বলে মর্যাদা দেয়া হলে অন্যদের ভূমিকা ইতিহাস থেকে মুছে ফেলা হয়। সত্যের খাতিরে তা কাম্য নয়।

গণ পরিষদের সদস্য নির্বাচনের সময় প্রাদেশিক বিধানসভাগুলিতে কংগ্রেসই ছিল প্রবল শক্তিশালী। সুতরাং কংগ্রেস প্রার্থীরাই একচেটিয়াভাবে জিতে যেতেন। কিন্তু কংগ্রেস নেতারা তা চাননি। সে বিবেচনায় তারা এমন তিনজন ব্যক্তিকে নির্বাচিত করার জন্য বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিকে নির্দেশ পাঠিয়েছিল, যাদের পরিচয় জানলে পাঠক আশ্চর্য হয়ে যাবেন। প্রথম নাম শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। প্রচন্ড কংগ্রেস বিরোধী। হিন্দু মহাসভার নেতা। দ্বিতীয় নাম সোনাথ নলাহিড়ি, প্রবল কংগ্রেস বিরোধী। সিপিঅআই নেতা। তৃতীয় নাম বি আর আম্বেদকর। সুপন্ডিত। গান্ধী বিরোধী। কংগ্রেস বিরোধী। আম্বেদকর ছিলেন মারাঠি। মহারাষ্ট্র তার জীবনের অনেকটা জুড়ে ছিল। সেই মহারাষ্ট্র গণ পরিষদে তাকে জায়গা ছড়াল না। তাই বাংলা থেকে তাকে নির্বাচিত প্রথম নাম শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। প্রচন্ড কংগ্রেস বিরোধী। হিন্দু মহাসভার নেতা। দ্বিতীয় নাম সোনাথ নলাহিড়ি, প্রবল কংগ্রেস বিরোধী। সিপিঅআই নেতা। তৃতীয় নাম বি আর আম্বেদকর। সুপন্ডিত। গান্ধী বিরোধী। কংগ্রেস বিরোধী। আম্বেদকর ছিলেন মারাঠি। মহারাষ্ট্র তার জীবনের অনেকটা জুড়ে ছিল। সেই মহারাষ্ট্র গণ পরিষদে তাকে জায়গা ছড়াল না।করে গণ পরিষদে এনেছিল কংগ্রেস।

কারণ, কংগ্রেস হাইকমান্ড মনে করেছিল, সংবিধান রচনার মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজে শ্যামাপ্রসাদ, লাহিড়ি এবং আম্বেদকরের কথা শোনারও দরকার আছে। দেশের স্বার্থে দলীয় সংকীর্ণতা ঝেড়ে ফেলে কংগ্রেস এতটাই উদারতা দেখাতে পেরেছিল।

গণ পরিষদ তার কাজ আরম্ভ করার আগে ১৯৪৬ সালে আধিকারিক পর্যায়ের একটি সংস্থার খসড়া তৈরির কাজে ব্যস্ত হয়েছিল।এই সংস্থাটির নাম ছিল কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি সেক্রেটারিয়ট, সংক্ষেপে সিএএস। এর নায়ক ছিলেন একজন কন্নড় বাহ্মণ এবং সহনায়ক একজন বাঙালি বাহ্মণ। প্রথমজনের নাম বি এন রাউ আইসিএস। দ্বিতীয়জন সুরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়। রাউয়ের পদ ছিল সাংবিধানিক পরামর্শদাতা। সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন সচিবালয়ের যুগ্মসচিব। এর নায়ক ছিলেন একজন কন্নড় বাহ্মণ এবং সহনায়ক একজন বাঙালি বাহ্মণ। প্রথমজনের নাম বি এন রাউ আইসিএস। দ্বিতীয়জন সুরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়। রাউয়ের পদ ছিল সাংবিধানিক পরামর্শদাতা। সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন সচিবালয়ের যুগ্মসচিব। রাউ মুখোপাধ্যায়ের যুগলবন্দি দিনরাত এক করে দারুণ খেটে সংবিধানের খসড়া বানিয়ে ফেললেন।

সেই খসড়া সামনে রেখে গণ পরিষদে বিস্তারিত আলোচনা চলল। আলোচনাটা গুছিয়ে দেয়ার জন্য গণ পরিষদ কমিটি গঠন করেছিল। তার মধ্যে একটি ছিল খসড়া কমিটি। কমিটির সাতজন সদস্য। তাদের মধ্যে দুজন এই রাজ্যের— বিএল মিট্টার এবং ডি পি খৈতান। মিট্টার সাহেব ছিলেন প্রথম সারির আইনজ্ঞ। খৈতানজি সবচেয়ে বড় সলিসিটর ফার্মের কর্তা। বাকি পাঁচজনের মধ্যে একজন ছিলেন আম্বেদকর। ততদিনে কেন্দ্রে প্রথম কংগ্রেস সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সে সরকারের প্রথম আইন ও বিচারমন্ত্রীর পদে আম্বেদকরকে বসিয়েছিল কংগ্রেস। আইনমন্ত্রী যে কমিটিতে থাকবেন, তিনি সে কমিটির চেয়ারম্যান হন। পদাধিকার বলে আম্বেদকর খসড়া কমিটির চেয়ারম্যান হয়েছিলেন।

আম্বেদকরের কমিটির কাজ ছিল রাউ মুখোপাধ্যায়। রচিত খসড়া খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে তার ফলাফল গণ পরিষদের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের বিচেনার জন্য পেশ করা। গণ পরিষদে ছিল স্বাধীনতা সংগ্রামী আইনজ্ঞ, আমেরিকা ব্রিটেন, ফ্রান্স, আয়ারল্যান্ড, জাপান প্রভৃতি দেশের শাসনতন্ত্র সম্পর্কে ধ্যানধারণাসম্পন্ন বিশেষজ্ঞ মানুষজন। সম্রাট আকবরের দরবারে শোভাপেত নবরত্ন। স্বাধীন ভারতের গণপরিষদে ছিল হীরা জহতের ছড়াছড়ি। তা ছিল বহুরত্নসভা। অন্তত তিনজনের কথা বলি। প্রথমজন ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ। প্রেসিডেন্সি কলেজের মেধাবী স্নাতক। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্বর্ণপদক প্রাপ্ত। দারুণ পসারওয়ালা আইনজীবী। জওহরলাল নেহরু। বিদেশে শিক্ষাপ্রাপ্ত। প্রচন্ড ধনীর সন্তান। সুলেখক। ব্যারিস্টার বল্লভভাই প্যাটেল। বিলেতফেরত ব্যারিস্টার। ফৌজদারী াাইনে তুখোড়। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর হায়দরাবাদ, জুনাগড়, জম্মু কাশ্মীরের মতো কয়েকশত দেশীয় রাজ্যকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করার কঠিন ও জটিল কর্তব্য সম্পাদন করে লৌহমানব খ্যাতি অর্জন করেছিল। এত সব বিবরণের পরে কোনও বিশেষ ব্যক্তিকে তার পদাধিকারের জন্য সংবিধানের জনক বা সংবিধানের প্রধান স্থপতি বলে বর্ণনা করা ইতিহাসের সঙ্গে প্রতারণা করার শামিল হয়ে যায়। কোনও বিশেষ ব্যক্তিকে সংভিধানের জনক বলে মর্যাদার আসনে বসানো হলে প্রশ্ন থেকে যায়, তাহলে রাউ, মুখোপাধ্যায়, বিএল মিট্টার, ডিপি খৈতান, রাজেন্দ্র প্রসাদ, জওহরলাল, প্যাটেলের মতো বিচক্ষণ বিদ্বান ব্যক্তিরা কি করলেন? ঘোড়ার ঘাস কাটলেন? সেন্ট্রাল হলে বসে কফি এবং সামোসা ধ্বংস করলেন? অবসরে বুড়ো আঙুল চুষলেন? বউ দুঃখে আজকের এই বিশেষ দিনটিতে এই অপ্রীতিকর প্রসঙ্গটি তুলতে হ লো। সাহস দিয়েছেন আম্বেদকর। তিনিই বলেছিলেন, সংবিধানের খসড়া তৈরি করেছিলেন ব্রাহ্মণ সন্তান বি এন রাউ।

(সৌজন্যে--- দৈঃ স্টেটস)

হাতির হানায় মৃত্যু তরতাজা যুবকের, এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা

বাঁকুড়া, ২৭ জানুয়ারি (হি. স.) : হাতির হানায় তরতাজা এক যুবকের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা ও ক্ষোভ দেখা দিয়েছে বাঁকুড়ার গঙ্গাজলঘাটি থানার রাধাকৃষ্ণপুর গ্রামে। রবিবার রাত ৮টা নাগাদ তিনটি হাতি ওই গ্রামে ঢুকে। হাতিদের উপস্থিতি টের পেয়ে গ্রামবাসীরা টিন বাজিয়ে, মশাল জ্বেলে হাতি তিনটিকে গ্রামের বাইরে বিদায় করার চেষ্টা চালায়।ওই সময় একটি হাতি হঠাৎ ঘুরে দাড়ায়, এবং নিকটে থাকা মানুষদের তাড়া করে, নিহত যুবক রহিম লোহার (৩৫)অন্ধকারে কিছু বুঝে ওঠার আগেই হাতিটি তাকে শুড়ে পেচিয়ে ধরে আছড়ে মারে, এবং পায়ে পিষে দেয়।ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।গ্রামবাসীরা এতদিন যে আশঙ্কা করা করছিলেন অবশেষে সেই আশঙ্কাই প্রমাণিত হলো। গত ১ মাস ধরে বাঁকুড়া উত্তর বন বিভাগের বেলিয়াতোড় - বড়জোড়া রেঞ্জ এলাকায় ৩ টি বুনো হাতি তাণ্ডব চালিয়ে বিঘার পর বিঘা মাঠের ফসল নষ্ট এবং বাড়িঘর ভেঙে উপদ্রব চালালেও কোনো প্রাণহানি ঘটায়নি। রবিবার রাতে এক যুবকের প্রাণ কেড়ে নিলো।স্থানীয় গ্রামবাসীদের অভিযোগ হাতির জংলিপনা বাড়ছে স্রেফ বন কর্তাদের গাফিলতি ও উদাসীনতার কারণেই। গ্রামেবাসী পরান কুন্ডু বলেন, রবিবার রাত ৮ টা নাগাদ ৩ টি হাতি গ্রামে ঢুকে। বাসিন্দারা হাতির উপস্থিতি টের পেয়ে টিন বাজিয়ে, মশাল জ্বেলে হাতি তাড়াতে থাকে। হাতিদের তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার পথে অন্ধকারে একটি হাতি ঘুরে এসে রহিমকে শুঁড়ে করে তুলে নিয়ে আছাড় মেরে পা দিয়ে থেঁতলে দেয়। ঘটনার খবর পেয়ে গ্রামে আসেন গঙ্গাজলঘাটি পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি নিমাই মাজি, জীতেন গরাই, নিমাই বাবু বলেন ২০১৭ সালে থেকে হাতির করিডোর বদল করে দেওয়ায় দলমার দাঁতাল বাহিনী বাঁকুড়ায় ঢুকতে পারছে না। মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম এলাকায় আটকা পড়ছে। যার ফলে গতবছর হাতির হানায় মৃতের সংখ্যা ছিল অতি নগন্য। কিন্তু তাদের মধ্যে কয়েকটি হাতি ফিরে না গিয়ে বাঁকুড়ায় আবাসিক হয়ে রয়ে গেছে। সেই হাতিরাই জঙ্গলে খাবার না পেয়ে খাবারের সন্ধানে লোকালয়ে ঢুকে পড়ছে। উপদ্রুত এলাকার মানুষেরা অনেক সতর্ক হয়ে চলাফেরা করতেও শিখেছেন। সে কারণে মাঠের ফসল, বাড়িঘর নষ্ট করলেও প্রাণহানি ঘটেনি। তাছাড়া বছর দেড়েক ধরে আবাসিক হাতিরা বড়জোড়া, বেলিয়াতোড়, সোনামুখী, বিষ্ণুপুর রেঞ্জ এলাকায় উৎপাত চালালেও গঙ্গাজলঘাটি এলাকায় উপদ্রব অনেকটা কম ছিল।।

এদিকে এই ঘটনায় ক্ষেপে উঠেছে হাতি নিয়ে আন্দোলনকারী সংগ্রামী গণ মঞ্চ। সংগঠনের জেলা সম্পাদক শুভ্রাংশু মুখোপাধ্যায় বলেন, আমরা গত ১ মাস ধরে হাতির গতিবিধি দেখে বন কর্তাদের বারবার সতর্ক করেছি। তারা আমাদের কোনো কথায় কান দেননি।

রবিবার আগরতলায় আয়োজিত রক্তদান শিবিরে রক্তদান করেন ত্রিপুরা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি অকিল কুরেশি। ছবি- নিজস্ব।

মেলা শেষ, সাফাই হয়নি, কাঁকসার অজয়নদীর চরে প্লাস্টিক থার্মোকলে দূষনে জেরবার

দুর্গাপুর, ২৭ জানুয়ারি (হি. স.) : মেলা শেষ। উঠে গেছে দোকানপাট। নেই তেমন জন সমাগম। তবে পড়ে রয়েছে ব্যাবহৃত প্লাস্টিক, থার্মোকলের সামগ্রী। চরের ওপর পড়ে থাকা প্লাস্টিক দুষিত করছে নদীর জল। অবাধে ওই সব যত্রতত্র পড়ে থাকা প্লাস্টিক খাচ্ছে গবাদি পশু। দুষিত হচ্ছে সবুজ পরিবেশ। প্রশ্ন উঠেছে স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রশাসনের নজরদারির ভুমিকায়। এমনই চাঞ্চল্যকর ছবি ধরা পড়ল কাঁকসার অজয় নদীর ওপর শিবপুরঘাটে।

কাঁকসার শিবপুরে অজয় নদীর ওপর রয়েছে নদীঘাট। তার অপরপ্রান্তে বীরভুমের জয়দেব কেঁদুলি। পৌষসংক্রান্তিতে বাউল মেলা। নদীর অপর প্রান্ত মেলা বসলেই শিবপুরঘাটে মেলার জনসমাগম থেকে দোকান বাজার নেহাতই কম থাকে না। নদীর পাড় থেকে চর সর্বত্রই রকমারি খাবার থেকে নানান সামগ্রীর পসরা বসে। থাকে সাইকেল, মোটর সাইকেল ও নানান যানবাহনের স্ট্যান্ড। জানা গেছে, নজরদারির জন্য পঞ্চায়েত থেকে দোকানের জমির ভাড়াও নেওয়া হয়। জয়দেব মেলার শিবপুর ঘাট যথেষ্ট গুরুত্বপুর্ন। দক্ষিণবঙ্গ ছাড়াও রাজ্যের বিভিন্নপ্রান্তের মানুষ এই ঘাট দিয়েই জয়দেব মেলায় যায়। মেলা শেষ হয়েছে দিন পনের আগে। উঠে গেছে দোকানপাট। নেই সেরকম জনসমাগম। তবে মেলা শেষের নজির রয়ে গেছে। নদীঘাটের চারপাশে চোখ ঘোরালেই নজরে পড়ে ব্যাবহারের পর ফেলে দেওয়া প্লাস্টিক আর থার্মকলের সামগ্রী। যা বাতাসে উড়ে নদীর জলে পড়ছে। তাছাড়াও আশপাশের চাষজমিতে পড়ছে। মেলায় উচ্ছিষ্ট খাবার আবর্জনা যত্রতত্র ফেলা হয়েছে। ছড়াচ্ছে দুর্গন্ধ।

আবার ওইসব খবারের সন্ধানে গিয়ে আস্ত প্লাস্টিক খেয়ে ফেলছে গবাদি পশু। প্লাস্টিক খেয়ে অসুস্থতার আশঙ্ক করছে আশপাশের বাসিন্দারা। অভিযোগ, দোকানপাট উঠলেও সাফাই করেনি স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রশাসন। আর তার ফলেই দুষন ছড়াচ্ছে। বাসিন্দাদের অভিযোগ জমি ভাড়া বাবদ প্রচুর টাকা তোলা হয়। তবুও মেলা শেষের পর সাফাই করা হয় না। নির্বিকার দুষন দফতর ও প্রশাসন। যদিও কাঁকসা বিডিও সুদীপ্ত ভট্টাচার্য্য জানান,' খুব শীঘ্রই গোটা এলাকাটি সাফাই অভিযানের মাধ্যমে পরিষ্কার করা হবে।'

করোনাভাইরাস আতঙ্কে বাংলাদেশিকে ফিরিয়ে দিল ভারত

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,জানুয়ারী ২৭।। দুই মাস আগে চীন ভ্রমণ করায় শওকত আহমেদ নামে এক বাংলাদেশি নাগরিককে ভিসা থাকা সত্ত্বেও ভারতে ঢুকতে দেয়া হয়নি। করোনাভাইরাস আতঙ্কে সোমবার (২৭ জানুয়ারি) সকাল ৯টার দিকে আগরতলা ইমিগ্রেশন থেকে তাকে ফিরিয়ে দেয়া হয়। যদিও প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য পরীায় করোনাভাইরাসের কোনো লণ পাওয়া যায়নি তার।

শওকত আহমেদ ফেনী সদর উপজেলার সাহিবপুর গ্রামের সৈয়দ আহমেদের ছেলে। তিনি চট্টগ্রামে মোটর যন্ত্রাংশের ব্যবসা করেন। ব্যবসায়িক কাজে গত নভেম্বর মাসের শেষ দিকে চীন ভ্রমণ করেছিলেন তিনি। শওকত আহমেদ জানান, এক সপ্তাহ ভ্রমণ শেষে গত নভেম্বর মাসের শেষ দিকে চীন থেকে দেশে ফেরেন তিনি। কেনাকাটা ও বেড়ানোর জন্য সোমবার সকালে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়া আন্তর্জাতিক ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট দিয়ে ভারতে ঢোকেন শওকত। এরপর পাসপোর্টে চীনের ভিসা দেখতে পেয়ে আগরতলা ইমিগ্রেশনে তাকে আটকে দেয়া হয়।

ইমিগ্রেশন কর্মকর্তারা জানান, চীনে করোনাভাইসারের সমস্যা চলছে। আপনি মাত্র দুই মাস আগে চীন ভ্রমণ করেছেন। সেজন্য আপনাকে ঢুকতে দেয়া যাবে না। আপনি এক মাস পরে আসেন। কিন্তু তার শরীরে করোনাভাইরাসের কোনো লণ ছিল না। বাংলাদেশে ফেরত পাঠানোর পর আখাউড়া ইমিগ্রেশনে স্বাস্থ্য পরীা করেও ভাইরাসের লণ পাওয়া যায়নি।

আখাউড়া আন্তর্জাতিক ইমিগ্রেশন পুলিশের সহকারী উপপরিদর্শক (এএসআই) মোর্শেদুল হক বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, শওকতের শরীরে করোনাভাইরাসের লণ নেই। চেকপোস্টে খোলা স্বাস্থ্য ডেস্কে তার স্বাস্থ্য পরীা করা হয়েছে। তিনি পুরোপুরি ফিট। শুধু চীন ভ্রমণের কারণেই তাকে ফেরত পাঠানো হয়েছে।

করোনা ভাইরাস: সতর্ক থাকার নির্দেশ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,জানুয়ারী ২৭।। চীনের উহান থেকে ছড়িয়ে পড়া নভেল করোনাভাইরাস কোনোভাবেই যেন বাংলাদেশে আসতে না পারে সে বিষয়ে সতর্ক থাকার নির্দেশনা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

সোমবার সচিবালয়ে মন্ত্রিসভার বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী এই নির্দেশনা দেন বলে মন্ত্রিপরিষদ সচিব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম জানান।সাংবাদিকদের প্রশ্নে তিনি বলেন,প্রধানমন্ত্রী বলেছেন- আরো সতর্ক থাকতে হবে, খেয়াল রাখতে হবে। চীন হয়ে যারা আসছেন, তাদেরকেও বিশেষভাকে দেখাশোনা করতে হবে।সবাইকে কেয়ারফুল থাকতে হবে। বিশেষ করে এয়ারপোর্ট এবং পোর্টে স্পেশাল কোয়ারেন্টাইনের ব্যবস্থা রাখতে হবে, যাতে আমাদের মধ্যে বিস্তার না ঘটতে পারে। চীন বা হংকং থেকে থেকে যেসব প্লেন আসবে সেগুলোতে বিশেষ নজর রাখতে হবে। চীনের সাথে সরাসরি যোগাযোগ হয় এমন পোর্টে বিশেষ নজর রাখতে হবে।চীনের উহান থেকে ছড়িয়ে পড়া নভেল করোনাভাইরাস ইতোমধ্যে কেড়ে নিয়েছে ৮১ জনের প্রাণ, সংক্রমিত হয়েছে তিন হাজারের বেশি মানুষের দেহে।

২০০২ সালে সার্স এবং ২০১২ সালের মার্সের মতই একই পরিবারের সদস্য এ নভেল করোনাভাইরাস, যারা ছড়াতে পারে মানুষ থেকে মানুষে।মধ্য চীনের উহান শহরে ২০১৯ সালের ৩১ ডিসেম্বর করোনাভাইরাসের প্রথম সংক্রমণ শনাক্ত করা হয়। নিউমোনিয়ার মত লণ নিয়ে নতুন এ রোগ ছড়াতে দেখে চীনা কর্তৃপ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাকে সতর্ক করে। এরপর ১১ জানুয়ারি প্রথম একজনের মৃত্যু হয়।

ঠিক কীভাবে করোনাভাইরাস সংক্রমণ শুরু হয়েছিল- সে বিষয়ে এখনও নিশ্চিত নন বিশেষজ্ঞরা। তবে তাদের ধারণা, মানুষের দেহে এ রোগ এসেছে কোনো প্রাণী থেকে। তারপর মানুষ থেকে মানুষে ছড়িয়েছে।এর লণ শুরু হয় জ্বর দিয়ে, সঙ্গে থাকতে পারে সর্দি, শুকনো কাশি, মাথাব্যথা, গলাব্যথা ও শরীর ব্যথা। সপ্তাহখানেকের মধ্যে দেখা দিতে পারে শ্বাসকষ্ট। সাধারণ ফ্লুর মতই হাঁচি-কাশির মাধ্যমে ছড়াতে পারে এ রোগের ভাইরাস।রোগ প্রতিরোধ মতা ভালো হলে এ রোগ কিছুদিন পর এমনিতেই সেরে যেতে পারে। তবে ডায়াবেটিস, কিডনি, হৃদযন্ত্র বা ফুসফুসের পুরোনো রোগীদেরে ত্রে মারাত্মক জটিলতা দেখা দিতে পারে। এটি মোড় নিতে পারে নিউমোনিয়া, রেসপাইরেটরি ফেইলিউর বা কিডনি অকার্যকারিতার দিকে। পরিণতিতে ঘটতে পারে মৃত্যু।নভেল করোনাভাইরাসের কোনো টিকা বা ভ্যাকসিন এখনো তৈরি হয়নি। ফলে এমন কোনো চিকিৎসা এখনও মানুষের জানা নেই, যা এ রোগ ঠেকাতে পারে।

ভাইরাসটির হাত থেকে রা পাওয়ার একমাত্র উপায় হল, যারা ইতোমধ্যেই আক্রান্ত হয়েছেন বা এ ভাইরাস বহন করছেন- তাদের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলা।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিল বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিসিন বিভাগ করোনাভাইরাস প্রতিরোধে ব্যাপক জনসচেতনতা ও ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতার ওপর জোর দিচ্ছে।এ ধরনের ভাইরাস যানবাহনের হাতল, দরজার নব, টেলিফোন রিসিভার ইত্যাদি সাধারণ বস্তু থেকেও ছড়াতে পারে। তাই বাইরে থেকে এসে অবশ্যই সাবান পানি দিয়ে হাত পরিষ্কার করতে হবে। যারা হাসপাতাল বা ল্যাবরেটরিতে কাজ করেন, তারা হাত পরিষ্কার করতে অ্যালকোহল স্যানিটাইজার ব্যবহার করতে পারেন।যেখানে-সেখানে প্রকাশ্যে থুতু-কফ ফেলা বন্ধ করার বিষয়ে সচেতনতা দরকার। হাঁচি-কাশি দেওয়ার সময় টিস্যু ব্যবহার করতে হবে, যা অবশ্যই একবার ব্যবহারের পরই ডাস্টবিনে ফেলে দিতে হবে। হাত দিয়ে নাক মুখ চোখ স্পর্শ যত কম করা যায়, ততই ভালো।বিদেশ থেকে আসা কোনো ব্যক্তি কাশি-জ্বরে আক্রান্ত হলে অন্তত ১৪ দিন তাকে বাড়িতে একটি আলাদা ঘরে রাখতে হবে এবং চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

রাম মন্দির নির্মাণ হওয়া পর্যন্ত রামলালা কী তাঁবুতেই থাকবেন, প্রশ্ন অবিমুক্তেশ্বরানন্দের

বারাণসী, ২৭ জানুয়ারি (হি.স.): কোটি-কোটি সনাতন রামভক্তের আস্থার কেন্দ্রস্থল শ্রী রামজন্মভূমি অযোধ্যায় বিরাজমান রামলালার ভব্য এবং দিব্য মন্দির নির্মাণ হোক, তা প্রত্যেকেরই ইচ্ছেউ কিন্তু মূল প্রশ্ন হল-রাম মন্দির নির্মাণ হতে এখনও তো প্রচুর সময় লাগবে, ততদিন রামলালা কী তাঁবুতেই থাকবেন? সোমবার এই প্রশ্ন উত্থাপণ করেছেন দ্বারকা শারদা পীঠাধীশ্বর জগদগুরু শঙ্করাচার্য স্বামী স্বরূপানন্দ সরস্বতীর শিষ্য এবং অযোধ্যা শ্রী রামজন্মভূমি রামালয় ন্যাস-এর সচিব স্বামী অবিমুক্তেশ্বরানন্দউ সোমবার কেদারঘাটে অবস্থিত শ্রীবিদ্যামঠে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন স্বামী অবিমুক্তেশ্বরানন্দ।

তিনি বলেন, 'রামলালার ভব্য মন্দিরের জন্য কোনও ট্রাস্টকে জমি প্রদান, লেআউট তৈরি করা এবং নির্মাণকাজ শুরু করার জন্য প্রচুর সময় লাগবেউ মন্দির নির্মাণ শুরু হয়ে গেলেও, বিশেষজ্ঞরা বলছেন মন্দির নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হতে ৫ থেকে ১০ বছর সময় লাগবেউ এখন বড় প্রশ্ন হল এই যে-ততদিন রামলালা কী তাঁবুতেই থাকবেন?' স্বামী অবিমুক্তেশ্বরানন্দ এদিন বলেছেন, শঙ্করাচার্য স্বরূপানন্দ সরস্বতী মহারাজের মতে, সুপ্রিম কোর্ট নিয়মাবলী তৈরি করে যথাযথ ট্রাস্টকে

ছয়ের পাতায়

সিএএ বিরোধী আন্দোলন জিইয়ে রাখতে নিজের ছাত্র জীবনের কথা শোনালেন মমতা

কলকাতা, ২৭ জানুয়ারি (হি.স.): সরস্বতী পুজোর পর থেকে সিএএ বিরোধী আন্দোলনের তেজ আরও বাড়বে। সোমবার নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়াম থেকে ছাত্র যুব কর্মশালা থেকে এমনটাই জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দলের ছাত্র সংগঠনকে উজ্জীবিত করতে নিজের ছাত্র আন্দোলনের শুরুর দিকগুলি তুলে ধরেন তিনি।

তিনি এদিন বলেন, 'সরস্বতী পূজার পর সিএএ বিরোধী আন্দোলনের তেজ আরও বাড়বে। আগামী দিনে ছাত্র যুব নেতৃত্ব তৈরির কাজ শুরু হবে। সিএএ বিরোধী আন্দোলনে সামনের সারিতে যে ছাত্র-যুব আছেন এই সভা থেকেই তাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি'উ দলের ছাত্র সংগঠনকে উজ্জীবিত করতে নিজের ছাত্র আন্দোলনের শুরুর দিকগুলি তুলে ধরেন তিনি। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "ভোর ৪টেয় বাড়ি থেকে বেরোতাম, রাত ১২টায় ফিরতাম। টিউশনের টাকা দিয়ে ছাত্র রাজনীতি করতাম। প্ল্যাকার্ড বানাতাম নিজেরা। তবে কোনওদিন ভয় পাইনি। আমি যখম যোগমায়া কলেজে পড়ি, ১৬ বছর ডিএসও -র ইউনিয়ন ছিল। আমি ভেঙে দিয়েছিলাম। রোজ আমার বাড়িতে গিয়ে আমায় বোঝাত যে ডিএসও কত ভাল। আমি কিন্তু পরপর ৩ বার বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জিতেছি। ভালবেসে আমার বিরুদ্ধে কেউ দাঁড়াননি। জানত, দাঁড়ালে জামানত বাজেয়াপ্ত হবে, ভয়ে দাঁড়ায়নি। আমরা সকলকে সাহায্য করতাম। এই করতে করতে হাতেখড়ি। একদিন সুব্রত মুখোপাধ্যায় ওঁর বাড়িতে ডেকে পাঠালেন। বলল, তোরা এত কলেজে গোলমাল করছিস! প্রিয়দা বলল, তোরা নাকি রোজ মারপিট করছিস। আমি বললাম, মারপিট যারা করে, তাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন চলছে"। তিনি আরও বলেন, "ছাত্র রাজনীতির সময়ে বোমা বন্দুক নিয়ে তাড়া করেছিল সিপিএম। পালানোর সময়ে দোকানে ঢুকিয়ে নিয়ে বাঁচিয়েছিল স্থানীয়রা। একটার পর একটা আন্দোলন করেছি, আমরা যেমন আন্দোলন করেছি পৃথিবীতে তা আর কেউ করেনি উ দুর্ভাগ্য, সকলে জানে না"।

দু'ম্যাচ নির্বাসন : ঘরের মাঠে নর্থ-ইস্টের বিরুদ্ধে ডাগ-আউটে থাকছেন না এটিকে কোচ হাবাস

কলকাতা, ২৭ জানুয়ারি (হি.স.) : সোমবার ঘরের মাঠে নর্থ-ইস্টের বিরুদ্ধে ডাগ-আউটে কোচ অ্যান্তোনিও লোপেজ হাবাসকে ছাড়াই মাঠে নামছে এটিকে। ম্যাচ জিতে লিগ টেবিলে গোয়াকে টপকে শীর্ষে যাওয়ার হাতছানি এটিকে'র সামনে। গত ১২ জানুয়ারি কেরালা ব্লাস্টার্সের বিরুদ্ধে ম্যাচে বিরুদ্ধে কোচ এলকো শাতোরির সঙ্গে বিতর্কিত আচরণের জেরে দলের আগামী দু'টি ম্যাচে ডাগ-আউটে থাকা হচ্ছে না স্প্যানিশ কোচের। শুধু দু'ম্যাচ নির্বাসনই নয় একইসঙ্গে ১ লক্ষ টাকা জরিমানা করা হয়েছে হাবাস। এআইএফএফের শৃঙ্খলারক্ষা কমিটির শাস্তির কোপে পড়তে হয়েছে কেরালা ব্লাস্টার্সের কোচ এলকো শাতোরিকেও। শাতোরিকেও দু'ম্যাচ নির্বাসনের পাশাপাশি ১ লক্ষ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। শাস্তির কবলে পড়তে হয়েছে এটিকে'র গোলরক্ষক কোচ অ্যাঞ্জেল পিনদাদোকেও। তবে কেরালা ব্লাস্তার্স কোচকে ঝামেলার সময় লাথি মারার জন্য এটিকে গোলরক্ষক কোচকে ২ লক্ষ টাকা আর্থিক জরিমানা করেছে শৃঙ্খলারক্ষা কমিটি। গত ১২ জানুয়ারি সল্টলেকের যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে এটিকে'কে ১-০ গোলে পরাজিত করে কেরালা ব্লাস্টার্স। উল্লেখ্য, চলতি আইএসএলে ঘরের মাঠে সেটাই ছিল কলকাতার ফ্র্যাঞ্চাইজি দলটির প্রথম হার। উত্তেজক সেই ম্যাচের শেষ লগ্নে বচসায় জড়িয়ে পড়েন দুই দলের কোচ। হাবাস এবঙ্গ শাতোরি দু'জনেই দুজনের উদ্দেশ্যে অসংযত আচরণ করে বসেন। লাল কার্ড দেখিয়ে ডাগ-আউট থেকে হাবাসকে বার করে দেওয়া হলেও শুধুমাত্র সতর্ক করে ছেড়ে দেওয়া হয় শাতোরিকে। ম্যাচ রেফারি ও কমিশনারের অভিযোগের ভিত্তিতে পরবর্তীতে দুই কোচকে শো-কজও করে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন।

বাংলাদেশের সিলেটে ৪.১ তীব্রতার মৃদু ভূকম্পন, কাঁপল ঢাকা

ঢাকা, ২৭ জানুয়ারি (হি.স.): হালকা তীব্রতার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় সিলেটউ সিলেট ছাড়াও মৃদু ভূকম্পন অনুভূত হয়েছে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা-সহ সংলগ্ন কয়েকটি জেলাউ রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৪.১উ ভূমিকম্পের তীব্রতা অপেক্ষাকৃত কম থাকায় ক্ষয়ক্ষতি অথবা হতাহতের কোনও খবর পাওয়া যায়নি।সিলেটের আবহাওয়া দফতর-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সোমবার দুপুর ১.১০ মিনিট নাগাদ ৪.১ তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত হয় সিলেটেউ ভূমিকম্পের উতস্থল ছিল সিলেটের গোয়াইনঘাটেউ ঢাকা-সহ সংলগ্ন বেশ কয়েকটি জেলাতেও ভূকম্পন অনুভূত হয়েছেউ এদিনের ভূমিকম্পে কোথাও ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর পাওয়া যায়নি

মুকেশের আর্জিকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত : এস এ বোবদে

নয়াদিল্লি, ২৭ জানুয়ারি (হি.স.): আগামী শনিবার, ১ ফেব্রুয়ারি সকাল ছ'টায় দিল্লি গণধর্ষণ মামলায় ৪ জন দণ্ডিতকে ফাঁসি দেওয়ার কথাউ তার আগেই রাষ্ট্রপতির প্রাণভিক্ষার আবেদন খারিজকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে দণ্ডিত মুকেশ সিংউ মাঝে অল্প কয়েকদিন বাকি, তাই মামলার গুরুত্ব জানিয়ে, দ্রুত শুনানির জন্য সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতির কাছে সোমবার আবেদন জানান মুকেশের কেঁসুলি।সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি এস এ বোবদে, বিচারপতি বি আর গাভাই এবং বিচারপতি সূর্য্য কান্ত-র বেঞ্চে মামলার দ্রুত শুনানির জন্য সওয়াল করেন মুকেশের আইনজীবী।

এবার শাহিনবাগ নিয়ে পারদ চড়ালেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রবিশঙ্কর প্রসাদ

নয়াদিল্লি, ২৭ জানুয়ারি (হি.স.) : এবার শাহিনবাগ প্রসঙ্গে পারদ চড়ালেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রবিশঙ্কর প্রসাদ। সোমবার তিনি বলেন এখানে ভারতীয় পতাকা ব্যবহার করে সেই সমস্ত নাগরিকদের আড়াল করার চেষ্টা করা হচ্ছে, যাঁরা ভারতকে ভাগ করতে চান।

শাহিনবাগ প্রসঙ্গে ক্ষোভ উগড়ে রবিশঙ্কর প্রসাদ বলেন, 'শান্তিপূর্ণ সংখ্যাগরিষ্ঠদের কণ্ঠ রোধ করতে শাহিনবাগ একটি টেক্সট বুক কেস হিসাবে উঠে আসছে। শাহিনবাগ আর কোনও আলাদা জায়গা নয়। এটা একটা ধারণা। যেখানে ভারতীয় পতাকা ব্যবহার করে সেই সমস্ত নাগরিকদের আড়াল করার চেষ্টা করা হচ্ছে, যাঁরা ভারতকে ভাগ করতে চান। এঁদের সমর্থন করছে টুকড়ে টুকড়ে গ্যাং। এটাই শাহিনবাগের আসল মুখ। এই মুখোশ গোটা দেশের সামনে খুলে দেওয়া খুব জরুরি।' রবিশঙ্কর প্রসাদ এদিন প্রশ্ন তোলেন যে, 'কেন শাহিনবাগ নিয়ে রাহুল গান্ধী ও অরবিন্দ কেজরিওয়াল চুপ করে রয়েছেন উ'

এর আগে শাহিনবাগের বিরোধিতা দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেছিলেন, দিল্লি নির্বাচনে যদি বিজেপি জিতে যায়, তাহলে দূষণ মুক্ত দিল্লি উপহার দেওয়া যেমন বিজেপির প্রতিশ্রুতি, তেমনই যে দিল্লি বিজেপি এনে দিতে চাইছে তাতে জায়গা থাকবে না শাহিনবাগের। শাহিনবাগের প্রতিবাদ মঞ্চ নিয়ে সরব হয়েছিলেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথও। তিনি বলেছিলেন, শাহিনবাগে মহিলা ও শিশুদের সামনে রেখে পুরুষরা কম্বলের নিচে থাকেন।

উল্লেখ্য, দাঙ্গায় উস্কানি দেওয়ার অভিযোগে শাহিনবাগ আন্দোলনের অন্যতম উদ্যোক্তা সারজিল ইমামের বিরুদ্ধে এবার এফআইআর দায়ের করে দিল্লি পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চ। সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া একটি ভিডিয়োর ভিত্তিতে সারজিল ইমামের বিরুদ্ধে বিচ্ছিন্নতাবাদী ও সাম্প্রদায়িক মন্তব্য করার অভিযোগ এনে মামলা করে অসম সরকার। ভাইরাল হওয়া এক ভিডিওতে সারজিলকে বলতে দেখা যায়, "অসমকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করা উচিত। অসমে মুসলিম ও বাঙালিদের মারা হচ্ছে। কয়েক মাসের মধ্যে সব বাংলাভাষীকে মারা হবে। যথেচ্ছভাবে তাঁদের ডিটেনশন শিবিরে পাঠানো হচ্ছে। তাই রেললাইন বিচ্ছিন্ন করে ভারত থেকে অসমকে আলাদা করতে হবে। পুরো না হলেও কয়েক দিনের জন্যে।" এই মন্তব্যকে প্ররোচনামূলক মনে করেই মামলা রুজু করে অসম সরকার।

ভগবানগোলায় দুষ্কৃতীদের কোপে মৃত স্কুলছাত্র

ভগবানগোলা, ২৭ জানুয়ারি (হি. স.) : মুর্শিদাবাদের ভগবানগোলায় পাশের গ্রামে পিরের মেলা দেখতে গিয়ে দুষ্কৃতীদের কোপে মৃত্যু হল এক স্কুলছাত্রের, গুরুতর আহত হয়েছে তার এক বন্ধুও। রবিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে।

লালগোলার বাসিন্দা ইমরান শেখ ও নাইস শেখ। তারা দু'জনেই ভগবানগোলার বালিটুঙ্গি হাইস্কুলের দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র। ওই দুই বন্ধু রবিবার ভগবানগোলায় গিয়েছিল দাদাসাহেবের পিরের মেলা দেখতে। রাত ন'টা নাগাদ তারা ছিল মেলার মাঠের লাগোয়া একটি মাঠে। আচমকাই কয়েক জন দুষ্কৃতী সেই মাঠে হাজির হয়ে এলোপাথাড়ি ধারালো অস্ত্র চালাতে শুরু করে। তাতে মারাত্মক ভাবে আহত হয় ইমরান ও নাইস। তাদের সারা শরীর রক্তে ভিজে যায়।

এই ভয়াবহ দৃশ্য দেখে ভয়ে ও আতঙ্কে চিৎকার করতে শুরু করে দেন মেলায় আসা লোকজন। খবর যায় পুলিশে। পুলিশ এসে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে ইমরান শেখ ও নাইস শেখকে। তাদের মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই ইমরান শেখকে মৃত বলে ঘোষণা করেন ডাক্তাররা।

ইমরানের পেট, ঘাড় ও শরীরের বিভিন্ন জায়গায় ধারালো অস্ত্রের কোপের দাগ রয়েছে। তার বাড়িতে খবর পাঠানো হয়। হাসপাতালে চলে আসেন ইমরানের বাড়ির লোকজন। তাঁরা এই ঘটনার কথা শুনে স্তম্ভিত হয়ে যান। আশঙ্কাজনক অবস্থায় ইমরানের বন্ধু নাইস শেখকে প্রথমে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল ভর্তি করা হয়। তার আঘাতও অত্যন্ত গুরুতর হওয়ায় পরে তাকে কলকাতায় স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আরও কথা বলতে চাই, ট্যুইট রাজ্যপালের

কলকাতা, ২৭ জানুয়ারি (হি. স.) : সাধারণতন্ত্র দিবসে একবার নয়, দু'বার মুখোমুখি হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর। এক দিন না কাটতেই এ নিয়ে রাজ্যপাল পৃথক দুটি ট্যুইট করলেন। সোমবার দুপুরে লিখলেন, আরও কথা বলতে চাই।

প্রায় পাঁচ মাস আগে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল হয়ে আসার পর থেকে নানা কারণে তাঁর ঠান্ডা লড়াই চলছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। বস্তুত রাজ্য-রাজ্যপাল বিরোধ হয়ে উঠেছে জাতীয় সংবাদ। সাধারণতন্ত্র দিবসে মুখ্যমন্ত্রী সন্ধ্যায় রাজভবন যাবেন কিনা, তা নিয়ে বিভিন্ন মহলের কৌতূহল ছিল। কিন্তু রবিবার সকালে রেড রোডে রাজ্যপাল-মুখ্যমন্ত্রীর সাক্ষাতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় মুখ্যমন্ত্রী রাজভবনে যাচ্ছেন। সন্ধ্যায়ও রাজভবনে রাজ্যপালের চা-চক্রে গেলেন মুখ্যমন্ত্রী। ফের হল সৌজন্য সাক্ষাৎ। সোমবার দুপুরে ট্যুইটে কাল রাতে মুখ্যমন্ত্রীর রাজভবন ত্যাগের কয়েকটি ছবি পেশ করেন। এর পর লেখেন, আমাদের শীঘ্রই হয়ত আবার দেখা হবে। বৃহত্তর স্বার্থে আমাদের শীঘ্র সাক্ষাতের প্রয়োজন আছে। আশা করি এটা বাস্তবায়িত হবে।

এর আগে একবার রেড রোড প্যারেডের পর তাঁর এবং তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর কথাবার্তার কিছু ছবি রাজ্যপাল তিন বার ট্যুইট করেন। এর পর গতকাল প্রায় সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায় এবং একবার প্রায় রাত ১টা কুড়িতে রাজ্যপাল এ বিষয়ে সচিত্র ট্যুইট করেন। তাতেও রাজভবনে মুখ্যমন্ত্রীর আসায় গভীর সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। লিখেছেন, আলোচনা, একমাত্র আলোচনার মাধ্যমেই মতবিরোধ দূর করা সম্ভব।

২৬ জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবসে কংগ্রেস ভবনে ইন্দিরা স্মরণ সভা আয়োজিত হয়। । ছবি- নিজস্ব।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

ফুটিয়ে না কাঁচা কি খাবেন দুধ?

কাঁচা খাওয়া ভাল নাকি ফুটিয়ে খাওয়া? এ নিয়ে বহু বিতর্কিত মন্তব্য রয়ে গিয়েছে। সরাসরি গোয়ালঘর বা খামার থেকে আসা কাঁচা দুধ না ফুটিয়ে খেতে কঠোরভাবেই নিষেধ করছেন বিশেষজ্ঞরা। এতে সংক্রমণের সম্ভাবনা অনেক বেশি। ফলে কাঁচা দুধ অবশ্যই ফুটিয়ে খেতে হবে।বিশেষজ্ঞদের মতে, কাঁচা দুধে অনেকরকম রোগজীবাণু বাসা বাঁধে। সরাসরি খামার থেকে আনা দুধ খেলে সেই জীবাণু শরীরের নানা ক্ষতি করতে পারে। দুধ ফোটালে উচ্চ তাপমাত্রায় সেই সব জীবাণু মরে যায়। এখন আমরা যে প্যাকেটের দুধ কিনি, তা পাস্তুরাইজড। পানীয় জীবাণুমুক্ত এবং সংরক্ষণের পদ্ধতির নাম পাস্তুরাইজেশন। বিশেষ পদ্ধতিতে উচ্চ তাপমাত্রায় পাস্তুরাইজেশন করা হয়। প্যাকেটের দুধও ফুটিয়ে খাওয়াই ভাল, এমনটাও মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। কারণ পাস্তুরাইজেশন পদ্ধতিতে দুধ একশ" শতাংশ ব্যাকটেরিয়া মুক্ত করা সম্ভব হয় না।নিউইয়র্কের কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ফুড সায়েন্স বিভাগের অধ্যাপকদের কথায়, না ফোটানো দুধে ই-কোলাই, সালমোনেল্লার মতো ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া বাসা বাঁধে। এই ব্যাকটেরিয়া শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অনেক কমিয়ে দেয়।

বিশেষত গর্ভবতী মহিলা, শিশু এবং বয়স্কদের ক্ষেত্রে সব সময় দুধ ফুটিয়ে খেতে বলেন চিকিতকেরা।ভারতের ন্যাশনাল সেন্টার ফর বায়োটেকনোলজির বিশেষজ্ঞেরা "পাবমেড"-এ একটি সমীক্ষার প্রতিবেদন প্রকাশ করেছেন। সেখানে দেখা গিয়েছে কাঁচা দুধ তো বটেই, এমনকি পাস্তুরাইজড দুধেও নানা রকম মাইক্রোব্যাকটেরিয়া জন্মায়। তাদের মধ্যে রয়েছে, সিউডোমোনাস (৬৪-৫৩.৮ শতাংশ), মাইক্রোকক্কাস (৮.২ শতাংশ), এনটারোব্যাকটর (৯.৮ থেকে ২.৬ শতাংশ), ব্যাসিলাস (৬.৬ থেকে ২.৬ শতাংশ), ফ্ল্যাভোব্যাকটর (১.৬ থেকে ১.৩ শতাংশ)।ওইও বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকেরা জানাচ্ছেন, পাস্তুরাইজেশন পদ্ধতিতে দুধ জীবানুমুক্ত করতে গিয়ে উচ্চ তাপমাত্রায় ফোটানো হয়, ফলে দুধের পুষ্টিগুণ নষ্ট হয়। তাই বর্তমানে, এই পদ্ধতিতে দুধ একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় ফোটানো হয় এবং ধীরে ধীরে সেটাকে ঠাণ্ডা হতে দেওয়া হয়। তাই গবেষকদের মত, প্যাকেট দুধ দোকান থেকে কিনে এনে কিছু সময় হলেও সেটাকে ফোটান। যদি কোনও জীবাণু থেকেও থাকে, ফোটালে সেই সম্ভাবনা দূর হবে।

নতুন ব্যোমকেশ নতুন রহস্য

সৌগত চক্রবর্তী: আসছে নতুন ব্যোমকেশ কাহিনি 'মগ্নমৈনাক'। এক অর্থে এই ব্যোমকেশ অঞ্জন দত্তরও। পরিচালক অবশ্য সায়ন্তন ঘোষাল। গল্প শুরুই হচ্ছে 'স্বাধীনতা লাভের পর পনেরো বছর অতীত হইয়াছে' এই বাক্যবন্ধ দিয়ে। আসলে এই গল্পের কেন্দ্রবিন্দু ধনী ব্যবসায়ী ও রাজনীতিক সন্তোষ সমাদ্দার। দক্ষিণ কলকাতায় তাঁর বাগানঘেরা দোতলা বাড়ি। দেশের সমসাময়িক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত দাপুটে ও ভারিক্কী এই নেতা সন্তোষ সমাদ্দার। এই চরিত্রে অভিনয় করছেন সুমন্ত মুখোপাধ্যায়।সন্তোষ সমাদ্দারের বাড়িতে আছেন দুই ছেলে যুগলচাঁদ ও উদয়চাঁদ। উদয়চাঁদের ভূমিকায় অভিনয় করছেন সুপ্রভাত দাস। এছাড়াও আছেন সন্তোষবাবুর স্ত্রী চামেলি। একসময়ের সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী। কিন্তু এখন খিটখিটে, শুচিবায়ুগ্রস্ত ও সন্দেহভাজন মানুষ। তাঁর দাপটে বাড়িতে মাছ-মাংস ঢোকে না।এছাড়াও বাড়িতে আছেন তিন আশ্রিত মানুষ। চামেলির দূর সম্পর্কের বোনপো ও বোনঝি নেংটি ও চিংড়ী। আর সন্তোষবাবুর সহকারী রবিবর্মা। এই চরিত্রে অভিনয় করছেন অঞ্জন দত্ত।আর একজন আছেন। গল্পে তিনি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছেন। তিনি জনপ্রিয় গায়িকা 'সুকুমারী'। প্রতি সপ্তাহে শনিবার সন্ধ্যের পর তাঁর বাসায় যান সন্তোষ সমাদ্দার। আর সোমবার সেই বাসা থেকেই এসে অফিস করেন। এই সুকুমারীর চরিত্রে অভিনয় করছেন গার্গী রায়চৌধুরি। বললেন, 'গল্পে আমার চরিত্রটা ছোট কিন্তু স্ক্রিপ্টটা পড়ে চমকে গিয়েছি। চমৎকার স্ক্রিপ্ট লিখেছেন অঞ্জন দত্ত। এই স্ক্রিপ্ট অনুযায়ী সুকুমারী চরিত্রটা সিনেমায় বেশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। আমার কাছে অঞ্জন দত্ত একজন দক্ষ পরিচালকের পাশাপাশি একজন দক্ষ চিত্রনাট্যকারও। আর চমকে গেছি সায়ন্তনকে দেখে।ত্যি বলছি। আশা করা যায় সায়ন্তনের পরিচালনায় ইন্টারেস্টিং ব্যোমকেশ উপহার পাবেন দর্শকরা।'গল্পে ব্যোমকেশের ভূমিকায় নতুন সংযুক্তি পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়। জানালেন, 'এর আগেও ব্যোমকেশের চরিত্রে অভিনয় ও পরিচালনার প্রস্তাব এসেছে। কিন্তু তখন মনে হয়েছিল এতগুলো ব্যোমকেশের পর আবার একটা ব্যোমকেশ কেন? আসলে ব্যোমকেশ এখন জাতীয় নায়কের মর্যাদা পাচ্ছে। সুভাষচন্দ্র বসু, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অমর্ত্য সেন আর তারপরেই ব্যোমকেশ বক্সি! তাই ব্যোমকেশের চাহিদাও বাড়ছে। তার প্রমাণ, এখনও পর্যন্ত যে ব্যোমকেশ ছবি, ওয়েব সিরিজ বা টেলি সিরিজ হয়েছে, সবগুলোই বেশ সফল। তাই ব্যোমকেশ চরিত্রে ঢুকে পড়া।'আর অজিতের ভূমিকায় এই ছবিতে আছেন রুদ্রনীল ঘোষ। জানালেন, 'এর আগে অঞ্জন দত্তর 'আদিম রিপু'তে একটা চরিত্রে অভিনয় করেছিলাম আমি। অঞ্জনদার বাকি ব্যোমকেশ ছবি গুলোও দেখেছি আমি। সব ছবিতেই ব্যোমকেশ আর অজিতকে অদ্ভুত সুন্দরভাবে মিলিয়েছেন তিনি। সত্যি বলতে কি, বাকি ব্যোমকেশ কাহিনিগুলোতে অজিতকে সেইভাবে পাচ্ছিলাম না। এবার আমি অজিতের ভূমিকায়। আশা করছি অজিত আর ব্যোমকেশের রসায়ন আবার দর্শককে একটা নতুন স্বাদ এনে দেবে।'গল্পে হঠাৎ মোড় আসবে সন্তোষ সমাদ্দারের বাড়িতে আশ্রয় নেওয়া এক রহস্যময়ী সুন্দরী হেনা মল্লিককে নিয়ে। এই চরিত্রে অভিনয় করছেন আয়ুশী তালুকদার। হঠাৎ-ই বাড়ির ছাদ থেকে পড়ে মারা যায় হেনা। বাড়ির অবস্থা সামাল দিতে নেংটির অনুরোধে অকুস্থলে আগমন ব্যোমকেশ ও অজিতের। তারপর?

প্রসেনজিত-জয়া দু"জনেই বলে চেষ্টা করছি, বলে না সব করে ফেলব: অতনু

আপনার মতো নামী পরিচালক বলছেন সিনেমা ছেড়ে দেব?প্রথম কথা, আমি নামী নই। আমার এক বন্ধু বিদেশ থেকে এসে বলেছিল, তুই এ রকম রাস্তায় ঘুরে বেড়াস! তোকে কেউ চিনতে পারে না?আমি বলেছিলাম, "না" সত্যিই আমায় কেউ চেনে না! ভাগ্যিস! একটা কথা বলা হয় আমার সম্পর্কে, আমি "আন্ডাররেটেড" আমি সেটাই থাকতে চাই। আমার রেটিং হয়ে গেলে আমি ভাবতে শুরু করব, আমি তো দারুণ! যা করব তাই দুর্ধর্ষ হবে। কাজের তাগিদ কমে যাবে। সিনেমা আর হবে না তখন! এটাই আমার স্থির বিশ্বাস। বরং প্রতিটি ছবি তৈরির ক্ষেত্রে আমার মনে হয়, হবে তো?করতে পারব তো?এটাই যেন থাকে। আর সারা জীবন আমি সিনেমা করব না। আমি হয়তো লেখায় মন দেব। আমি সাংবাদিকতা পড়াই,সেটা নিয়েও থাকতে পারি। অভিনয় নিয়ে কিছু করব।গ্রাফিক্সে আমার প্রবল আগ্রহ, সে বিষয়েও কাজ করতে পারি। অনেক কিছু করার আছে আমার।আপনি তো দারুণ কাজ করেছেন! প্রসেনজিত চট্টোপাধ্যায়-জয়া আহসান আপনার "রবিবার" ছবির নতুন জুটি নিয়ে উন্মুখ বাংলা ছবির দর্শক!এই প্রথম ওরা একসঙ্গে। জুটিটার মধ্যে একটা ম্যাজিক আছে। আসলে প্রসেনজিত-জয়া দু"জনেই নিজেদের পালটে ফেলার একটা মস্ত বড় ক্ষমতা রাখে! আগে যা করিনি এ বার সেটা করব এই মনটা খুব শক্তিশালী ওদের। দু"জনেই "রবিবার"-এর ওই দুটো চরিত্রে নিজেদের পুরে ফেলেছেন। এখন সিনেমার অভিনয়ে অভিনেতার অভিজ্ঞতার চেয়ে মনটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে। এটা কিন্তু খেয়াল করতে হবে। সারা বিশ্বেই তাই। আমি কত দিন ধরে অভিনয় করছি সেই অভিজ্ঞতার চেয়ে আমি ওই চরিত্রে নিজেকে কতটা বসাচ্ছি সেটাই আসল। সেখান থেকে বেরিয়ে চরিত্র হয়ে ওঠার যে কঠিন কাজ সেটা প্রসেনজিত-জয়া "রবিবার"-এ করে দেখিয়েছে। কাজ করতে করতে অভিনেতাদের হাসি,মজার দৃশ্য, সব এক রকম হয়ে যায়। এই গতানুগতিক অভিনয়ে নিঃসন্দেহে পারফেকশন আছে! কিন্তু সেটা একরকম! এটা তাঁদের অভ্যেস হয়ে গিয়েছে। তাঁরা অসম্ভব আত্মবিশ্বাসী! ভাবছেন, আমি এটা দারুণ পারি। কিন্তু প্রসেনজিত-জয়া তা ভাবেন না। ওঁরা ভাবেন আমরা তো পারি না!এটা প্রসেনজিত চট্টোপাধ্যায়ও ভাবেন?একদম। এটা ওর মস্ত বড় গুণ! ও জানে একটা চরিত্র করার জন্য বড়সড় প্রস্তুতি নিতে হবে। ভাল পরিশ্রম করতে হবে। এক দিন দেখি সেটেই টেনশনে বাইরে গিয়ে সিগারেট খাচ্ছে। আমার সহকারী বলছে, উনি বলছেন,আসছেন, আসছেন! প্রত্যেকটা শটের পর আমার মুখের দিকে তাকায়! ক্যামেরায় দেখে হয়তো বলল, "চল এটা আর এক বার করি। চেষ্টা করি..."", কোনও দিন বলে না, আমি করে ফেলব! সব সময় বলবে, চেষ্টা করি! জয়াও তাই।ওই চেষ্টা করি... এই জন্যই মনে হয় এত স্পার্ক দিতে পারবে এই দুই চরিত্র!আর কী আছে "রবিবার"-এ?একটা দিনের গল্প। দুই মানুষের পনেরো বছর পরে দেখা। পনেরো বছর আগে তাদের সম্পর্ক ছিল। কিন্তু এই পরিণত দুই মানুষের যখন এক দিনের জন্য দেখা হয় তখন স্বভাবতই ওইটুকু সময় তাদের প্রেম তৈরি হয়ে যাবে এমনটা আশা করা ঠিক নয়। তা হলে কী হতে পারে?সেটাই বলবে "রবিবার"।মিউজিক একটা বড় জায়গা নিয়ে আছে এই ছবিতে। সেতারও আছে, আবার জ্যাজ। আমার তো মনে হয় দেবজ্যোতি মিশ্র-র ব্যাকগ্রাউন্ড স্কোর ওর জীবনের অন্যতম সেরা কাজ! আর আছে মাঝবয়সীর প্রেম! যা বাংলা ছবিতে দেখান হয় না।ই যে মাঝবয়স, পরিণত মুখের কথা বলছেন। বাংলা ছবিতে কি পরিণত বয়সের আধিক্য?হ্যাঁ। কারণ সব থেকে পরিণত অভিনেতা-অভিনেত্রীরা এখন মাঝবয়সী। যত ক্ষণ না কোনও পরিচালকের তাগিদ আসবে অল্পবয়সী অভিনেতা-অভিনেত্রীদের নিয়ে কাজ করার তত ক্ষণ এই ধারা ফিরবে ইন্ডাস্ট্রিতে।ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করার জায়গায় আজকের অতনু ঘোষ স্বচ্ছন্দ?না, কোনও স্বাচ্ছন্দ্য নেই। আমি বস্তাপচা বাজারি গল্প নিয়ে কাজ করি না। আর আমাদের তো বদ্ধমূল ধারণা এখনও থেকে গিয়েছে। বক্স অফিস হিট মানে ভাল ছবি। যে ছবি মানুষ দেখল না সেটা বাজে। এই অপরিণত ধ্যানধারণা! আমি কিন্তু মূল ধারার ছবিই করি। আমি অ্যাবস্ট্র্যাক্ট কিছু নিয়ে তো কাজ করছি না। এমন বিষয় বাছছি যা চিরাচরিত হয়েও প্রচলিত নয়। এই নিয়ে চেষ্টা করেছি। সিনেমার ফর্ম নিয়ে তো বিরাট কিছু করিনি। তাই বিকল্প ধারার পরিচালক নই আমি।আপনি এমন পরিচালক যিনি ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে খুব যুক্ত নন...নাহনই। পার্টিতে যাই না তো আমি। তবে ইন্ডিপেন্ডেন্টলি কেউ ছবি করলে, ভাল লাগলে লিখি সেটা নিয়ে। কেউ ভাবে হয়তো আমি দল পাকাচ্ছি। সেটা নয়। এই বোধ থেকেই তো এগারো বছরে আটটা ছবি হয়েছে। যথেষ্ট মনে হয় আমার। বললাম যে, চিরকাল সিনেমা করব না। আর আমি সেলিব্রিটিও নই। এখন যাঁদের মানুষ চেনেন, মানে মুখ চেনেন তাঁরাই সেলিব্রিটি! তাঁর কাজ ততটাও গুরুত্বপূর্ণ নয়!

অনলাইন বুকিংয়ে বাড়ছে আত্মহননের ঝুঁকি

বর্তমান বিশ্বে কম্পিউটার প্রযুক্তির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বাড়ছে অনলাইন ক্রাইমের মাত্রা । তরুণ প্রজন্মের দিনের একটি বিরাট অংশ কেটে নিচ্ছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমগুলো। সম্পর্ক গড়ার পাশাপাশি নানাবিধ ভাঙনও তৈরিহচ্ছে। বাড়ছে মানসিক স্ট্রেস। এই স্ট্রেটের অন্যতম কারণ অনলানি বুকিং।

অনলাইন বুকিং কী?

ইন্সট্যান্ট মেসেজিৎ,ই মেইল, চ্যাট রুম, ফেসবুক ও ট্যুইটারের মতো সোশ্যাল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে কাউকে হুমকি, উৎপীড়ন, ভয় দেখানো বা হয়রানি করাকে সাইবার বুলিং বলে।

সাইবার বুলিং, বিভিন্ন রকম হতে পারে। হুমকি দেওয়া, উত্তেজনাকর অপমান, সাম্প্রদায়িক বা নৃত্বাত্বিক তিরস্কার, ভুক্তভোগীর কম্পিউটারে ভাইরাস সংক্রমণের চেষ্টা ইত্যাদি।

সাইবার বুলিং অপরাধীদের অধিকাংশই টিএনজার বা তরুণ প্রজন্ম। এক্ষেত্রে উৎপীড়ক একটি ফসল ইউজার নেম ব্যবহার করে আসল পরিচয় গোপন রাখো। যার ফলে ভুক্তভোগী আসল অপরাধীকে সহজে চিহ্নিত করতে পারে না। অনলাইনে প্রায় ৪৩ শতাংশ ছেলে মেয়েই এ উৎপীড়নের স্বীকার হয়। এটি প্রতি চরজনের মধ্যে একজনের বেলায় একবারের বেশি সময় বটে।

যুক্তরাষ্ট্রের একটি গবেষণায় দেখা গেছে, দেশটির ৮০ শতাংশ বার তার বেশি টিনএনজাররা নিয়মিত মোবাইল ফোন ব্যবহার করে। আর মোবাইলফোন সাইবার বুলিংয়ে সবচেয়ে কমন মাধ্যম। অন্যদিকে, ৬৮ শতাংশ টিনএজার সম্মত হয়েছে যে সাইবার বুলিং একটি বড় সমস্যা। ৮১ শতাংশ ইন্টারনেট ব্যবহারকারী অল্পবয়সী একমত হয়েছে, সরাসরি কাউকে উৎপীড়নের চাইতে অনলাইনে উত্যক্ত করা, ঠাট্টা, বা হাসি তামাসা করা সহজ। যার ফলে সমস্যাটি বাড়ছে।

অনুসন্ধানে জানা যায়, অনলাইন বুলিংয়ের ১০ জন ভুক্তভোগীর মধ্যে মোটে একজন নিজেদের ভোগান্তির ব্যাপারে বাবা মা বা বিশ্বস্ত বয়োজ্যেষ্ঠদের অবগত করে। গবেষণায় বেরিয়ে এসেছে, সাইবার বুলিংয়ের শিকার ও অপরাধী উভয় দিক দিয়ে এগিয়ে রয়েছে মেয়েরা। শিশুদের ক্ষেত্রে প্রায় ৫৮ শতাংশ অনলাইনে কষ্টদায়ক উক্তির স্বীকার হয়েছে। এদের দশজনের মধ্যে আবার চারজন দুই বা ততোধিক খারাপ সময়ের মধ্যে দিয়ে গেছে।

দুর্ব্যবহার, উৎপীড়ন, ঠাট্টা, গসিপ দুই থেকে নয়বার বা তার বেশি হলে তা ব্যক্তির আত্মহননের ইচ্ছেকে বাড়িয়ে দিতে পারে বলে আশঙ্কা বিশেষজ্ঞদের।

এছাড়া, সাইবার বুলিংয়ের স্বীকার করে ভুক্তভোগী সাইকোলজিক্যাল, ফিজিক্যাল ও ইমোশনাল স্ট্রেস পিরিয়ড পার করতে পারে। বাড়তে পারে ইনফিরিওরিটি কমপ্লেক্স।

যদিও উৎপীড়নের পরিপ্রেক্ষিতে একেকজনের প্রতিক্রিয়া একেকরকম। কিন্তু গবেষণায় কিছু সাধারণ ফলাফলেরক কথা বলা হয়েছে। মোটা দাগে বলা হয়েছে, সাইবার বুলিং হতে পারে গভীর বিষন্নতা ও দুঃশ্চিন্তার অন্যতম কারণ।

তাপসীকে ট্রোল করতে চেয়ে নিজেই ট্রোলিংয়ের শিকার ইন্টারনেটে

নিজের দিকে ধেয়ে আসা পর পর দুটো ট্রোল সুন্দর ভাবে সামলালেন বলিউড অভিনেত্রী তাপসী পান্নু।পাল্টা উত্তরে কুপোকাত করে দিলেন দু"জনকে।ট্রোলিংয়ের জবাব দেওয়া তাপসী পান্নুর এক ভিডিয়ো রবিবার থেকে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল।রবিবার গোয়ায় একটি অনুষ্ঠানে অতিথি বক্তা ছিলেন তাপসী পান্নু।তিনি আগাগোড়া সেখানে ইংরেজিতেই কথা বলছিলেন।মাঝপথে তাঁর বক্তৃতা থামিয়ে দর্শকদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি তাঁকে বলেন,""আপনি হিন্দি অভিনেত্রী,হিন্দিতে কথা বলুন।""সঙ্গে সঙ্গেই তাপসী পান্নু তার কড়া জবাব দেন।তিনি বলেন,""স্যর,আমি তো পুরোটাই হিন্দিতে বলতে পারব, কিন্তু এখানে উপস্থিত সবাই হিন্দি বুঝতে পারবেন তো?""এর পর তাঁর সংযোজন:সঙ্গে সঙ্গেই তাপসী পান্নু তার কড়া জবাব দেন।তিনি বলেন,""স্যর,আমি তো পুরোটাই হিন্দিতে বলতে পারব,কিন্তু এখানে উপস্থিত সবাই হিন্দি বুঝতে পারবেন তো?""এর পর তাঁর সংযোজন:""আমি দক্ষিণ ভারতের অভিনেত্রীও.তামিল আর তেলগুতেই কথা বলি?"এই জবাবের পর ওই ব্যক্তি আর কোনও কথা বাড়াননি।পরবর্তী বক্তৃতা তাপসী পান্নু ইংরাজিতেই দিয়েছিলেন,তিনি আর কোনও বাধা পাননি।অনুষ্ঠানের এই ভিডিয়ো রবিবার থেকেই ভাইরাল নেট দুনিয়ায়।ট্রুইটারে তাপসী পান্নুর ভক্তেরা এই কড়া জবাবের জন্য তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ।কিন্তু এর মাঝেই এক ট্রুইটার ব্যবহারকারী ফের তাপসীকে ট্রোল করার চেষ্টা করেন।তিনি কমেন্টে লেখেন, "তাপসী হিন্দিতে কথা বলছিলেন না, কারণ হিন্দি এলিট ভাষা নয়।"তাঁকেও উপযুক্ত জবাব দিয়েছেন তাপসী পান্নু।তাপসী প্রত্যুত্তরে লেখেন,"এলিটা ভাষা নয়,চিন্তাভাবনা হয়ে থাকে।"অর্থাতকে কতটা অভিজাত তা ভাষা দিয়ে বিচার করা যায় না,তাঁর চিন্তাভাবনা দিয়ে বিচার করা হয়।তাপসীর এই জবাবের পর ট্রুইটারী দিয়ে আরও প্রশংসা উড়ে আসতে শুরু করেছে তাঁর উদ্দেশে।

ঢেঁড়শ গাছের বিভিন্ন ধরনের রোগবালাই ও তার প্রতিকার সম্পর্কে

ঢেঁড়শ আমাদের দেশে একটি সবজি জাতীয় ফসল ঢেঁড়শ চাষ করে বর্তমানে আমাদের দেশের কৃষকরা অনেক লাভবান হচ্ছেন তবে ঢেঁড়শ চাষ করার ক্ষেত্রে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় ঢেঁড়শের ক্ষেতে বিভিন্ন ধরনের রোগ বালাইয়ের আক্রমণ হয়। ঢেঁড়শের কিছুরোগবালাই ও তার প্রতিকার ঃ

ঢেঁড়শ গাছের বিভিন্ন রোগের লক্ষণ ও বর্ণনা

১. উইল্ট রোগ: ক) ফিউসেরিয়াম ও ওক্সিস্পোরাম এফ ভেসিনফেকটাম নামক ছত্রাকের আক্রমণে এই রোগ হয়ে থাকে এই রোগ ঢেঁড়শ গাছের অনেক ক্ষতি করে থাকে। খ) এই রোগে আক্রান্ত গাছ হলদে ও বামনাকৃতির হয়ে যায়। এরপরে পাতাগুটিয়ে গাছ ঢলে পড়ে যায় এবং এরপরে গাছ মরে যায় গ) আক্রান্ত গাছের কাণ্ড অথবা শিকড় লম্বালম্বিভাবে চিরলে এক মধ্যকার রস সঞ্চালন নালীকে কালো মনে হয়। এইরোগের আক্রমণ বেশি হলে গাছের সম্পূর্ণ কাণ্ডই কালো হয়ে যায়।

২. গোড়া এবং কাণ্ড পচা রোগ : ক) ম্যাক্রোফোমিনা ফেসেওলিনা নামক ছত্রাকের আক্রমণের ফলে এই রোগের সৃষ্টি হয়। রোগাক্রান্ত গাছ উপড়ে ফেলার পর শিকড়গুলি বিভিন্ন অবস্থায় দেখা যায় খ) এই রোগে আক্রমণের ফলে মাটির সংলগ্ন গাছের গোড়া নরম হয়ে পচে যায় ।আক্রান্ত শিকড়ে এবং কাণ্ডে কালো কালো বিন্দুর মতো পিকনিডিয়া হয় গ) রোগ বিকাশের অনুকূল অবস্থায় ২-৩ দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ গাছ শুকিয়ে যায়।

৩. শিরা স্বচ্ছতা রোগ ঃ ক) একপ্রকার ভাইরাসের আক্রমণের ফলে এই রোগ হয়ে তাকে। এই রোগে আক্রান্ত গাছের পাতার শিরাগুলি স্বচ্ছ হয়ে যায় খ) যদি রোগের প্রকোপ বেশি হয়তাহলে গাছের কচি পাতাগুলি হলুদ বর্ণ ধারণ করে এবং পাতাছোট হয় এবং গাছ খর্বাকৃতি হয়ে যায় গ) ক্ষেতের যে কোন বয়সের গাছের এই রোগ হতে পারে এই রোগের ফলে গাছ ফুল কম হয় এবং ফল ছোট ও শক্ত হয়ে যায়।

৪. পাতায় দাগ ধরা রোগ : ক) অল্টারনেরিয়া হাইবিসেসিনামনামক ছত্রাক পাতায় বিভিন্ন আয়তনের গোলাকার বাদামী ও চক্রকার দাগ সৃস্টি করে। খ) সারকোসপোরাএবেলমোসছি এই ছত্রাক পাতার নিম্নদিকে কালো গুঁড়ার আস্তরণসৃস্টি করে। এই রোগের আক্রমণ বেশি হলেপাতা মুড়িয়ে মাটিতেঢলে পড়ে। গ) ফিল্লোসটিকটা হিবিসছিনি বড় বড় দাগ উৎপন্ন করে।এর মধ্যে বড় বড় স্পোর হয়।

ঢেঁড়শ গাছের বিভিন্ন রোগের প্রতিকার সম্পর্কে

১) উইল্ট রোগ: ক) এই রোগ দমনে তেমন কোন সুনির্দিস্ট পন্থা নেই। খ) রোগপ্রতিরোধী জাতের গাছ লাগিয়ে এই রোগ নিয়ন্ত্রণের চেষ্টাকরা হয়।

২) গোড়া এবং কাণ্ড পচা রোগ ঃ ক) এই রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য মরশুমের শেষে ক্ষেতেরগাছ শিকড় সমেত উঠিয়ে গর্তে পুঁতে অথবা আগুনেপুড়িয়ে নষ্ট করতে হবে খ) জমিতে বীজ বপন করার পূর্বে বীজ ছত্রাকনাশক দ্বারা শোধন করেনিতে হবে। ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাসের মধ্যে বীজ লাগালে রোগ কম হয়।

৩) শিরা স্বচ্ছতা রোগঃক) এই রোগনিয়ন্ত্রণের জন্য মাঝে মাঝে পোকা মারা কীটনাশক ছিটিয়ে দিতে হবে। তাহলে পোকা দমন হবে। খ) রোগপ্রতিরোধী জাতের গাছলাগিয়ে এই রোগ নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

৪) পাতায় দাগ ধরা রোগ: ক) এই সকল রোগ দমনের বিশেষ কোন ব্যবস্থা করা হয় না। খ) ম্যানের জায়নের ক্যাপটান, ডায়থেন, রোভরাল ইত্যাদি ছত্রাকনাশক ছিটিয়ে এই রোগ দমন করা যায়।

তিনটি জনপ্রিয় মাসাজ ট্রিটমেন্ট

১. ডিপ টিস্যু মাসাজ- পেশিকে আরাম দেওয়া, প্রেশার পয়েন্ট অনুযায়ী চাপ দিয়ে মালিশ করে ব্যথার উপশম করাই ডিপ টিস্যু মাসাজের প্রধান কাজ। সাধারণত পিঠ, ঘাড়, পায়ের পেশির উপর চাপ দিয়ে এক থেকে দেড়ঘন্টা সময় নিয়ে এই মাসাজ করা হয়। লোয়ার ব্যাক পেন,জয়েন্ট পেন, শোওয়ার ভঙ্গিতে সমস্যা, স্পন্ডিলাইটিসের রোগীদের ক্ষেত্রে এই মাসাজ খুবই গুরুত্বপূর্ণ।।২. হট স্টোন মাসাজ- তপ্ত, মসৃণ, গোলাকার পাথর ৫০-৫২ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় গরম করে তারপর ঠাণ্ডা জলে ডুবিয়ে পিঠের পেশিতে রাখা হয়।।এগুলো ব্যাসল্ট বা মার্বেলের পাথর হয়। পিঠের এবং হাতের বিভিন্ন প্রেশার পয়েন্টে রাখা হয় বলে পেশিগুলো রিল্যাক্সড হয় আর মাসলস্টিফনেসের সমস্যা দূরীভূত হয়।।এই ট্রিটমেন্টের সময় মোটামুটি ৭৫ মিনিট।। ৩. বালিনিজ মাসাজ- ফ্যাটিগ দূর করে শরীরকে নতুন এনার্জি দিতে, মাথা ব্যথা, স্ট্রেস, মাইগ্রেনের সমস্যা, অবসাদ কমাতে সারা বিশ্বে জনপ্রিয় এই স্পা থেরাপি।

ফুটবলের জনকের ভূমিকায় দেব, শুরু প্রস্তুতি

সম্প্রতি "টনিক"-এর শুটিং শেষ করেছেন তিনি। কিন্তু ফিরেও এক মূহুর্ত দম ফেলবার ফুরসত নেই তাঁর। একদিকে চলছে সংসদীয় কাজ অন্যদিকে জোরকদমে শুরু করে দিয়েছেন পরের ছবির প্রস্তুতি। কথা হচ্ছে সুপারস্টার-সাংসদ দেবকে নিয়ে। অভিজিত সেনের ছবির শুটিং শেষ বটে, সামনেই রয়েছে "সাঁঝবাতি"র মুক্তি।

এরমধ্যেই শুরু বড় প্রজেক্টের কাজ।রতীয় ফুটবলের জনক নগেন্দ্রপ্রসাদ সর্বাধিকারীর ভূমিকাতেই বড় পর্দায় আসছে দেব। ধ্রুব বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় এই ছবির তৈয়ারি শুরু করে দিয়েছেন তিনি। টুইটারে ফুটবলের ছবি শেয়ার করে দেব লিখলেন, "পরের ছবির জন্য প্রস্তুতি। ট্রেনিং শুরু।""আমাজন অভিযান"-এর পর এই ছবির মাধ্যমেই ভেঙ্কটেশের সঙ্গে জুটি বাঁধছেন দেব। যাত্রা হবে ইতিহাসের পথ ধরে চিত্রনাট্যের গহ্বরে, একথা আগেই প্রকাশ্যে এসেছে। কিন্তু এই ছবি নগেন্দ্রপ্রসাদের বায়োপিক নয়। জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহ থেকে শুরু হতে চলেছে শুটিং। ব্যস্ততা যে তুঙ্গে, তা বলাই বাহুল্য।বের সিনেমার কেরিয়ারে স্পোর্টস ছবি রয়েছে। এর আগে "লেছক্কা" ও "চ্যাম্প" যথাক্রমে ক্রিকেট ও বক্সিংকে বড় পর্দায় নিয়ে এসেছে। এবার ফুটবলের পালা। তবে এখনও চূড়ান্ত হয়নি দেবের ছবির নাম। আবার মনে করা হচ্ছে, দেবের সঙ্গে এসফিএফের বরফ গলল ধ্রুব বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৌজন্যেই। শুটিং হবে কলকাতা ও শহরতলীতে। সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন বিক্রম ঘোষ। যদিও এই পিরিয়ড ছবির নাম এখনও চূড়ান্ত করা হয়নি। তার জন্য অপেক্ষা আর কিছুকালের।

রবিবার প্রজাতন্ত্র দিবসে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। ছবি- নিজস্ব।

করণা ভাইরাসের আতঙ্কে চিনে পড়তে গিয়ে বিপাকে সিউড়ির গবেষক ছাত্র

বীরভূম, ২৮ জানুয়ারি (হি. স.) :করণা ভাইরাসের আতঙ্কে চিনে পড়তে গিয়ে বিপাকে সিউড়ির এক গবেষক ছাত্র। করোনাভাইরাস সরাসরিভাবে আক্রান্ত না হলেও রীতিমত আতংকের চিনে যাওয়া বিদেশি ছাত্রছাত্রীরা। সিউড়ি বীরভূম জেলা স্কুলের ছাত্র সিউড়ির বাসিন্দা কাজী আরিফ ইসলাম গত ৫ জুন চিনে উহান ইউনিভার্সিটি অফ জিও সাইন্স কলেজে উচ্চশিক্ষার জন্য পোস্ট ডাক্তারি পড়ার উদ্দেশ্যে গিয়েছিলেন।

ওই ছাত্রের পরিবার সূত্রে জানা গেছে, এই মুহূর্তে চিনে করনা ভাইরাসের আতঙ্কের জেরে সেখানকার সরকার কুড়ি দিনের জন্য চিনের বিভিন্ন স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় গুলি ছুটি দিয়ে দেন। তাই এই মুহূর্তে সেখানকার বিদেশি ছাত্ররাও ছুটি কাটাচ্ছেন। এরমধ্যে কাজী আরিফ ইসলাম সহ অন্যান্য দেশের ছয় জন গবেষক ছাত্র যারা একে অপরের বন্ধু তারা একসঙ্গে ছুটি কাটাতে চিনের সিয়েন শহরে বেড়াতে যান। সেখানে বেড়াতে যাওয়ার পর প্রথম দিনেই বিষয়টি সেখানকার পুলিশ প্রশাসন জানতে পারেন। বেড়াতে যাওয়া ছাত্র-ছাত্রীদের দাবি তারা ইউনিভার্সিটির অনুমতিক্রমেই সেখানে বেড়াতে গিয়েছিলেন।কিন্তু সেখানকার পুলিশ প্রশাসন তাদের বেড়াতে যাওয়ার ব্যাপারে কিছুটা কড়া পদক্ষেপ নেয় এবং তাদের হোটেলের বাইরে যাওয়ার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। কাজী আরিফ ইসলাম তার পরিবারকে ফোনে জানিয়েছে, সেখানে হোটেলের ভেতরে সরকারি ভাবে তাদের থাকা খাওয়া সহ নানা ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু হোটেল থেকে বাইরে যাবার বিষয়ে করা নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে সেখানকার প্রশাসন।গবেষক ছাত্রদের দাবি তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করে সেখানে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করলেও বিশ্ববিদ্যালয় তরফেও তাদেরকে এখনই ফিরে আসার ব্যাপারে নিষেধ জানানো হয়েছে।

পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে তাদের ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ।করণা ভাইরাসের আতঙ্কে প্রাথমিকভাবে কুড়ি দিন ছুটি ঘোষণা করেছিল চিন সরকার ।কিন্তু বর্তমানে পরিস্থিতি এখন স্বাভাবিক না হওয়ায় ছুটির পরিমাণ আরও বাড়তে পারে বলে দাবি করেছে সেখানকার বিদেশি গবেষক ছাত্রছাত্রীরা।

অন্যদিকে ছেলের আটকে পড়ার খবর সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশ হওয়ার ঘটনা দেখে রীতিমতো ভীত এবং আতঙ্কিত হয়ে পড়েন সিউড়ির গবেষক ছাত্র কাজি আরিফ ইসলামের পরিবার ।কিন্তু কাজের সঙ্গে তার পরিবারের যথেষ্ট যোগাযোগ রয়েছে বলে দাবি করেছেন তার বাবা কাজী আব্দুল আলী। তিনি জানিয়েছেন,'ছেলের সঙ্গে ইন্টারনেটের মাধ্যমে যোগাযোগ রয়েছে ।ইন্টারনেটের মাধ্যমেই ছেলে আমাকে একাধিকবার ভয়েস কল করেছে। ছেলে বলেছে ভয়ের কোন কারণ নেই। আমাকে এখানে কেউ আটকাইনি ।শুধু ভাইরাসের আতঙ্ক যাতে আমাদের মধ্যে ছড়িয়ে না পড়ে তাই আমাদের জন্য ঘোরাফেরার ব্যাপারে কিছুটা নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। আমরা আপাতত হোটেলবন্দি রয়েছি ।কিন্তু এখানে আমাদের খাওয়া-দাওয়ার থেকে শুরু করে সব রকমের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে। তাই ছেলের কথা শুনে প্রশাসনিক কোন ব্যবস্থা এই মুহূর্তে গ্রহণ করিনি। কারন ছেলে নিজেই বলেছে সে ভালো আছে।

কোনও রোগী যাতে বিনা চিকিৎসায় মারা না যান তার প্রতি অধিক যত্নশীল কাছাড় ক্যানসার হাসপাতাল : ডা. কান্নান

শিলচর (অসম), ২৭ জানুয়ারি (হি.স.) : বরাক উপত্যকার ক্যানসার রোগীদের একমাত্র ভরসা কাছাড় ক্যানসার হাসপাতাল উন্নত চিকিৎসা প্রদান করানোর ব্যাপারে সংকল্প নিয়ে কাজ করছে। কোনও রোগী যাতে বিনা চিকিৎসায় মারা না যান তার প্রতি লক্ষ্য রেখে নিরলস প্রয়াস চালানো হচ্ছে। পদ্মশ্রী সম্মান পাওয়ার পর সাংবাদিকদের সঙ্গে মত বিনিময় করতে গিয়ে এমনটাই জানালেন কাছাড় ক্যানসার হাসপাতালের ডিরেক্টর ডা. রবি কান্নান।

সোমবার হাসপাতালে সাংবাদিকদের সঙ্গে এক মত বিনিময় অনুষ্ঠানে ডা. কান্নান বলেন, পদ্মশ্রী পুরস্কার পেয়ে তিনি খুশি। কারণ হাসপাতালের প্রত্যেকটি সদস্য যে সেবার মনোভাব নিয়ে নিজের দায়িত্ব পালন করেছেন তার প্রতিফলন মিলেছে এই সম্মান পেয়ে। তবে লক্ষ্য অনেক দূর। সেই লক্ষ্যে পৌঁছতে গেলে সকলের সক্রিয় সাহায্য এবং সহযোগিতার প্রয়োজন। ডাক্তার রবি বলেন, ক্যানসার রোগের চিকিৎসা অত্যন্ত ব্যয়বহুল এবং দীর্ঘমেয়াদি চিকিৎসা পন্থা।

তবে এই চিকিৎসা করাতে গিয়ে কোনও গরিব রোগী যাতে হেনস্থার শিকার না হন সে ব্যাপারে বিশেষ নজর দেওয়া হয়ে থাকে তাঁর হাসপাতালে। বার বার যাতে গরিবদের চিকিৎসার জন্য ফিজ দিতে না হয় এর জন্য মাত্র ৫০০ টাকার রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে সারা জীবন চিকিৎসার সুবিধা করা হয়েছে।

তিনি আরও জানান, আগে যেখানে একবার চিকিৎসার পর পরবর্তী চিকিৎসার জন্য রোগীরা মাত্র ৩০ শতাংশ থেকেও কম আসতেন, এখন তা ৬০ থেকে ৭০ শতাংশে পৌঁছেছে। ডা. কান্নান বলেন, বরাক উপত্যকার ক্যানসার আক্রান্তদের মধ্যে মাত্র ১০ শতাংশ রোগীর বাইরে গিয়ে চিকিৎসা করানোর আর্থিক সচ্ছলতা রয়েছে, তার প্রতি লক্ষ রেখে নিয়মিত চিকিৎসা করানোর প্রবণতাকে আমাদের ৯০ শতাংশে নিয়ে যেতে হবে। বর্তমানে কাছাড় ক্যানসার হাসপাতাল করিমগঞ্জ, হাইলাকান্দি, লাবক, হাফলং, জিরিঘাটে টেলি-মেডিক্যাল সেন্টারের মাধ্যমে চিকিৎসা পরিষেবা দিয়ে যাচ্ছে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ক্যানসার রোগীদের মধ্যে প্রায় ৯০ শতাংশ রোগীই বিভিন্ন ধরনের নেশা জাতীয় দ্রব্যাদির সেবন থেকে আক্রান্ত হয়ে থাকেন। তাই নেশা জাতীয় দ্রব্যাদি সেবনের কুফল নিয়ে বেশি করে জনসাধারণকে সচেতন করে তুলতে হবে।

বর্তমানে শিলচরের কাছাড় ক্যানসার হাসপাতালে উন্নত মানের চিকিৎসা প্রদান করা হয়ে থাকে। ২০১১-১২ সালে এখানে মাইক্রো ভাইকোলার সার্জারি শুরু হয়েছিল।

তখন উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আর কোথাও তা করানো হত না। বর্তমানে এখানে আধুনিক থেকে অত্যাধুনিক চিকিৎসা প্রদান করার ব্যবস্থা রয়েছে। ডা. কান্নান আরও জানান, এক সময় ভয়ে তাঁকে অসমে আসতে বারণ করেছিলেন স্ত্রী সীতা কান্নান। কিন্তু এখানে আসার কিছু দিনের মাথায়ই সেই ভুল ভেঙে যায় তাঁর। ব্রিটিশের একটি শিক্ষা বিভাগের চাকরি ছেড়ে তিনি এখানে সেবামূলক কাজে নেমে পড়েছেন। এজন্য তিনি নিজেকে খুব সুখি ভাবছেন, স্ত্রীর প্রসঙ্গে বলেন ডা. রবি।

হাসপাতালের প্রশাসনিক আধিকারিক কল্যাণ চক্রবর্তী জানান, রোগীদের আহার বাবদ কোনও টাকা নেওয়া হয় না। তা ছাড়া রোগীর সঙ্গে যাঁরা আসেন তাঁদের সুবিধার্থে মাত্র ১০ টাকার বিনিময়ে আহারের ব্যবস্থা-সহ ১৫ টাকার বিনিময়ে থাকার সুব্যবস্থা করেছেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। এ ব্যাপারে উপত্যকার মানুষ উদারহস্তে সাহায্য এবং সহযোগিতা করে যাচ্ছেন। আজকের সাংবাদিক সম্মেলনে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ডা. একে চক্রবর্তী প্রমুখ হাসপাতালের বিভিন্ন বিভাগের পদাধিকারীরা।

বলাগড়ে খুন ও গণধর্ষণের ঘটনায় দোষী সাব্যস্ত দুই অপরাধীর ফাঁসির সাজা ঘোষণা

হুগলি,২৭ জানুয়ারি (হি.স.) : : বলাগড়ে খুন ও গণধর্ষণের ঘটনায় দোষী সাব্যস্ত দুই অপরাধীকে ফাঁসির আদেশ দিল চুঁচুড়া জেলা আদালত । গত ২৩ জানুয়ারি ওই দুই যুবককে দোষী ঘোষণা করেছিল চুঁচুড়া জেলা আদালত । সোমবার তাদের ফাঁসির সাজা শোনান হয় ঊ এই ঘটনায় অন্য এক অভিযুক্তের বয়স ১৮ বছরের কম হওয়ায় জুভেনাইল আদালতে তার বিচার চলছে ।

হুগলির বলাগড়ের জিরাটের ষষ্ঠ শ্রেনীর ছাত্রী অন্বেষা মন্ডলকে মুক্তিপনের জন্য অপহরন করে গনধর্ষন, খুনের ঘটনায় রায় ঘোষনা হল এদিন। ২০১৪ সালের সারা ফেলে দেওয়া এই ঘটনায় অভিযুক্ত ছিলোতিনজন ।গৌরব মন্ডল ওরফে শানু,কৌশিক মালিক ও স্বরূপ মজুমদার ।এই তিনজনকেই গ্রেফতার করে বলাগড় থানার পুলিশ ।ধৃতদের বিরুদ্ধে ৩৬৩,৩৬৪/এ,৩৭৬(২),৩০২,২০১,৩৪ ও ৬ পকসো ধারায় মামলা রুজু হয় ।২০১৪ সালের ১২ ই ডিসেম্বর গৃহশিক্ষিকার কাছে পরে সাইকেল নিয়ে ফেরার পথে অপহরন হয় ছাত্রী ।তিন লাখ টাকা মুক্তিপন চেয়ে ছাত্রীর বাবা চিন্ময় মন্ডলের কাছে ফোন আসে ।পুলিশে অভিযোগ করে ছাত্রীর পরিবার ।১৪ তারিখ ইট ভাঁটার পিছনে গঙ্গার পারে মাটি খুঁরে মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশ ।ছাত্রী চেঁচামেচি করায় তাকে গলা টিপে খুন করে অভিযুক্তরা ।মৃত্যুর পর গনধর্ষন করে ।পরে বস্তাবন্দী করে গঙ্গার চরে পুঁতে দেয় ।পাঁচ বছর পর সেই ঘটনার রায় দান হল আজ ।চুঁচুা আদালতের এ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট সেশন জাজ(সেকেন্ড কোর্ট) মানষ রঞ্জন সান্যাল গৌরব মন্ডল ও কৌশিক মালিককে দোষী সাব্যস্ত করেন,স্বরূপ মজুমদারের বিচার জুভেনাইল আদালতে বিচারাধীন। গৌরব ও কৌশিককে ফাঁসির সাজা শোনানো হলো ।ছাত্রীর বাবা জানান এবার হয়তো আমার মেয়ে কিছুটা শান্তি পাবে ।এই রায় আজ দৃষ্টান্ত হয়ে রইল।

৩০ জানুয়ারি পর্যন্ত চলবে ধর্মতলার অবস্থান

কলকাতা,২৭ জানুয়ারি (হি.স.):সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন, এনআরসি-র প্রতিবাদে রাস্তা জুড়ে অবস্থান বিক্ষোভে সামিল বহু সংখ্যালঘু মুসলিম নারী-পুরুষরা ঊ ২১ জানুয়ারি থেকে কলকাতা পুরসভার সামনে এসএন ব্যানার্জি রোডে অবস্থান বিক্ষোভে সামিল তারা ঊ ৩০ জানুয়ারি পর্যন্ত চলবে তাদের অবস্থান। বিক্ষোভকারীদের হাতে জাতীয় পতাকাঊ সিএএ, এনআরসি বিরোধী পোস্টারঊ সিএএ, এনআরসি ও এনপিআর বিরোধী লেখা টি শার্টও পরেছে অনেকেঊ ২১ জানুয়ারি থেকে সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন, জাতীয় জনগণনা পঞ্জি এবং জাতীয় নাগরিক পঞ্জির বিরুদ্ধে শ'খানেক পুরুষ-মহিলা পুর ভবন লাগোয়া হগ স্ট্রিটে অবস্থান বিক্ষোভে সামিল হনঊপ্রতিবাদকারীদের মধ্যে মহিলাদের উপস্থিতি বিশেষ উল্লেখযোগ্যঊ বিক্ষোভে সামিল বহু মানুষ উপুরসভার সামনে এসএন ব্যানার্জি রোডে ব্যারিকেড দিয়ে রাস্তা আটকানো হয়েছেঊ ঘটনাস্থলে মজুত রয়েছে পুলিশ বাহিনীও।

চিনের এক নাগরিককে ভর্তি করা হল বেলেঘাটা আইডি হাসপাতালে

কলকাতা, ২৭ জানুয়ারি (হি. স.) : এ শহরেও এবার থাবা বসাল করোনা ভাইরাস। কলকাতার আইডি হাসাপাতালে ভর্তি করা হয় এক চিনা যুবতীকে। আশঙ্কা করা হচ্ছে তিনি করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত। রবিবার বিকেলে জ্বর নিয়ে বেলেঘাটার আইডি হাসপাতালে ভর্তি হন ওই যুবতী। প্রাথমিক পরীক্ষাগুলোয় তাঁর শরীরে এখনও পর্যন্ত করোনার নমুনা পাওয়া যায়নি বলে হাসপাতাল সূত্রের খবর।

এ ব্যাপারে নিশ্চিত হতে আরও কিছু পরীক্ষা করা হবে বলেও জানানো হয়। আপাতত আইডির আইসোলেশন ওয়ার্ডে রাখা হয়েছে তাঁকে। হাসপাতাল সূত্রের খবর, আক্রান্ত ওই যুবতীর নাম হুয়াইন। তিনি চিনের বাসিন্দা। তবে মাস ছয় তিনি দেশ ছাড়া। নামিবিয়া, মরিশাস, মাদাগাস্কার ও ভারত ভ্রমণের উদ্দেশ্যে তিন বেরিয়েছিলেন। পরিকল্পনা মত গত ২৪ জানুয়ারি মাদাগাস্কার থেকে সোজা কলকাতায় আসেন। কিন্তু এখানে এসেই তাঁর জ্বর হয়। ওষুধ খাওয়ার পরেও তাঁর জ্বর না কমায় রবিবার তাঁকে আইডি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এখনও পর্যন্ত তাঁর শরীরে করোনা ভাইরাসের নমুনা না মিললেও বাড়তি সতর্কতার কারণে তাঁকে হাসপাতালে করোনা ভাইসারের মোকাবিলায় নির্মিত আইসোলেশন কেয়ারে রাখা হয়েছে। হাসপাতাল সূত্রের খবর, হুয়াইনের জ্বর থাকলেও শ্বাসকষ্টের কোনও সমস্যা নেই। তবে শ্বাসনালীতে কোনও সংক্রমণ আছে কিনা সেটা পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। চিকিৎসকরা মনে করছেন, ৬ মাস আগে চিন থেকে বেড়িয়ে আসায় তাঁর শরীরে ওই ভাইরাসের সন্ধান মেলার সম্ভাবনা অনেক কম। তবে অনেকগুলো দেশ ঘুরে আসার কারণে যদি অন্য কোথাও থেকে ওই জীবাণু তাঁর শরীরে ঢোকে, সেটা পর্যবেক্ষণ করতে চান চিকিৎসকরা।

আফগানিস্তানে ভেঙে পড়ল যাত্রীবাহী বিমান, বহু প্রাণহানির আশঙ্কা

কাবুল, ২৭ জানুয়ারি (হি.স.): আফগানিস্তানে ভেঙে পড়ল যাত্রীবাহী একটি বিমানঊ সোমবার আফগানিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় গজনী প্রদেশের দিহ ইয়াক জেলায় প্রত্যন্ত এবং পার্বত্য অঞ্চলে ভেঙে পড়ে যাত্রীবাহী একটি বিমানঊ সূত্রের খবর, তালিবান সন্ত্রাসবাদীদের নিয়ন্ত্রণে থাকা এলাকায় বিমানটি ভেঙে পড়েছেঊ ওই এলাকায় পাঠানো হচ্ছে আফগানিস্তানের বিশেষ বাহিনীঊ বিমান দুর্ঘটনায় কারও মৃত্যু হয়েছে কি না, তা এখনও পর্যন্ত জানা যায়নিঊ সূত্রের খবর, ওই বিমানে কমপক্ষে ৮৩ জন যাত্রী ছিলেন।

গজনী প্রাদেশিক কাউন্সিলের সদস্য খালিকবাদ আকবরি জানিয়েছেন, সোমবার দুপুর ১.১০ মিনিট নাগাদ গজনী প্রদেশের দিহ ইয়াক জেলায়, সাদো খেল এলাকায় (প্রত্যন্ত-পার্বত্য অঞ্চল) ভেঙে পড়ে আরিয়ানা আফগান এয়ারলাইন্সের বোয়িং ৭৩৭-৪০০ বিমানঊ তালিবান নিয়ন্ত্রণাধীন অঞ্চলে বিমানটি ভেঙে পড়েঊ মাটিতে আছড়ে পড়ার পরই বিমানটিতে আগুন ধরে যায়ঊ বিমান দুর্ঘটনায় বহু যাত্রীর মৃত্যুর আশঙ্কা করা হচ্ছে।

এবার বইমেলায় মুখ্যমন্ত্রীর ''কবিতা বিতান'

কলকাতা, ২৭ জানুয়ারি (হি স): প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে ২৯ থেকে জানুয়ারি থেকে শুরু হতে চলেছে আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলা। আর এইবছর বই মেলায় মুক্তি পেতে চলেছে ৯৪৬টি কবিতা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ''কবিতা বিতান'' । ২৯ জানুয়ারি সেন্ট্রাল পার্কে শুরু হচ্ছে ৪৪তম আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলা ঊ বইমেলা চলবে ২৯ জানুয়ারি থেকে ৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। এবারের বইমেলার থিম কান্টি রাশিয়া ঊ বইমেলা থিম কান্টি রাশিয়া হওয়ায় প্রতিদিন মেলায় আসবেন রাশিয়ার অতিথি ও লেখকরা। প্রতিবারের মত এই বছরও ব্রিটেন, আমেরিকা, ভিয়েতনাম, জাপান, ফ্রান্স, আর্জেন্টিনা, গুয়েতেমালা, বাংলাদেশ, সহ আরও অনেকে দেশ অংশগ্রহণ করছে ঊ মঙ্গলবার ২৮ জানুয়ারি কলকাতা বইমেলার উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী। আর সেখানেই ৯৪৬টি কবিতা নিয়ে প্রকাশিত হতে চলেছে মুখ্যমন্ত্রীর কবিতা বিতান।

ছাত্র সংগঠনের সভা থেকে সিএএ-র বিরুদ্ধে জনসংযোগ বাড়ানোর ঘোষণা মমতার

কলকাতা, ২৭ জানুয়ারি (হি.স.): নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে দলের ছাত্র সংগঠনের সভা থেকে আগামী মাসে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের বিরুদ্ধে জনসংযোগ বাড়িয়ে তোলার ঘোষণা করলেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । আগামী ৫ ফেব্রুয়ারি সিএএ-র প্রতিবাদে মানববন্ধন এবং ৬ ও ৭ ফেব্রুয়ারি রাজ্যের সর্বত্র মৌন মিছিলের ডাক দিলেন তিনি।

দলের ছাত্র সংগঠনের সমাবেশে সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন, এনআরসি ও এনপিআর নিয়ে আবারও বিজেপিকে তুলোধনা করলেন তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একইসঙ্গে সিএএ ও এনআরসির বিরুদ্ধে আন্দোলন করায় দলের ছাত্র সংগঠনকে অভিনন্দন জানালেন তৃণমূল সুপ্রিমো। একইসঙ্গে ১০ থেকে ১৩ ফেব্রুয়ারি ছাত্র ও যুবদের এলাকার মানুষদের সঙ্গে কথা বলে সিএএ বিরোধী জনমত গঠন করতে বললেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । প্রত্যেক ছাত্রকে হাজারটি বাড়ি বেছে নিয়ে সেই বাড়ির মানুষদের জাতীয় নাগরিক পঞ্জি ও নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের বিরুদ্ধে সচেতন করার আহ্বান জানান তিনি ।জানান, "৩১ তারিখ থেকে আবার ছাত্ররা আন্দোলনের দায়িত্ব নেবে, ১, ২ ফেব্রুয়ারি ব্লকে ব্লকে আন্দোলন, মিটিং, মিছিল হবে। ৫, ৬, ৭ তারিখ হবে নীরব পোস্টার মিছিল। ৫ তারিখ ব্লকে ব্লকে মানব বন্ধন। যতদিন না আমি বলব আন্দোলন চলবে। ১০-১৩ তারিখ বাড়ি বাড়ি গিয়ে মানুষকে বোঝান। প্রত্যেক পড়ুয়া ১০০০ করে বাড়িতে যান'

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় গৃহীত সিএএ বিরোধী প্রস্তাব

কলকাতা, ২৭ জানুয়ারি (হি.স.) : এবার পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় পেশ হল সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন (সিএএ) বিরোধী প্রস্তাব। সোমবার পেশ হওয়া প্রস্তাবের কিছু সংশোধনী আনার প্রস্তাব দিয়েছে বাম-কংগ্রেস। স্বাভাবিকভাবেই সিএএ বিরোধী প্রস্তাবের বিরোধিতা করে বিজেপি। শেষমেশ সংখ্যাগরিষ্ঠের সম্মতিক্রমে বিধানসভায় গৃহীত হয় সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন বিরোধী প্রস্তাব। সিএএ বিরোধী প্রস্তাব পেশ হলেও প্রস্তাবের পক্ষে ভোটাভুটিতে অংশ নেননি বাম ও কংগ্রেস বিধায়করা। অবশেষে কেরল, পঞ্জাব, রাজস্তানের পথেই হাঁটল পশ্চিমবঙ্গ। সোমবার পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় পেশ হল সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন (সিএএ) বিরোধী প্রস্তাব।

এদিন রাজ্য বিধানসভায় সিএএ বিরোধী প্রস্তাব পেশ করেন পরিষদীয় মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। নিয়ম ১৬৯ -এর অধীনে যে প্রস্তাবটি আনা হয়েছে তাতে লেখা রয়েছে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনে মানদণ্ড হিসেবে ধর্মকে ব্যবহার করা হয়েছে, যা ভারতের সংবিধান বিরোধী। এই আইনের সাহায্যে কেন্দ্রের শাসকদল ধর্মের নামে দেশের মানুষের মধ্যে বিভাজন করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে মানবাধিকারকে ধ্বংস করা হচ্ছে। এই সভা রাজ্য সরকারের কাছে আবেদন জানাচ্ছে যে, বহুত্ববাদী কাঠামোর পরিপন্থী জাতি ও ধর্মের ভিত্তিতে ভারতীয় নাগরকিত্ব প্রদানের বিষয় সম্বলিত সিএএ বাতিলের জন্য কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে। একইসঙ্গে এনপিআর ও এনআরসি যা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত তা প্রত্যাহার করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সংখ্যাগরিষ্ঠ বিধায়কের সমর্থনে প্রস্তাব গৃহীত হয় বিধানসভায়।

এদিন শুরু থেকেই প্রস্তাবের বিরোধিতা করতে থাকেন বিজেপি বিধায়করা। ততই কেন্দ্র বিরোধিতায় সুর চড়াতে থাকেন তৃণমূল, বাম ও কংগ্রেসের বিধায়করা। এরই পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে আঁতাতের অভিযোগ তুলেও বিধানসভায় সরব হতে দেখা যায় বাম-কংগ্রেস বিধাযকদের।

পালটা প্রতিবাদ করতে থাকেন তৃণমূলের ফিরহাদ হাকিম ও অন্যরা । এমনকী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও বাম-কংগ্রেসের ভূমিকার কড়া সমালোচনা করেন। একইসঙ্গে সিএএ বিরোধী প্রস্তাবে কোনও সংশোধনী না আনার জন্য বাম-কংগ্রেস বিধাযকদের অনুরোধ করেন।এরপর সংখ্যাগরিষ্ঠ বিধায়কের সমর্থনে প্রস্তাব গৃহীত হয় বিধানসভায়।

গত সপ্তাহেই উত্তরবঙ্গ সফরে যাওয়ার আগে এরাজ্যে সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন বিরোধী প্রস্তাব পাশ করানোর আশ্বাস দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তারপরই রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্তের প্রশংসা করতে দেখা যায় কংগ্রেসকে। লোকসভায় কংগ্রেসের নেতা অধীর চৌধুরী এই ইস্যুতে প্রশংসা করেন মুখ্যমন্ত্রীর। উলটোদিকে, বামেরা সিএএ বিরোধী প্রস্তাব পাশ নিয়ে টিপ্পনি কাটতে শুরু করে রাজ্য সরকারকে। মুখে বিরোধিতা করলেও কেন বিধানসভায় সিএএ বিরোধী প্রস্তাব পাশে সরকার দেরি করছে তা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করেন সিপিএম নেতৃত্ব। এরই মধ্যে পরিষদীয় মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় ঘোষণা করেন ২৭ জানুয়ারি অর্থাৎ সোমবার রাজ্য বিধানসভায় নাগরিকত্ব আইন বিরোধী প্রস্তাব পাশ করানো হবে। সেই মত সোমবার দুপুরে বিধানসভায় সিএএ বিরোধী প্রস্তাব পেশ করেন পরিষদীয় মন্ত্রী। সংখ্যাগরিষ্ঠ বিধায়কের সমর্থনে প্রস্তাব গৃহীত হয় বিধানসভায়।

উল্লেখ্য, ইতিমধ্যেই সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন (সিএএ) বিরোধী প্রস্তাব পাশ হয়েছে বাম শাসিত কেরলে।

তারপরই পঞ্জাবে ক্যাপ্টেন অমরিন্দর সিংয়ের নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস সরকার সিএএ বিরোধিতায় প্রস্তাব পাশ করেছে বিধানসভায়। তার দিন কয়েক পরেই রাজস্থানের অশোক গেহলতের সরকারও সিএএ বিরোধী প্রস্তাব পাশ করেছে। এবার ওই একই পথে হেঁটে রাজ্য বিধানসভায় সিএএ বিরোধী প্রস্তাব পাশ করানোর উদ্যোগ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের।

পিকনিকে বচসা থামাতে গিয়ে পান্ডবেশ্বরে মৃত্যু ইসিএলকর্মীর, ধৃত ৬

দুর্গাপুর, ২৭ জানুয়ারি (হি.স.) : পিকনিককে কেন্দ্র করে দুই দলের মধ্যে বচসা। আর ওই বচসা থামাতে গিয়ে মৃত্যু হল এক ইসিএল কর্মীর। রবিবার ঘটনাটি ঘটেছে পাণ্ডবেশ্বরে অজয় নদীর পান্ডব মন্দির এলাকায়। ঘটনায় ছ''জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

পুলিশ সুত্রে জানা গেছে, মৃতের নাম হরিহর বাদ্যকর (৪৫)। রামনগর ডোমপাড়ার বাসিন্দা হরিহর ইসিইএলের পাণ্ডবেশ্বর কোলিয়ারিতে কর্মরত ছিলেন। জানা গেছে, রবিবার পাণ্ডবেশ্বর পঞ্চপাণ্ডব মন্দির এলাকায় অজয় নদের তীরে পিকনিক করার ভিড় জমেছিল। তার মধ্যে টোটো চালকের দল ও একটি ইসিএল কর্মীর দলও পিকনিক করছিল। পিকনিক চলাকালীন আচমকাই টোটোচালকদের দলের সঙ্গে অন্য একটি দলের বচসা শুরু হয়ে যায়। ওই সময় ঝামেলা থামানোর চেষ্টা করতে গেলে বচসা বেঁধে যায় ইসিএল কর্মীদের। বচসা থেকে মারপিট শুরু হয়। ওই মারপিট থামাতে গিয়ে মাঝে পড়ে যায় হরিহর বাদ্যকর। গুরুতর আঘাত পান ও তার নাক দিয়ে রক্তক্ষরণ শুরু হয়। সহকর্মীরা গুরুতর জখম অবস্থায় উদ্ধার করে তাকে স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ও পরে ইসিএলের কাল্লা হাসপাতালে ভর্তি করে। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। খবর পেয়ে পুলিশ রাতে ওই গ্রামে যায়। দোষীদের গ্রেফতারের দাবিতে পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখায় গ্রামবাসীরা। ঘটনায় পুলিশ ৬ জনকে গ্রেফতার করে। সোমবার ধৃতদের দুর্গাপুর আদালতে তোলা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, "ঘটনার তদন্ত চলছে। ধৃতদের আদালতে রিমান্ডের আবেদন করা হয়েছে।

ঝাড়গ্রামে আর্থিক তছরুপ করার অভিযোগ উঠল বন সুরক্ষা কমিটির প্রাক্তন সভাপতির বিরুদ্ধে

ঝাড়গ্রাম, ২৭ জানুয়ারি (হি. স.) : আর্থিক তছরুপ করার অভিযোগ উঠল বন সুরক্ষা কমিটির প্রাক্তন সভাপতির বিরুদ্ধে। অভিযোগ গাছ কাটার লাভ্যাংশের দুই লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা নয়ছয় করেছেন। সোমবার ঝাড়গ্রাম ব্লকের বৃন্দাবনপুর খাস জঙ্গল ও সিদাডাঙা যৌথ বন সুরাক্ষা কমিটির সদস্যরা এই অভিযোগ তুলে ঝাড়গ্রামের রেঞ্জ অসিফার ও ঝাড়গ্রাম বন বিভাগের ডিএফওকে লিখিত ভাবে অভিযোগ জানান। বন সুরক্ষা কমিটির সদস্যরা তাদের অভিযোগ পত্র জানান ২০১৭ —১৮ সালে বনসুরক্ষা কমিটির সভাপতি ছিলেন হিকিম হেম্ব্রম। সেই সময় গাছ কাটার লভ্যাংশের দুলক্ষ কুড়ি হাজার টাকার তিনি কোন হিসেব দিতে পারেন নি ।সেই টাকা যাতে কমিটির সদস্যদের ফেরৎ দেওয়া হয় তার জন্য এই বনসুরক্ষা কমিটির সদস্যরা আবেদন করেছেন।

এদিন বনসুরক্ষা কমিটির সদস্যরা তাদের লিখিত অভিযোগ প্রথামে ঝাড়গ্রামেরে রেঞ্জারের কাছে করেন ।তারপর ঝাড়গ্রামের ডিএফওর কাছে তাদের লিখিত আবেদন পত্র জমা দেন। বনদফতর সূত্রে জানা গিয়েছে ২০১৭ সালে ওই এলাকায় দশ হেক্টর জমির গাছ কাটা হয়েছিল ।যার লভ্যাংশ ছিল উনিশ লক্ষ টাকা ।অভিযোগ সেই টাকার পুরো অংশ ওই সভাপতি সকল সদস্যদের দেন নি ।দুই লক্ষ কুড়ি হাজার টাকার কোন হিসাব তিনি দেখাতে পারেন নি বলে অভিযোগ ।বিষয়টি নিয়ে আলোচনা সভা বসলেও তিনি সেই টাকার কোন হিসাব দিতে পারেন নি বলে অভিযোগ ।এদিন সেই টাকা ফেরৎ যাতে পাওয়া যায় তার জন্য ডিএফওর কাছে আবেদন করল বনসুরক্ষা কমিটির সদস্যরা। যদিও এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন প্রাক্তন বনসুরক্ষা কমিটির সভাপতি হিকিম হেমরম ।হিকিম বাবু বলেন " আমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করা হচ্ছে ।দু লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা নয় ।আশি হাজার টাকা বিদ্যুৎ বিলের জন্য রাখা ছিল ।সেই টাকা কমিটির সাথে আলোচনা করেই কমিটির কাজে খরচ করা হয়েছিল ।ওরা মিথ্যা অভিযোগ করছে।" বৃন্দবনপুর,খাস জঙ্গল,সিদাডাঙা যৌথ বনসুরক্ষা কমিটির সদস্য লালমোহন মুর্মু বলেন " হিকিম বাবু ২০০৫ সাল থেকে কমিটির প্রাধান হিসেবে পরিচালানা করে আসছিলেন ।২০১৭—১৮ সালে দু লক্ষ কুড়ি হাজার টাকার হিসাব তিনি দিতে পারেন নি ।আমরা সেই কমিটির সদস্যরা যাতে সেই টাকা ফেরৎ পাই তার জন্য রেঞ্জার এবং ডিএফওর কাছে লিখিত আবেদন করেছি ।ওই টাকা ফেরৎ পেলে আমরা উপকৃত হবে ।যাতে বনদফতর আইনগত পদক্ষেপ করেন তার জন্য আবেদন করেছি এদিন ।" এই বিষেয় ঝাড়গ্রামের ডিএফও বাসবরাজ হলেইচ্ছি বলেন " ওনাদের অভিযোগ পেয়েছি ।আমরা পুরো বিষটি তদন্ত করে দেখব।

আলিপুরদুয়ারে জাতীয় সড়কে দুটি ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষ

জটেশ্বর, ২৭ জানুয়ারি (হি. স.) : আলিপুরদুয়ারের ফালাকাটা-বীরপাড়া ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কে দুটি ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষ। ঘটনাটি ঘটে সোমবার সকালে। ঘটনায় হতাহতের কোনও খবর পাওয়া যায়নি। দুটি ট্রাকের চালক পলাতক বলে জানা গিয়েছে।

ঘটনার জেরে জাতীয় সড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় জটেশ্বর ফাঁড়ির পুলিশ। ট্রাক দুটিকে রাস্তা থেকে সরিয়ে নেওয়ার পর যান চলাচল স্বাভাবিক হয়। ঘটনাটি খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

দলীয় ছাত্র সংগঠনের সভা থেকেও বিজেপিকে এক হাত মমতার

কলকাতা, ২৭ জানুয়ারি (হি.স.): সোমবার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে দলের ছাত্র সংগঠনের সভায় হাজির হয়ে সিএএ ও এনআরসি ইস্যুতে কেন্দ্রকে একের পর এক তোপ দাগলেন তৃণমূলনেত্রী তথা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সিএএ-র বিরোধিতা করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "আমাদের মাটিতে ভাগাভাগি হয় না। সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনের বিরুদ্ধে লাগাতার আন্দোলন চলবে। সবাইকে নিয়ে চলতে হবে। আগামী দিনে ছাত্রছাত্রীরাই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেবেন"ঊ দলের ছাত্র সংগঠনের সমাবেশে সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন, এনআরসি ও এনপিআর নিয়ে আবারও বিজেপিকে তুলোধনা করলেন তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একইসঙ্গে সিএএ ও এনআরসির বিরুদ্ধে আন্দোলন করায় দলের ছাত্র সংগঠনকে অভিনন্দন জানালেন তৃণমূল সুপ্রিমো। এদিন বিজেপিকে কটাক্ষ করে মমতা বলেন, "একটা রঙের উপর ভিত্তি করে দেশ চলে না। আমরা সবাইকে নিয়ে পথ চলায় বিশ্বাসী। আমরা সব ধর্ম, বর্ণ, জাতিকে নিয়ে চলি"ঊ এদিন একের পর এক কেন্দ্র বিরোধী কথা বলে মমতা জানান, "বিজেপি কোথাও কোথাও বলছে, আধার কার্ড নম্বর বিজেপির দলীয় অফিসে জমা দিয়ে যাও। অভিনন্দন যাত্রা না, ওটা বিসর্জন যাত্রা। কীসের অভিনন্দন, কাকে অভিনন্দন? গুন্ডাগিরি করে আন্দোলনে বিশ্বাস করি না। কিছু করতে গেলে ভেবেচিন্তে করবেন, মাথা গরম করবেন না। ছাত্রযৌবনের রক্ত গরম, তা লাগাতে হবে দেশের ভাল কাজে, দাসত্ব করার জন্য নয়"।

ধর্মতলায় গত ১১ জানুয়ারি থেকে সিএএ ও এনআরসি বিরোধী প্রতিবাদ সভা চলছে তৃণমূলের ছাত্র পরিষদেরঊ সেখানে এই অবস্থায় আজ পর্যন্ত মেয়েরা ওই সভা চালিয়ে নিয়ে যাবেঊ এবং কাল থেকে সেখানে তৃণমূল ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস নামবে বলে এদিন জানান মুখ্যমন্ত্রী। এরপরেই ফের কেন্দ্রের দিকে আঙ্গুল তুলে বলেন, "এয়ার ইন্ডিয়া, অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরি, রেল সব বেচে দিচ্ছে। লক্ষ লক্ষ লোক এখন বেকার। প্রশ্ন করলে হয় গুলি করে দিচ্ছে, না হলে ভয় দেখাচ্ছে, জেলে পাঠিয়ে দেব"।

কেন্দ্র সরকারের নয়া আইনের তীব্র সমালোচনা করে এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "একটা রংয়ের ওপর ভিত্তি করে দেশ চলে না। সবাই যখন ঘুমিয়ে থাকে, তৃণমূল তখন জেগে থাকে। যখন দেখবেন মা বোনেরা কোনও বিষয়ে রিয়্যাক্ট করছে, শিশুরা রিয়্যাক্ট করছে তখন জানবেন, তারা ঠিক। আমরা প্রথম থেকে সিএএ বিরোধী। প্রথম দিন যে কথা বলব, শেষ দিনও সে কথা বলব। ১০ বছর আগেও অনেকে বাড়িতে জন্মাত, তারা কাগজপত্র কোথায় পাবে? আইন হয় ফিরিয়ে নাও, নাহলে সংশোধন করঊ" তাঁর কথায়, "সব ধর্ম—বর্ণ—জাতিতে নিয়ে এখানে চলতে হয়। সমাজে হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খ্রিস্টান সকলে আছে। সবাইকে নিয়ে চলতে হবে। আমরা সবাইকে নিয়ে চলি। আমরা ক্রীতদাস নই। ভারতের নাগরিক। ছাত্রছাত্রীদের চায়ের দোকানে গিয়ে, বাড়ি বাড়ি গিয়ে বোঝাতে হবে। বিজেপি ভুল বোঝাচ্ছে। আমরা ভারতে দাসখত দিয়ে আসিনি, আমরা বন্ডেড লেবার নই, আমরা ভারতের নাগরিক"ঊ একই সাথে এদিন দলের ছাত্র সংগঠনের সভায় এনপিআর নিয়েও সরব হয়েছেন তৃণমূল নেত্রী। তিনি বলেন, "এনপিআর নিয়ে দিল্লির বৈঠকে আমরা যাইনি। প্রতিবাদ করেছি বলেই বৈঠক এড়িয়েছি। কিন্তু বাকিরা গেল। কেউ না থাকলে একাই প্রতিবাদ করব"ঊ এদিনের সভায় ফের পুরনো নোটবন্দীর প্রসঙ্গ টেনে আনেন মুখ্যমন্ত্রীঊ বলেন, "নোটবন্দির বিরুদ্ধে প্রথম আমি বিরোধিতা করেছিলাম। আমায় অনেকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, কী করে বুঝলাম, এটা খারাপ। নোট বাতিল নিয়ে ৮টা দল আমার সঙ্গে রাষ্ট্রপতির কাছে গেল। বাকিরা গেল না। তারা যদি যেত, তাহলে নোটবন্দি বাতিল হয়ে যেত। এনপিআর বৈঠকে যাইনি। বাকিরা গিয়েছিল। কী ভেবেছিল, মমতাকে একলা করে দেবে! আমি তো একলা চলায় বিশ্বাসী"।

অন্যদিকে, দিন কয়েক আগে চিঁড়ে খাওয়া দেখে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী বলে তোপ দেগেছিলেন বিজেপি নেতা কৈলাশ বিজয়বর্গীয়। এদিন নাম না করে বিজেপি নেতা কটাক্ষ করে তিনি বলেন, "একটা রঙে দেশ চলে না। দেশে কে ছিঁড়ে খাবেন, সেটা কি বিজেপি ঠিক করবে? চিঁড়ে খেলে নাকি চেনা যায়, জীবনে শুনিনি। পোশাক দেখেও নাকি চেনা যায়, শুনিনি, এসব। এ জিনিস কখনই মেনে নেওয়া যায় না। আমাদের মাটিতে ভাগাভাগি হবে না। আমরা ক্রীতদাস নই, ভারতের নাগরিক। কেন অভিনন্দন যাত্রা করছে? ওটা বিসর্জন যাত্রা"।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

২১ দিনেও অনড় পার্ক সার্কাসের অবস্থান

কলকাতা,২৭ ডিসেম্বর (হি.স.): ২১ দিন তবুও নেই ক্লান্তির ছাপঊ স্লোগানে পাল্টা স্লোগানে রাতভোর উতপ্ত পার্ক সার্কাসের ময়দানঊনাগরিকত্ব সংশোধনী আইন ও এনআরসি-র প্রতিবাদে পার্ক সার্কাস ময়দানে অবস্থানে বিক্ষোভে সামিল বহু সংখ্যালঘু মহিলারাঊ আজ সোমবার ২১ দিনেও অনড় পার্ক সার্কাসের অবস্থান।

৬ জানুয়ারী থেকে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন ও এনআরসি-র প্রতিবাদে পার্ক সার্কাস ময়দানে অবস্থানে বিক্ষোভে সামিল বহু সংখ্যালঘু মহিলারাঊ৫০ বছরের প্রৌঢ়া থেকে ৫ বছরের শিশু সবার মুখে একই স্লোগান 'হাল্লা বোল, হাল্লা বোলঊসিএএ,এনআরসি মানছি না, মানব না'ঊবিক্ষোভে সামিল আট থেকে আশির কয়েকশো সংখ্যালঘু মহিলা।প্রতিবাদীদের সংখ্যা গিয়ে দাড়িয়েছে ২০০ জনেরও বেশিঊসন্তানকে সঙ্গে নিয়েই চলছে তাঁদের আন্দোলনে দিন রাত।মাথায় এক ফোটা ছাতা তারই নিচে চলছে অবস্থানঊকেউ ঘরের কাজ ফেলে রেখে আবার কেউ পরিবারের জন্য রান্না করে সন্তানদের স্কুলে পাঠিয়ে ঘরের কাজ সেরে এসে রোজই খোলা মাঠে মাথার উপর এক চিলতে ছাউনির তলায় বসে আছেনঊপ্রতিবাদকারীদের কারুর হাতে জাতীয় পতাকা আবার কারুর হাতে ব্যানার কারুরু হাতে পোস্টারঊ মুখে রয়েছে স্লোগান। কেউ এসেছেন সদ্য হাঁটতে শেখা সন্তানের হাত ধরে কেউবা কোলে শিশু নিয়ে।চলছে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের বিরুদ্ধে স্লোগান, ধর্মের ভিত্তিতে দেশ ভাগ না করতে দেওয়ার জন্য গান, কবিতা, বক্তৃতাঊপার্ক সার্কাসে এক আকাশের নীচেই একসঙ্গে উচ্চারিত হচ্ছে গীতা, কোরান, বাইবেল। প্রতিবাদী মায়ের পাশে বসে ছবি আঁকছে খুদেরা।স্লোগান তুলছে শিশুরাওঊ পোস্টার-প্ল্যাকার্ডকে ছাপিয়ে গেছে জাতীয় পতাকা।

টিকিয়াপাড়ায় স্কুলে ক্লাস চলাকালীন অগ্নিকান্ড

হাওড়া, ২৭ জানুয়ারি (হি. স.) : হাওড়ার টিকিয়াপাড়ায় ক্লাস চলাকালীন বেসরকারি স্কুলে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল। পরিস্থিতি আয়ত্বে আনতে ঘটনাস্থলে যায় দমকলের ২ ইঞ্জিন। বেশ কিছুক্ষণের চেষ্টায় নিয়ন্ত্রণে আসে আগুন। এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় হতাহতের কোনও খবর পাওয়া যায়নি।

সোমবার সকালে নির্দিষ্ট সময়েই ক্লাস শুরু হয় হাওড়ার টিকিয়াপাড়ার ওই বেসরকারি স্কুলে। কিছুক্ষণ পর আচমকাই ধোঁয়ায় ঢাকতে শুরু করে স্কুল চত্বর। এরপরই নজরে পড়ে স্কুলের তিনতলার ছাদে দাউদাউ করে জ্বলছে আগুন। ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের জেরে স্কুলের ভিতরে আটকে পড়ে বহু পড়ুয়া। তড়িঘড়ি খবর দেওয়া হয় দমকলে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় দমকলের ২ ইঞ্জিন। আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার পাশাপাশি পড়ুয়াদের উদ্ধারের কাজ শুরু করে দমকল আধিকারিকরা। দীর্ঘক্ষণের চেষ্টায় নিয়ন্ত্রণে আসে একে একে সব পড়ুয়াদের স্কুল বিল্ডিং থেকে পড়ুয়াদের বাইরে আনা হয়। সূত্রের খবর, সুস্থ ভাবে সব পড়ুয়াদের বের করে আনা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু কী থেকে আগুন লাগল তা এখনও জানা যায়নি। দমকলের তরফে জানানো হয়েছে, "আগুন নিয়ন্ত্রণে। আগুন সম্পূর্ণভাবে নিভে যাওয়ার আগে অগ্নিকাণ্ডের কারণ নির্ণয় সম্ভব হয়।

সরস্বতী পুজোয় ছুটি বেড়ে তিন দিন

কলকাতা,২৭ জানুয়ারি (হি. স): এক বা দুই নয় সরস্বতী পুজো উপলক্ষে এবার তিন দিনের ছুটি রাজ্য সরকার কর্মীদের।৩০ ও ৩১ জানুয়ারি ছুটির পাশাপাশি ২৯ জানুয়ারি সরস্বতী পূজোর দিনও ছুটি ঘোষণা নবান্নের। রাজ্য সরকার বছরের প্রথমেই নতুন ছুটির ক্যালেন্ডার তৈরি করে। সেই ক্যালেন্ডারে অনুযায়ী সরস্বতী পুজোর জন্য ছুটি দেওয়া রয়েছে ৩০ ও ৩১ জানুয়ারি। কিন্তু সরস্বতী পূজার মূল দিন ছুটি না থাকায় অসন্তোষ প্রকাশ করে কর্মীরা।আর এরপরেই সরস্বতী পুজো ২৯ জানুয়ারি বৃহস্পতিবারও ছুটি ঘোষণা করল রাজ্য সরকার। অর্থাৎ ২৯,৩০ ,৩১ বৃহস্পতি শুক্র- শনির পাশাপাশি ১ ফেব্রুয়ারি রবিবার হওয়ায় ওই দিনও ছুটি পাচ্ছে রাজ্য সরকার কর্মচারীরা।

'স্বচ্ছ ভারত'-র অভিযানে পরিচালক জিৎ

কলকাতা, ২৭ জানুয়ারি (হি.স.) : মনে সবার না থাকলেও পকেটে সবার থাকেই ঊ আর তিনি হলেন মহাত্মা গান্ধী ঊ মহাত্মা গান্ধীর আদর্শ, যা কিনা হওয়া উচিত সর্বকালের মানবিক আদর্শ, তা আজকের দিনে দাঁড়িয়ে কতটা প্রাসঙ্গিক সেই প্রশ্ন তুলেই ময়দানে হাজির পরিচালক জিৎ চক্রবর্তীর নতুন ছবি 'স্বচ্ছ ভারত' ।

'স্বচ্ছ ভারত'- ছবির গল্প মূলত এক ইনকাম ট্যাক্স অফিসারকে কেন্দ্র করে ঊ ইনকামট্যাক্স অফিসের ঘুষখোর অফিসারদের নিয়ে শুরু হয় ছবির কাহিনীঊ কিন্তু হঠাৎ করেই ঘুষ খাওয়া বন্ধ করে দেন তারা ঊ কিন্তু কেনও ঊ হঠাৎ এই পরিবর্তনের কারন কি ঊ তা অবশ্য বলবে 'স্বচ্ছ ভারত' ঊছবিতে দেখা যাবে, শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়, বিশ্বনাথ বসু, খরাজ মুখোপাধ্যায়, শ্রীলেখা মিত্র, ছাড়াও আরও অনেকে ঊ সব কিছু ঠিক থাকলে চলতি বছর আগস্ট মার্চ মাসে মুক্তি পাবে 'স্বচ্ছ ভারত'।

ছবির নাম 'স্বচ্ছ ভারত'- কেন, এই প্রসঙ্গে 'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে এক সাক্ষাৎকারে পরিচালক জিৎ চক্রবর্তী জানান, 'ছবির নাম শুনে আপাত দৃষ্টিতে পলিটিক্যাল মনে হলেও ছবির সাথে কোনও পলিটিক্যাল সম্পর্ক নেই ঊ ছবিটি সম্পূর্ণই কমিডি ঘরনার'।

ঝাড়গ্রামে উদ্বোধন হল গ্রন্থাগারের

ঝাড়্গাম, ২৭ জানুয়ারি (হি. স.) : দীর্ঘ দাবি ছিল গ্রন্থাগার তৈরির। এলাকার মানুষজনের সেই দাবি পূরণ করলেন ঝাড়্গামের পুলিশ সুপার। সোমবার ঝাড়্গাম থানার ছয় নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে আগুইবনী উচ্চমাধ্যমিক স্কুলে একটি পাঠাগারের শুভ উদ্বোধন করেন ঝাড়্গামের পুলিশ সুপার অমিত কুমার ভরত রাঠোর।

উল্লেখ্য গত বছর দূর্গা পূজা পরিদর্শনের সময় এলাকার মানুষজনেরা পুলিশ সুপারকে আবেদান করেছিলেন পাঠাগার তৈরী করার জন্য। সেই সময় পুলিশ সুপার এলাকার মানুষজনদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন পাঠাগার তৈরী করা হবে বলে। কথা দেওয়ার পাঁচ মাসের মধ্যেই প্রতিশ্রুতি পুরণ করলেন পুলিশ সুপার। জানা গিয়েছে স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা ছাড়াও এলাকার মানুষজনেরাও ওই পাঠাগারে আসতে পারবেন এবং বই পড়ার সুযোগ সুবিধা পাবেন। এই পাঠাগারে স্কুলের পাঠ্যবই এর পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের বই রয়েছে। পুলিশ সুপার অমিত কুমার ভরত রাঠোর বলেন, 'এই পাঠাগার থেকে বিভিন্ন ধরনের বই পড়তে পারবেন। '

অবিমুক্তেশ্বরানন্দের

তিনের পাতার পর

জমি প্রদান করার জন্য কেন্দ্রকে ৩ মাসের সময় দিয়েছেঊ নতুন ট্রাস্ট তৈরি করার জন্য নয়ঊ শীর্ষ আদালত স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছে ১৯৯৩ সালের অধিগ্রহণের শর্তকে পূরণ করা ট্রাস্টকেই এই জমি দেওয়া যাবেঊ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বারবার বলেছেন, অযোধ্যায় তৈরি হবে গগণচুম্বী রাম মন্দিরঊ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর অমিত শাহের এই বক্তব্যের ভূয়শী প্রশংসা করে স্বামী অবিমুক্তেশ্বরানন্দ বলেছেন, হিন্দু ধর্মের শীর্ষস্থানীয় ধর্মচার্যরাও এই একই কথা বলেছেন।

কেন্দ্রীয় নীতিবিরোধী প্রস্তাবের আলোচনায় রাজ্য বিধানসভায় তুমুল শোরগোল

কলকাতা, ২৭ জানুয়ারি (হি. স.): নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন, এনআরসি এবং এনপিআর বিরোধী সংকল্প নিতে গিয়ে সোমবার পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় হইচই হয়।

এ দিন বিজেপি বিধায়ক স্বাধীন সরকার তাঁর বক্তব্য রাখার সময় তৃণমূল, কংগ্রেস, বাম বিধায়করা অনেকে হইচই শুরু করেন। স্বাধীনবাবু বক্তব্য রাখারসিএএ-র জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে ধন্যবাদ জানালে বিরোধীরা 'হো হো' করে চিৎকার করতে শুরু করেন। চিৎকারের মধ্যেই স্বাধীনবাবু বলে চলেন।

অবরোধ

● প্রথম পাতার পর

হারিয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। এতে ট্রাক চালক ফারুক খান (৩৪) গুরুতর আহত হন।

পরে তাঁকে চিকিৎসার জন্য করিমগঞ্জ সিভিল হাসপাতালে নিয়ে ভরতি করা হয়েছে। এদিকে ওই রুটে ঘনঘন যান দুর্ঘটনার প্রতিবাদে আজ সেখানকার সড়কে অবরোধ গড়ে তুলেন স্থানীয়রা। ফলে সড়কের উভয় দিকে বহু যানবাহন আটকে পড়ে। পরে পুলিশের উপস্থিতিতে প্রায় পাঁচ ঘণ্টা পর সড়ক অবরোধ মুক্ত হয়।

জীবনাবসান

● প্রথম পাতার পর

স্বাস্থ্য দপ্তরের অধিকর্তা ছিলেন এবং পরবর্তীকালে স্পেশাল সেক্রেটারি হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন।

আমি প্রয়াত চিকিৎসক রথীন দত্তের বিদেহী আত্মার চিরশান্তি কামনা করছি এবং শোক সন্তপ্ত পরিবার পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি।'

ছাত্র

● প্রথম পাতার পর

তিনজন ছাত্রই অষ্টম শ্রেণিতে পাঠরত। আহত তিন ছাত্র হলো রাহুল দাস, সুদীপ্ত দাস ও ওমঙ্কার পাল। দুর্ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে এলাকাবাসী আহত তিন ছাত্রকে উদ্ধার করে শান্তিরবাজার জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসে। আহত তিন ছাত্রদের মধ্যে ওমঙ্কার পালের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়াতে কর্তব্যরত চিকিৎসক গোমতী জেলা হাসপাতালে রেফার করেন।

বেঞ্চ

● প্রথম পাতার পর

তিনি বলেন, আজ ওই আবেদনের চূড়ান্ত শুনানীর পর ত্রিপুরা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে গঠিত ডিভিশন বেঞ্চ সিঙ্গেল বেঞ্চের রায় বহাল রেখেছেন। আইনজীবী পুরুষোত্তম রায় বর্মন বলেন, ত্রিপুরা স্বাস্থ্য পরিষেবা অধিনিয়ম রুল ২১ এর ভিত্তিতে সাধারণ পরিস্থিতিতে মেডিক্যাল ফ্যাকাল্টিদের বদলী কিংবা ডেপুটেশনে পাঠানো যাবে না। এই রায় ঘোষণা করে ফেব্রুয়ারীর মধ্যেই পাঁচ মেডিক্যাল ফ্যাকাল্টিকে স্বপদে পুণনিযুক্তির নির্দেশ দিয়েছেন ত্রিপুরা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি।

বাতিল

● প্রথম পাতার পর

এর চার গোষ্ঠী-সহ বড়ো জনগোষ্ঠীয় কয়েকটি সংগঠনের মধ্যে সম্পাদিত হয়েছে ঐতিহাসিক ত্রিপাক্ষিক চুক্তিটি। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, অসমের মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়ালের উপস্থিতিতে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছেন কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের পাশাপাশি নর্থ-ইস্ট ডেমোক্র্যাটিক অ্যালায়েন্স (নেডা)-এর আহ্বায়ক হিমন্তবিশ্ব শর্মা, বিটিসি-প্রধান হাগ্রামা মহিলারি-সহ (এনডিএফবি-আর)-এর সভাপতি রঞ্জন দৈমারি, এনডিএফবি (প্রগ্রেসিভ)-এর গোবিন্দ বসুমতারি, লরেন্স ইসলারি, এনডিএফবি (ধীরেন)-এর ধীরেন বড়ো, এনডিএফবি (সং)-এর সচিব বি সাওরাইগৌরা, নিখিল বড়ো ছাত্র ইউনিয়ন (এবসু) সভাপতি প্রমোদ বড়ো-সহ আরও কয়েকজন সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীয় নেতা।

হাইকোর্টের

● প্রথম পাতার পর

নেই এবং তাঁরা টেট উত্তীর্ণ হয়নি, তাই তাঁদের নিয়োগ সম্ভব নয়। তাতে, তাঁদের মধ্যে অনেকেই পর্যায়ক্রমে বিএড কিংবা ডিএলএড কোর্স করে ফেলেন। কিন্তু, এখন তাঁদের নিয়মিত করছে না ত্রিপুরা সরকার।

তিনি বলেন, গত ২৪ জানুয়ারি ত্রিপুরা সরকার আদালতে হলফনামা দিয়ে জানিয়েছে, সর্বশিক্ষার শিক্ষকদের নিয়োগ শুধু সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে হয়েছে। তাছাড়া, তাঁদের চাকরি একটি প্রকল্পের অধীনে হয়েছে, তাই তাঁদের নিয়মিত করা সম্ভব হচ্ছে না। সমীকবাবুর দাবি, আদালতে সওয়াল করেছি, সরকারের বক্তব্য পরস্পরবিরোধী। আদালত তাতে সম্মত হয়ে ত্রিপুরা সরকারের হলফনামা নাকচ করে দিয়েছে। তবে, কোনও নথি থাকলে তা জমা দিতে পারবে ত্রিপুরা সরকার। তাঁর কথায়, পরবর্তী শুনানিতে সম্ভবত মামলা অন্তিম পর্যায়ে পৌঁছে যাবে।

কর্তৃপক্ষ

● প্রথম পাতার পর

বাংলাদেশের জনৈক নাগরিককে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছে ইমিগ্রেশন। বাংলাদেশের ফেণী জেলার সাহেবপুর এলাকার বাসিন্দা শওকত আহমেদ চীন ভ্রমণ করে আগরতলা আইসিপি-তে এসেছিলেন। ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ তাঁকে ভারতে ঢুকতে দেয়নি। সূত্রের খবর, দু-মাস আগে তিনি চীন ভ্রমণ করেছিলেন। তাই আজ আগরতলা আইসিপি-তে তাঁকে শারীরিক পরীক্ষার জন্য অনুরোধ জানান ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ। আইসিপি-তে করোনা ভাইরাসের পরীক্ষার সুযোগ নেই, তাই তাঁকে হাসপাতালে গিয়ে পরীক্ষার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছিল। কিন্তু, তিনি তাতে রাজি হননি।

ত্রিপুরা পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চের পুলিশ সুপার শঙ্কর দেবনাথ এ-বিষয়ে অবগত নন বলে জানিয়েছেন। তবে, এমন ঘটনা ঘটে থাকলে তিনি খোঁজ নিয়ে ব্যবস্থা নেবেন বলে জানিয়েছেন।

অসমে

● প্রথম পাতার পর

ছাত্র সংস্থা (আক্রাসু), নাথ-যোগী ছাত্র সংস্থা, সারা বড়ো সংখ্যলঘু ছাত্র সংস্থা (এবিএএমসু), সারা আদিবাসী ছাত্র সংস্থা, অবড়ো সুরক্ষা সমিতি এবং কলিতা জনগোষ্ঠী ছাত্র সংস্থা আজ (সোমবার) ১২ ঘণ্টার বনধ-এর ডাক দিয়েছিল। বনধ-এর আহ্বায়কদের ধারণা, সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী অসমের শোণিতপুর, বিশ্বনাথ এবং লখিমপুর জেলার বেশ কয়েকটি অবড়ো অধ্যুষিত গ্রাম ইউটিসিতে অন্তর্ভুক্ত হবে।

বনধ-এর জেরে নিম্ন অসমের অধিকাংশ এলাকার স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় ব্যাপক প্রভাব পড়েছিল। রাস্তাঘাট শুনশান, দোকানপাট বন্ধ, জনমানবশূন্য রাস্তা বা বাজারহাট। অফিস-কাছারিতেও কর্মচারীদের সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য ছিল।

বনধ-এর আহ্বায়করা বলেছেন, ইউটিসি গঠনের বিরোধিতা করে আজ ২৭ জানুয়ারি থেকে তাঁরা প্রতিবাদ অব্যাহত রাখবেন। অবড়ো জনসাধারণের সঙ্গে রাজনৈতিক স্তরে আলোচনা না করা পর্যন্ত ধারা আন্দোলন চালিয়ে যাবেন তাঁরা।

চাঞ্চল্যকর তথ্য

আটের পাতার পর

ভৌমিক রবিবার প্রয়াতের পরিবার পরিজনদের প্রতি সমবেদনা জানাতে ছুটে যান। প্রয়াত বিদ্যুৎ ঘোষ একজন সমাজ ও মানবদরদি উদ্যমী ব্যক্তিত্ব ছিলেন বলে তিনি শোকবার্তায় উল্লেখ করেন।

রক্তদান শিবির

আটের পাতার পর

প্রধান বিচারপতি এবং তার সহধর্মীনি স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। শিবিরে ৩৫জন রক্তদান করেন। সংগঠনের সম্পাদক সন্দীপ দেব এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য জানান।

রাজ্যপাল

● প্রথম পাতার পর

দেশের স্বাধীনতার জন্য জীবনদান দিয়েছিলেন সেই শহীদদের প্রতি সম্মান জানান এবং অভ্যন্তরীণ কাজে রত আধাসামরিক বাহিনী ও পুলিশ বাহিনীকেও তিনি অভিনন্দন জানান। উত্তর-পূর্বা'লের রাজ্যগুলির মধ্যে আয়তন ও জনসংখ্যার দিক থেকে ছোট রাজ্য হলেও ত্রিপুরা তার বিবিধ ভাষা, রীতিনীতি, বেশভূষা, ধর্মের উপর ভিত্তি করে সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হচ্ছে। রাজ্য সরকার রাজ্যের বিকাশের লক্ষ্যে বহু পদক্ষেপ নিয়েছে। রাজ্যে ৭০ শতাংশের বেশি মানুষ ক'ষিনির্ভর। তাই ক'ষি ক্ষেত্রের বিকাশ ছাড়া রাজ্যের বিকাশ সম্ভব নয়। রাজ্য সরকার ক'ষকদের আয় পাঁচ বছরের মধ্যে দ্বিগুণ করার লক্ষ্যে ক'ষির সাথে পশুপালন, মৎস্যচাষ ও উদ্যানচাষের উপরও জোর দিচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মাননিধি যোজনায় ১.৯০ লক্ষ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক ক'ষকের একাউন্টে ১১৭ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে যাতে তারা বীজ, সার ইত্যাদি ক্রয় করতে পারেন। তাছাড়া তাঁদের কারিগরি শিক্ষা দেওয়ার জন্য ১৪টি ক'ষক বন্ধ কেন্দ্র খোলা হয়েছে। ক'ষকদের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করার লক্ষ্যে সমস্ত বাজারগুলিকে ত্রক্ষ্মঙ্গঞ্চ প্ল্যাটফর্মের সাথে যুক্ত করা হবে। ক'ষকদের উৎপাদিত ফসলের উপযুক্ত মূল্য দিতে এফ সি আই-এর সাথে মিলে ধান ক্রয় করা হচ্ছে। প্রাক'তিক বিপর্যয়ের ক্ষতি থেকে ক'ষকদের বাঁচাতে ৩০,০০০ ক'ষককে প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনার আওতায় আনা হয়েছে। সরকার জৈবচাষকে উৎসাহিত করছে। ৬,০০০ হেক্টর এলাকায় বিভিন্ন ফসল উৎপাদনের লক্ষ্যে ৯০০০ ক'ষককে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করা হয়েছে। তাদের উৎপাদিত ফসল 'ত্রিপুরা অরগ্যানিক' ব্যাণ্ড নামে বিক্রি হচ্ছে যার ট্যাগ লাইন হলো 'মন্ত্রা টু হেলদি লিভিং'।

রাজ্যপাল বলেন, কোনও রাজ্যের বিকাশে যোগাযোগ ব্যবস্থার গুরুত্ব রয়েছে। তাই রাজ্য সরকার হীরা নীতির অঙ্গ হিসেবে সড়ক, রেল, বায়ু ও জলপথে ত্রিপুরাকে সংযুক্ত করার চেষ্টা করছে। দেশভাগের ফলে ত্রিপুরা যেভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলো বাংলাদেশ সরকারের সাথে সেই জলপথ ও রেলপথে যোগাযোগ ব্যবস্থাকে পুনরুজ্জীবিত করার প্রয়াস চলছে। আশা করা হচ্ছে শীঘই চ-গ্রাম ও মংলা বন্দর দিয়ে মালপত্র আনা নেওয়া শুরু করা যাবে। সোনামুড়া দাউদকান্দি জলপথ খুলে গেলে বাইরে থেকে মালপত্র পরিবহণের খরচ কমে যাবে। আগরতলা-আখাউড়া রেললাইনও এই দিশায় এক মাইলফলক হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

রাজ্যপাল বলেন, আধুনিক ত্রিপুরার রূপকার মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুরের জন্মদিনকে সরকারি ছুটি হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে এবং আগরতলা বিমানবন্দরের নামও তার নাম অনুসারে নামকরণ করা হয়েছে। ত্রিপুরার প্রাক'তিক সম্পদ যেমন বাঁশ, চা, রাবার, সব্জি, বাগিচা ফসল, মশলা ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ গড়ে উঠার জন্য রাজ্য সরকার উৎসাহদানে ক'তসংকল্প। এসব ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বাড়লে জনগণের আয়ও বাড়বে।

তিনি বলেন, শিল্পের উন্নয়ন ঘটাতে হলে পরিকাঠামোর উন্নয়নও দরকার। আগামী তিন বছরে জাতীয় সড়কের উন্নয়নে ৪০০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হবে। বিদ্যুৎ ব্যবস্থারও উন্নতি ঘটানো হচ্ছে। রাজ্য সরকার 'ত্রিপুরা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ইনভেস্টমেন্ট প্রমোশন পলিসি-২০১৭'-কে আরও আকর্ষণীয় করা হয়েছে এবং হোটেল ব্যবসা, পর্যটন ইত্যাদি ক্ষেত্রকে এই নীতির আওতায় আনা হয়েছে। সরকারের উদ্দেশ্য হচ্ছে বেশি সুযোগ সুবিধা দিয়ে বিনিয়োগে উৎসাহিত করা এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা। নতুন শিল্পোদ্যোগ স্থাপনে বিভিন্ন দপ্তর ও এজেন্সির অনুমোদন যাতে দ্রত পাওয়া যায় সেজন্য রাজ্য সরকার আইন তৈরি করে সহজতর করার চেষ্টা করেছে। রেগায় রাজ্য সরকার উল্লেখযোগ্যভাবে গ্রামীণ রোজগার সৃষ্টি করেছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে রেগা প্রকল্পে রাজ্যের শ্রম বাজেট বাড়িয়ে ৪ কোটি শ্রমদিবস করা হয়েছে। এসব উদ্যোগের কারণে রাজ্যে শিল্পোন্নয়নে সুবিধা হবে বলে তিনি মন্তব্য করেন। রাজ্যে পর্যটনের বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। বিশেষ করে ছবিমুড়া, ঊনকোটি, ডম্বর-এর মতো স্থানগুলির জাতীয় স্তরে প্রচারের প্রয়োজন। সেজন্য রাজ্য সরকার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

রাজ্যপাল বলেন, সুস্থ ও শিক্ষিত সমাজের উপর ভিত্তি করেই এক সুখী, সম্পন্ন ও স্বনির্ভর রাজ্য গড়ে তোলা যায়। শিক্ষার গুণগতমান বৃদ্ধির লক্ষ্যে রাজ্য সরকার ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষ থেকে ১ম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত এন সি ই আর টি পাঠ্যক্রম চালু করেছে। তাই শিক্ষাবর্ষও জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর থেকে বদলে এপ্রিল-মার্চ হয়েছে। ত'তীয় শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার গুণগতমান বাড়ানোর লক্ষ্যে 'নতুন দিশা' নামক অভিযান বাস্তবায়ন করা হয়েছে। শিক্ষাকে আরও রোজগারমুখী করার লক্ষ্যে ২৪টি বিদ্যালয়ে এই প্রথম পেশাদারি শিক্ষাদান শুরু হয়েছে। রাজ্যের আই এ এস পরীক্ষার্থীদের জন্য 'লক্ষ্য' নামক নতুন প্রকল্প চালু হয়েছে। তেমনি এসেছে বি এড পড়ার সুযোগ করে দিতে 'মুখ্যমন্ত্রী বি এড অনুপ্রেরণা যোজনা'। রাজ্যপাল বলেন, সকলের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে আয়ুমান ভারত প্রকল্পে প্রতিটি দরিদ্র পরিবারকে বিনামূল্যে বছরে পাঁচ লক্ষ টাকা পর্যন্ত চিকিৎসার সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। এখন পর্যন্ত রাজ্যে এই প্রকল্পে ৪.৬৫ লক্ষ ই-কার্ড বিতরণ করা হয়েছে। প্রায় ৪৭,০০০ জন রোগীকে বিনামূল্যে চিকিৎসার সুবিধা দেওয়া হয়েছে। আগরতলায় নতুন ক্যান্সার হাসপাতাল চালু হয়েছে এবং জি বি হাসপাতালে 'সুপার স্পেশালিটি ব্লক'-এর নির্মাণ খুব শীঘই শেষ হবে।

মহিলা ও শিশুদের পুষ্টি ও রোগ সংক্রান্ত বিষয়ে সচেতনতা বাড়াতে 'পোষণ অভিযান' রূপায়ণ করা হচ্ছে। ৪৫,০০০-এর বেশি গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়েদের আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে। মহিলা ক্ষমতায়নের জন্যও পুলিশে ১০ শতাংশ সংরক্ষণের পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। ২০২২ সালের মধ্যে প্রতিটি ঘরে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানীয় জলের ব্যবস্থা করতে সরকার প্রতি'বদ্ধ। সেজন্য সবরকম ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। চার লক্ষের অধিক সুবিধাভোগীকে মাসিক ১০০০ টাকা হারে ভাতা দেওয়া হচ্ছে। ১ লক্ষ ১০ হাজার লক্ষ বনবাসীকে রেগা প্রকল্পে জীবিকার্জনের সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে।

আজ দেশের ৭১তম প্রজাতন্ত্র দিবস রাজধানী আগরতলায় যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপিত হয়। সকালে গান্ধীবেদীতে এবং পোস্ট অফিস চৌমুহনির শহীদবেদীতে মাল্যদান করেন শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ। আসাম রাইফেলস মাঠে আয়োজিত মূল অনুষ্ঠানে কুচকাওয়াজে অংশ নেন বি এস এফ, আসাম রাইফেলস, সি আর পি এফ, টি এস আর, পশ্চিম জেলা পুলিশের পুরুষ ও মহিলা বাহিনী, ফরেস্ট গার্ড, হোম গার্ডের জওয়ান, এন সি সি বয়েজ, এন সি সি গার্লস, বয়েজ স্কাউট, গার্লস গাইড, এন এস এস, সিভিল ডিফেন্স ও আসাম রাইফেলস পাবলিক স্কুল। কুচকাওয়াজে অংশগ্রহণকারী দলগুলির মধ্যে ৯টি ছিলো সিকিউরিটি ক্যাটাগরির এবং ৭টি ছিলো নন-সিকিউরিটি ক্যাটাগরির। উৎকর্ষতার নিরিখে কুচকাওয়াজে সিকিউরিটি ক্যাটাগরিতে প্রথম হয়েছে আসাম রাইফেলস, দ্বিতীয় হয়েছে বি এস এফ এবং যুগ্মভাবে ত'তীয় হয়েছে টি এস আর দ্বিতীয় বাহিনী ও পশ্চিম জেলা মহিলা পুলিশ বাহিনী। নন-সিকিউরিটি ক্যাটাগরিতে প্রথম হয়েছে আসাম রাইফেলস পাবলিক স্কুল, দ্বিতীয় হয়েছে এন এস এস, যুগ্মভাবে ত'তীয় হয়েছে এন সি সি গার্লস ও গার্লস গাইড। অনুষ্ঠানে প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে ২০১৯ সালের প্রজাতন্ত্র দিবসে এবং ২০১৭-১৮ সালে যেসমস্ত পুলিশ অফিসার এবং কর্মীগণ ভারতের রাষ্ট্রপতি এবং কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রীর বিভিন্ন পদকে ভূষিত হয়েছেন তাদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন রাজ্যপাল রমেশ বৈস। ২০১৯ সালের প্রজাতন্ত্র দিবসের রাষ্ট্রপতি পদক পেয়েছেন সুবেদার জয়প্রকাশ যাদব (সি আই এ টি স্কুল, কচুছড়া)। প্রজাতন্ত্র দিবস ২০১৯ উপলক্ষে যারা পুলিশ পদক পেয়েছেন তারা হলেন টি এস আর ত'তীয় বাহিনীর অ্যাসিস্টেন্ট কমাণ্ডেন্ট বর্তমানে এস পি নর্থ ফণীন্দ্র কুমার জমাতিয়া, এস পি সিকিউরিটি সত্যজিৎ দেবনাথ, ইন্সপেক্টর সরোজ ভ-াচার্য, টি এস আর দ্বিতীয় বাহিনীর সুবেদার ভীম সিং, সুবেদার সি টি আই বিপ্লব কুমার দেব, টি এস আর নবম বাহিনীর হাবিলদার রতনলাল পোদ্দার। ২০১৭-১৮ সালে কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রীর পদক পেয়েছেন সাব-ইন্সপেক্টর প্রাণতোষ কর, সাব-ইন্সপেক্টর বীরেন্দ্র দেববর্মা, এন বি (জি ডি) রমাকান্ত ভ-, হাবিলদার প্রেম শংকর। রাজ্যপাল অনুষ্ঠানে কুচকাওয়াজে বিজয়ী দলগুলির হাতেও পুরস্কার তুলে দেন।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে শিক্ষা দপ্তর এবং যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের উদ্যোগে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা বর্ণাঢ্য সাংস্ক'তিক অনুষ্ঠান ও ভারতীয়ম পরিবেশন করে। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন দপ্তরের উচ্চপদস্থ আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

ত্রিশতরানের পর এবার দ্বিশতরানের বিরল নজির সরফরাজ খানের

ধরমশালা, ২৭ জানুয়ারি (হি.স.) : ত্রিশতরানের রেশ ফিকে হতে না হতেই পরের ম্যাচে দ্বিশতরান হাঁকালেন মুম্বইয়ের মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যান সরফরাজ খান। গত ম্যাচে তাঁর অপরাজিত ত্রিশতরানে ভর করে আয়োজক উত্তর প্রদেশের বিরুদ্ধে ম্যাচ ড্র করতে সক্ষম হয়েছিল মুম্বই। টানা দু'ম্যাচে ব্যাট হাতে ধ্রুপদী ইনিংসের সৌজন্যে প্রথম শ্রেনির ক্রিকেটে ফের এক এলিট ক্লাবে নাম লিখিয়ে নিলেন বছর বাইশের ব্যাটসম্যান। তালিনাড়ুর ডব্লুভি রমনের পরে দেশের দ্বিতীয় ব্যাটসম্যান হিসেবে টানা দু'ম্যাচে ত্রিশতরান ও দ্বিশতরানের বিরল নজির গড়লেন সরফরাজ। ধরমশালায় এলিট 'বি' গ্রুপের ষষ্ঠ ম্যাচে সোমবার হিমাচল প্রদেশের মুখোমুখি হয়েছে মুম্বই। ব্যাট করতে নেমে ইনিংসের শুরুতেই এদিন ১৬ রানে ৩ উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে যায় মুম্বই। ব্যাট হাতে ফের আদিত্য তারে নেতৃত্বাধীন দলের ত্রাতা হয়ে ওঠেন তরুণ সরফরাজ। চতুর্থ উইকেটে সিদ্ধেশ ল্যাডের সঙ্গে প্রথমে ৫৫ রানের পার্টনারশিপ এরপর অধিনায়ক তারের সঙ্গে পঞ্চম উইকেটে ১৪৩ রানের পার্টনারশিপে দলকে আইসিইউ থেকে বের করেন তিনি। ১৯৯ বলে দ্বিশতরান পূর্ণ করেন সরফরাজ। অর্ধশতরান পূর্ণ করার পর ব্যক্তিগত ৬২ রানে অধিনায়ক তারে ফিরলেও গত ম্যাচের ত্রিশতরানকারীকে দ্বিশতরান থেকে আটকাতে পারেননি বিপক্ষের বোলাররা। প্রথমদিনের শেষে ২১৩ বলে ২২৬ রানে অপরাজিত রয়েছেন সরফরাজ। তারের পর ষষ্ঠ উইকেটে শুভম রঞ্জানের সঙ্গে তাঁর ১৫৮ রানের অবিভক্ত পার্টনারশিপে প্রথমদিনের শেষে ৫ উইকেটে ৩৭২ রানে শেষ করে মুম্বই। সুনীল গাভাস্কর, অজিত ওয়াদেকর, বিজয় মার্চেন্ট, সঞ্জয় মঞ্জরেকর, ওয়াসিম জাফর ও রোহিত শর্মার পর এই নজির গড়ে রঞ্জির এলিট ক্লাবে নাম লিখিয়েছিলেন কিংস ইলেভেন পঞ্জাবের এই ব্যাটসম্যান।

রোনাল্ডো গোল পেলেও নাপোলির কাছে হারতে হল জুভেন্তাসকে

নাপোলি, ২৭ জানুয়ারি (হি.স.) : প্রথম লেগের ফিরতি ম্যাচে নিজেদের ঘরের মাঠে প্রথম লেগে হারের বদলা নিল নাপোলি। টানা আট ম্যাচে গোল পেলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। তবু পর্তুগিজ সুপারস্টারের শেষ মুহূর্তের গোল এদিন কাজে এল না। নাপোলির কাছে ১-২ গোলে হেরে চলতি মরশুমে লিগে দ্বিতীয় হারের মুখ দেখলো মৌরিজিও সারির দল। টানা পাঁচ ম্যাচে জয়ের পর থামল তাদের বিজয়রথও। যদিও আগস্টে প্রথম লেগের ম্যাচে ঘরের মাঠে ৪-৩ জয় তুলে নিয়েছিল জুভেন্তাস। এদিন নাপোলির ঘরের মাঠে প্রথমার্ধ জুড়ে ইতিবাচক সুযোগ তৈরিতে ব্যর্থ দুই দল। স্বাভাবিকভাবেই প্রথমার্ধ জুড়ে কোনও শটই অন-টার্গেট রাখতে পারেননি দু'দলের ফুটবলাররা। এরইমধ্যে প্রথমার্ধের শেষদিকে কড়া ট্যাকলে চোট পেয়ে বসেন জুভের নির্ভরযোগ্য মিডফিল্ডার মিরালেম পিয়ানিচ। দ্বিতীয়ার্ধে বসনিয়া-হার্জেগোভিনার মিডিওর পরিবর্তে মাঠে নামেন র্যা বিয়ট। ৫৩ মিনিটে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো বল জালে রাখলেও অফসাইডের কারণে তা বাতিল হয়ে যায়। গোলের কাছে পৌঁছে গিয়েছিলেন জুভের আর্জেন্টিনার স্ট্রাইকার গঞ্জালো হিগুয়েন। কিন্তু তাঁর শট রক্ষা করেন নাপোলি দুর্গের শেষ প্রহরী অ্যালেক্স মেরেট। এভাবেই ধীরে ধীরে জুভেন্তাস ম্যাচে আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করলেও ৬৩ মিনিটে ডেডলক ভাঙে নাপোলি। ইনসিগনের ২৫ গজ দূরের শট জুভে গোলরক্ষক সেজনি বাঁ-দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ে রক্ষা করলেও ওত পাতা শিকারীর মত ফিরতি বল জালে রাখেন জেইলিনস্কি। যদিও ৯০ মিনিটে লম্বা থ্রু বল ধরে একটি গোলের ব্যবধান কমিয়ে আনেন ক্রিশ্চিয়ানো।

ম্যাচ গড়াপেটার দায়ে বরখাস্ত ট্রাউয়ের কোচ দিমিত্রিস

নয়াদিল্লি, ২৭ জানুয়ারি (হি.স.) : আই লিগেও এবার ম্যাচ গড়াপেটা। এর জেরে বরখাস্ত করা হল ট্রাউয়ের কোচ দিমিত্রিস দিমিত্রিউকে। এই ঘটনা নিয়েই সরগরম হয়ে ওঠে ভারতীয় ফুটবল। আই লিগে এই প্রথমবার প্রথম ডিভিশনে সুযোগ পেয়েছে ট্রাউ এফসি। আর সেই দলের কোচেরই নাম জড়াল গড়াপেটায়। প্রাক মরশুম প্রস্তুতির পর কোচের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল দিমিত্রিসকে। কোচ হিসেবে আসেন ব্রাজিলীয় ডগলাস সিলভা। কিন্তু দু'টি ম্যাচে হারের পরই তাঁকে ছেঁটে ফেলা হয়। চলতি লিগে প্রথম তিনটি ম্যাচে হারের পর ফের ফিরিয়ে আনা হয় ৪৯ বছরের দিমিত্রিসকে। তাঁর তত্ত্বাবধানে দুরন্তভাবে ঘুরে দাঁড়ায় মণিপুরের দলটি। তাঁর কোচিংয়ে শেষ ছ'টি ম্যাচে অপরাজিত ট্রাউ। আইজল এফসির বিরুদ্ধে ২-১-এ জেতে তারা। ফলে টানা চারটি ম্যাচ জিতে ১৪ পয়েন্ট নিয়ে লিগ তালিকার তিন নম্বরে উঠে এসেছে ট্রাউ। এতদূর পর্যন্ত সব ঠিকঠাকই ছিল। কিন্তু এরপরই গড়াপেটার অভিযোগ ওঠে দিমিত্রিসের বিরুদ্ধে। এর জেরে বরখাস্ত করে দেওয়া হয় তাঁকে।

CENTRAL HINDI DIRECTORATE
CIVIL SERVICES HINDI COURSE
Application Proforma
(MEDIUM : HINDI - ONLY)

Central Hindi Directorate is organizing Free Special Correspondence Course of Hindi Language Paper for candidates of the North-Eastern states whose mother tongue is not included in the 8th schedule of the Indian Constitution and who intend to opt for Hindi under compulsory language paper in the Civil Services Examination conducted by the UPSC. The desired candidates may submit a duly signed application form in the prescribed proforma which is given below. There is no fee for this course. The closing date for submission of duly filled up and signed application form is 28.02.2020. For more details, you can log on to www.chdpublicationanhrd.gov.in

1. Name of the Course — Civil Services Hindi Course
2. Name of the Applicant (In Capital Letters) — Shri/Smt./Kum./Ms
3. Category (Indicate one by (4) Mark' — General SC OBC ST PH
4. Date of Birth
5. Father's Name
6. Sex
7. Nationality
8. Mother Tongue
9. Home State
I0. Degree Examination Passed (Along with the name of University and Subjects) (Attach Documents)
11. Year of Appearance on Civil Service Examination of UPSC
12. Postal Address with Pin Code (Write in CAPITAL LETTERS ONLY)
13. Contact No.
14. Mobile No.
15. E-Mail

I undertake that I have read the instruction carefully and fully abide by them.

Dated : (Signature of the Applicat)
(Name in Capital letters)

Application may be addressed to :-
Bureau Head
Department of Correspundence Courses
Central Hindi Directorate
West Block - 7, R. K. Puram, New Delhi - 110006

Note :- 1. Admission will be given on First-cum-First basis and and there is no fee for this course.
2. Central Hindi Directorate has not authorized nay Institution / /Agency / Person to run the above course.
3. Application received after the closing date will not be entertained in any circumstances and no communication will be enfertained in this regard.

davp 21252/11/0007/19-20

ফাঁকা স্টেডিয়াম ,সভা ছাড়লেন অভিষেক

কলকাতা,২৭ জানুয়ারি (হি.স.): নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে শুরু হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের দু'দিনের ছাত্র-যুব কর্মশালা ।সোমবার সমাবেশে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বক্তৃতা শেষে বিধানসভার উদ্দেশে বেরিয়ে যেতেই ফাঁকা হতে থাকে স্টেডিয়াম ।বক্তৃতা দিতে উঠেও ফাঁকা স্টেডিয়াম ,রেগে সভা ছাড়লেন তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সমাবেশের শেষে এদিন সন্ধে ছ'টা পর্যন্ত কর্মশালা চলার কথা। কিন্তু বেলা তিনটের সময়েই গুটি কয়েক লোক ঊতৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বক্তব্য রাখবেন বলে নাম ঘোষণাও হয়ে যায় ।কিন্তু তিনি বলতে উঠবেন তখন গ্যালারি ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার হুড়োহুড়ি শুরু হয় রেগে বক্তব্য না রেখেই সভা ছাড়লেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ঊঅভিষেক বন্দ্যোপাধ্যা য়বেরিয়ে গেলে স্টেডিয়াম আরও খালি হয়ে যায়।

প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচে বড় জয় দুই ম্যাঞ্চেস্টারের

লন্ডন, ২৭ জানুয়ারি (হি.স.) : দুই ম্যাঞ্চেস্টার বড় ব্যবধানে জয় তুল নিল। এই জয়ে ম্যাঞ্চেস্টার সিটি ও ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড পঞ্চম রাউন্ডে জায়গা করে নিল। ঘরের মাঠে ফুলহ্যামকে ৪-০ ব্যবধানে হারায় ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। গ্যাব্রিয়েল জেসুস করেন জোড়া গোল। ম্যান সিটির অপর দু'টি গোল গুন্দোয়ান ও বার্নার্দো সিলভার। ফুলহ্যাম অধিনায়ক টিম রিম ম্যাচ শুরুর ৬ মিনিটের মাথায় লাল কার্ড দেখলে কার্যত গোটা ম্যাচ ১০ জনে খেলতে হয়। সেই সুযোগটাই কাজে লাগিয়ে দুই অর্ধে ২টি করে গোল করে ম্যান সিটি। আবার প্রেন্টন পার্কে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড ৬-০ গোলে উড়িয়ে দেয় ট্রানমেরে রোভার্সকে। ম্যাচের প্রথমার্ধেই ৫-০ গোলে এগিয়ে যায় ইউনাইটেড। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই আরও একটি গোল প্রতিপক্ষের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয় তারা। ম্যাচের ১০ মিনিটের মাথায় মাগুইর গোল করেন। ১৩ মিনিটে প্রতিপক্ষের জালে বল জড়ান দিওগো দালত। লিংগার্ড গোল করেন ১৬ মিনিটের মাথায়। জোমস ও মার্শাল যথাক্রমে ৪১ ও ৪৫ মিনিটে গোল করেন। ৫৬ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করেন গ্রিনউড।

অস্ট্রেলিয়া ওপেনের কোয়ার্টার ফাইনালে রজার ফেডেরার

মেলবোর্ন, ২৭ জানুয়ারি (হি.স.) : অস্ট্রেলিয়া ওপেনের কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছে গেলেন রজার ফেডেরার। জন মিলম্যানের বিরুদ্ধে কষ্টার্জিত জয় তুলে নিয়ে প্রি-কোয়ার্টারে পৌঁছেছিলেন ছ'বারের চ্যাম্পিয়ন রজার। চতুর্থ রাউন্ডে শুরুটা ভালো না হলেও ধরা দিলেন পরিচিত ছন্দে ফিরে অনায়াসে জায়গা করে নিলেন কোয়ার্টার ফাইনালে। প্রি-কোয়ার্টারে হাঙ্গেরির মার্টন ফুকসোভিকসের বিরুদ্ধে প্রথম সেট ৪-৬ গেমে হেরে বসেন রজার। পরের তিনটি সেটে ফেডেরার জয় তুলে নেন ৬-১, ৬-২, ৬-২ গেমে। সব মিলিয়ে ২ ঘণ্টা ১১মিনিটেই হাঙ্গেরির প্রতিপক্ষকে বিধ্বস্ত করেন সুইস কিংবদন্তি। কোয়ার্টার ফাইনালে ২০ বারের গ্র্যান্ড স্ল্যামজয়ী ফেডেরার খেলতে নামবেন আমেরিকার টেনিস স্যান্ডগ্রেনের বিরুদ্ধে। ২৮ বছর বয়সি মার্কিন তারকার বিরুদ্ধে এর আগে কখনও খেলতে নামেননি তিনি। রজার ছাড়াও অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে জয় পেয়েছেন দ্বিতীয় বাছাই নোভাক জকোভিচ। তিনি ৬-৩, ৬-৪, ৬-৪ স্ট্রেট সেটে হারিয়ে দিয়েছেন আর্জেন্তিনার দিয়েগো সোয়ার্ৎজম্যানকে। কোয়ার্টার ফাইনালে জোকার খেলতে নামবেন কানাডার মিলোস রাওনিচের বিরুদ্ধে।

আসন্ন ২০২০ আইপিএল ফাইনাল হতে পারে সর্দার প্যাটেল ক্রিকেট স্টেডিয়ামে

নয়াদিল্লি, ২৭ জানুয়ারি (হি.স.) : আসন্ন ২০২০ আইপিএল ফাইনালের ভেন্যুর পরিবর্তন হতে পারে বলে সূত্রে জানা গিয়েছে। মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামের পরিবর্তে নবরূপে নির্মিত গুজরাটের সর্দার প্যাটেল ক্রিকেট স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হতে পারে আসন্ন আইপিএলের খেতাব নির্ণায়ক ম্যাচ। প্রাথমিকভাবে এশিয়া একাদশ বনাম বিশ্ব একাদশের ম্যাচ দিয়ে মার্চে এক লক্ষ দশ হাজার আসন আসনবিশিষ্ট বিশ্বের সর্ববৃহৎ এই স্টেডিয়াম উদ্বোধনের কথা ছিল। কিন্তু ওই সময়ের মধ্যে স্টেডিয়ামের বাকি কাজ শেষ হওয়া সম্ভব নয়। তাই বাধ্য হয়ে এশিয়া বনাম বিশ্ব একাদশের ম্যাচ আয়োজনের দায়িত্ব থেকে সরে আসে গুজরাট ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন। পরিবর্তে আগামী ২৯ মে আইপিএল ফাইনাল দিয়ে নবনির্মিত সর্দার প্যাটেল স্টেডিয়াম উদ্বোধনের প্রস্তাব আইপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের কাছে পেশ করা হয়। সোমবার আইপিএলের গভর্নিং কাউন্সিলের বৈঠকে আলোচনার পর বিষয়টিয়ে কার্যত সিলমোহর পড়ে গিয়েছে বলে সূত্রের খবর। সূত্রের খবর, আমেদাবাদের নয়া এই স্টেডিয়ামে আইপিএল ফাইনাল আয়োজনের বিষয়টি মোটামুটি নিশ্চিত। তবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে ফেব্রুয়ারিতেই। উল্লেখ্য, আগামী ২৯ মার্চ থেকে শুরু হতে চলেছে আইপিএলের ত্রয়োদশ সংস্করণ। চলবে ২৪মে পর্যন্ত। উদ্বোধনী ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে।

সিরিজের তৃতীয় টি-২০ ম্যাচ খেলতে হ্যামিলটন পৌঁছাল টিম ইন্ডিয়া

হ্যামিলটন, ২৭ জানুয়ারি (হি.স.) : নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে পাঁচ টি-২০ ম্যাচের সিরিজ জয় নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সোমবার হ্যামিলটন পৌঁছে গেল বিরাট অ্যান্ড কোম্পানি। আগামী বুধবার সিরিজের তৃতীয় টি-২০ ম্যাচ। প্রথম দু'ম্যাচ জিতে সিরিজ জয়ে এগিয়ে রয়েছে বিরাটবাহিনী। এমন অ্যাডভান্টেজ পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে সিরিজ না জেতাটাই অস্বাভাবিক। এর আগে নিউজিল্যান্ড ভূখন্ডে ভারতের টি-২০ সিরিজ জয়ের নজির নেই। স্বাভাবিকভাবেই চলতি টি-২০ সিরিজে বিরাটদের জয় আক্ষরিক অর্থেই ঐতিহাসিক হয়ে থাকবে ভারতের ক্রিকেট ইতিহাসে। ২০০৮-০৯ মহেন্দ্র সিং ধোনির নেতৃত্বে প্রথমবার নিউজিল্যান্ডের মাটিতে টি-২০ সিরিজে অংশ নিয়েছিল 'মেন ইন ব্লু'। কিন্তু সফরের শুরুতেই কিউয়িদের কাছে টি-২০ সিরিজে ০-২ ব্যবধানে ল্যাজেগোবরে হতে হয় ভারতীয় দলকে। এরপর ২০১৯ বিশ্বকাপের প্রাক্কালে নিউজিল্যান্ড ভূখন্ডে একদিনের সিরিজে বাজিমাত করলেও টি-২০ সিরিজ জয় অধরাই রয়ে যায় কোহলির দলের কাছে। ১-২ ব্যবধানে উইলিয়ামসনের দলের কাছে পরাস্ত হতে হয় ভারতীয় দলকে। অর্থাৎ, এই নিয়ে তৃতীয়বার নিউজিল্যান্ডের মাটিতে ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ততম ফর্ম্যাটে দ্বিপাক্ষিক সিরিজে মুখোমুখি হয়েছে ভারত।

ত্রিশতরানের পর এবার দ্বিশতরানের বিরল নজির সরফরাজ খানের

ধরমশালা, ২৭ জানুয়ারি (হি.স.) : ত্রিশতরানের রেশ ফিকে হতে না হতেই পরের ম্যাচে দ্বিশতরান হাঁকালেন মুম্বইয়ের মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যান সরফরাজ খান। গত ম্যাচে তাঁর অপরাজিত ত্রিশতরানে ভর করে আয়োজক উত্তর প্রদেশের বিরুদ্ধে ম্যাচ ড্র করতে সক্ষম হয়েছিল মুম্বই। টানা দু'ম্যাচে ব্যাট হাতে ধ্রুপদী ইনিংসের সৌজন্যে প্রথম শ্রেনির ক্রিকেটে ফের এক এলিট ক্লাবে নাম লিখিয়ে নিলেন বছর বাইশের ব্যাটসম্যান। তালিনাড়ুর ডব্লুভি রমনের পরে দেশের দ্বিতীয় ব্যাটসম্যান হিসেবে টানা দু'ম্যাচে ত্রিশতরান ও দ্বিশতরানের বিরল নজির গড়লেন সরফরাজ। ধরমশালায় এলিট 'বি' গ্রুপের ষষ্ঠ ম্যাচে সোমবার হিমাচল প্রদেশের মুখোমুখি হয়েছে মুম্বই। ব্যাট করতে নেমে ইনিংসের শুরুতেই এদিন ১৬ রানে ৩ উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে যায় মুম্বই। ব্যাট হাতে ফের আদিত্য তারে নেতৃত্বাধীন দলের ত্রাতা হয়ে ওঠেন তরুণ সরফরাজ। চতুর্থ উইকেটে সিদ্ধেশ ল্যাডের সঙ্গে প্রথমে ৫৫ রানের পার্টনারশিপ এরপর অধিনায়ক তারের সঙ্গে পঞ্চম উইকেটে ১৪৩ রানের পার্টনারশিপে দলকে আইসিইউ থেকে বের করেন তিনি। ১৯৯ বলে দ্বিশতরান পূর্ণ করেন সরফরাজ। অর্ধশতরান পূর্ণ করার পর ব্যক্তিগত ৬২ রানে অধিনায়ক তারে ফিরলেও গত ম্যাচের ত্রিশতরানকারীকে দ্বিশতরান থেকে আটকাতে পারেননি বিপক্ষের বোলাররা। প্রথমদিনের শেষে ২১৩ বলে ২২৬ রানে অপরাজিত রয়েছেন সরফরাজ। তারের পর ষষ্ঠ উইকেটে শুভম রঞ্জানের সঙ্গে তাঁর ১৫৮ রানের অবিভক্ত পার্টনারশিপে প্রথমদিনের শেষে ৫ উইকেটে ৩৭২ রানে শেষ করে মুম্বই। সুনীল গাভাস্কর, অজিত ওয়াদেকর, বিজয় মার্চেন্ট, সঞ্জয় মঞ্জরেকর, ওয়াসিম জাফর ও রোহিত শর্মার পর এই নজির গড়ে রঞ্জির এলিট ক্লাবে নাম লিখিয়েছিলেন কিংস ইলেভেন পঞ্জাবের এই ব্যাটসম্যান।

E-Tender Notice

On behalf of the 'Governor of Tripura' the Executive Engineer (Agri), North Tripura, Dharmanagar invites e-tender vide PNIT e-Tender No. 16 /EE(Agri)/N/2019-20 for the work namely.

Sl No.	Name of Work	Estimated Cost	Earnest Money	Time for completion	Cost of Tender documents	Deadline for online bidding	Website for online bidding	Place, time and date of opening of online bid	Class of bidder
1.	Development of primary Rural market in Tripura/ S.H:- Construction of RCC flat roof of covered market shed for (i) Vegetable (ii) Paddy, Rice, Pulses (iii) Fish & Meat, RCC flat roof of Toilet block, Development of market yard and Sinking of 1 No. small bore Deep Tube Well (150 mm x 100 mm dia. nominal bore) with UPVC casing pipe including installation of submersible pump at Ambassa, Dhalai District. DNIT No e-56/SE/AGRI/EE(NORTH)/2019-20	Rs.55,38,887/-	Rs.55390/-	9 (Nine) month	Rs.2,500/-	05/02/2020 up to 3.00 PM	https://tripuratenders.gov.in	At 15.30 Hrs on 05/02/2020 (if possible), O/o the Executive Engineer, Agri, [illegible], Dharmanagar, North Tripura	Appropriate class / category as per Nit-T
2	Reconstruction of Collapsed Boundary wall (partly) including water supply & sanitary installation of O/o The Deputy Director of Horticulture at Kimarghat, Unakoti, Tripura. DNIT No e-41/ AGRI/EE(NORTH)/2019-20	Rs.1,50,000/-	Rs.1500/-	30 (Thirty) days	Rs.1000/-				
3	Reclamation of Marshy land at Sonarurbasha village (Additional work) under Kadamtala Agri.Sub-Division. DNIT No e-42/ AGRI/EE(NORTH)/2019-20	Rs.2,42,484/-	Rs.2500/-	15 (Fifteen) Days	Rs.1000/-				

NB: This detailed press notice & bid documents for the work can be seen on website htfps://tripuratenders.gov.in at free of cost. But the bid can only be submitted after uploading the mandatory scanned documents as specified in this tender. For details please visit https://tripuratenders.gov.in .

ICA-C/2315/2019-20

FOR AND ON BEHALF OF THE
GOVERNOR OF TRIPURA
(Er. Sukumar Ch. as\T Executive Engineer
Department of Agriculture North Tripura,
Dharmanagar

The Executive Engineer, UDD, Agartala, Tripura (West) invites e-tender against press NIT No. 11/EE-IV/UDD/EW/2019-20 dated 24/01/2020 FOr "Hiring of Maruti Swift D'Zire Model 2019 onwards for the use of the Project Director, SIPMIU and Chief Engineer, Urban Development Department, Agartala for 24 (twenty Four) months during 2019-20 (2nd call)". With Estimated cost: Rs. 9,71,520.00, Earliest money: Rs. 24,000.00 Time of Completion — 24 (twenty Four) months. Last Date of bidding for bids: upto 15.00 Hours on 15/02/2020
For more details kindly visit: https://tripuratenders.gov.in
Note: *NO NEGOTIATION WILL BE CONDUCTED WITH THE LOWEST BIDDER*

ICA-C/2317/2019-20

(M. D : ATH)
Executive Engineer,
UDD, Agartala

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল : rainbowprintingworks@gmail.com

বাগদাদে মার্কিন দূতাবাসের কাছে ৩টি রকেট হামলা, আহত ১জন

বাগদাদ, ২৭ জানুয়ারি (হি.স.) : বাগদাদে মার্কিন দূতাবাসের কাছে রকেট হামলাউএ হামলায় এক জন সামান্য আহত হলেও প্রাণহানির খবর পাওয়া যায়নি।

রবিবার ইরাকের রাজধানী বাগদাদে মার্কিন দূতাবাসের কাছে তিনটি রকেট হামলা চালানোর খবর পাওয়া গেছে। ইরাকের রাজধানী বাগদাদের গ্রিন জোনে এসব রকেট আঘাত হানে উ এ হামলায় এক জন সামান্য আহত হলেও প্রাণহানির খবর পাওয়া যায়নি।আহত ব্যক্তি মার্কিন দূতাবাসের কোন কর্মকর্তাবা কর্মচারী কিনা তা জানা জায়নি।ইরাকের টাইগ্রিস নদীর কাছে পশ্চিমাংশে যেখানে অধিকাংশ বিদেশি দূতাবাস রয়েছে, সেখান থেকেও ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাত হানার শব্দ শোনা গেছে। গত ৩ জানুয়ারি বাগদাদের আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ড্রোন হামলা চালিয়ে ইরানের বিপ্লবী গার্ড বাহিনী কুদস ফোর্সের প্রধান জেনারেল কাসেম সোলেইমানিকে হত্যা করা হয়। হত্যার প্রতিশোধ নিতে গত ৮ জানুয়ারি ইরাকে অবস্থিত দুটি মার্কিন সামরিক ঘাঁটিতে এক ডজনের বেশি ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায় ইরান। হামলার সময় যুক্তরাষ্ট্র নেতৃত্বাধীন আন্তর্জাতিক সামরিক জোটের সদস্যরা ওই ঘাঁটিতে অবস্থান করছিলেন। তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে দাবি হামলায় তাদের সেনাবাহিনীর কোনও ক্ষয়ক্ষতি হয়নি।

তেলিয়ামুড়ায় অগ্নিদগ্ধ ছাত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জানুয়ারি ।। তেলিয়ামুড়ার ধর্মনগরে এক মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী অগ্নিদগ্ধ হয়েছে। তার নাম বেলী দেবনাথ। তাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় প্রথমে তেলিয়ামুড়া হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। অবস্থা সঙ্কটজনক হওয়ায় সেখান থেকে তাকে জিবিতে স্থানান্তর করা হয়েছে। স্থানীয় এক মহিলা জানান, মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী বেলী দেবনাথ অসুস্থ ছিল। রবিবার তাকে হাসপাতাল থেকে বাড়িতে নেওয়া হয়। নিজ ঘরেই গায়ে কেরোসিন ঢেলে আত্মঘাতী হওয়ার চেষ্টা করে ওই মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী।

এনআরসি, এনপিআর, সিএএ মানব না, বিধানসভায় ঘোষণা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

কলকাতা, ২৭ জানুয়ারি (হি.স.): আমরা এনআরসি মানব না। আমরা এনপিআর মানব নাউ আমরা সিএএ মানব না। সোমবার পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় এ কথা স্পষ্ট জানিয়ে দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এক ধাপ এগিয়ে তিনি এদিন বলেন, কেবল এখন নয়, ভবিষ্যতেও আমরা সব রকমভাবে এগুলোর বিরোধিতা করব।

"দিদি-মোদী এক নয়।" এই মন্তব্য করে কংগ্রেস-বাম বিধায়কদের দিকে তাকিয়ে মুখ্যমন্ত্রী অধিবেশনে বলেন, "আমার বন্ধুরা, যারা আমাদের বলছেন, কিন্তু আপনারা একই ইস্যুতে লড়াই করছেন। তাদের এ কথা বলছি।" বলেন, "আপনারা তলায় তলায় বিজেপির সঙ্গে আঁতাত করবেন। সে কারণেই তো ওরা এত ভোট পেয়েছে। আপনাদের ভোট চলে গিয়েছে। আমার ভোট যায়নি। এটা মনে রাখবেন।

বিরোধী বেঞ্চের দিকে তাকিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "গুয়াহাটিতে অশান্তির পর তৃণমূল প্রতিনিধিরা গিয়েছিল। আমাদের একজনকেও নামতে দেয়নিউ গুলিতে মৃত্যুর পর কর্ণাটক সরকার মৃতদের পরিবারদের ১০ লক্ষ টাকা করে অনুদান দেবে বলেছিল। কিন্তু পরে দিতে অস্বীকার করেউ আমি ৫ লক্ষ টাকা করে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছি।" এর পর প্রশ্ন করেন, কেন অন্য রাজ্যে ঘুরে এসেছেন আপনাদের নেতারা? আমার সঙ্গে যে আচরণ করা হয়েছে, আপনারা কেউ প্রতিবাদ করেননি। আপনারা ক'জন লখনউ, গাজিয়াবাদ, মোরাদাবাদ, বিহারে গিয়েছেন? আপনারা শোনেননি আমার কথা। ঘোলা জলে মাছ ধরার চেষ্টা করেছেন। আমি দেশকে দেখিয়েছি, যা করতে পারলাম কেউ পারত না। আমি সরকারকে পরোয়া করিনাউ মানুষকে পরোয়া করি।

রাজ্য বিধানসভায় পেশ হয় সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন বিরোধী প্রস্তাব। প্রস্তাবের পক্ষে সায় ছিল বাম, কংগ্রেস বিধায়কদের। তবে এক্ষেত্রেও কিছু সংশোধনী আনার প্রস্তাব দেয় বাম-কংগ্রেস। সিএএ বিরোধী প্রস্তাবের বিরোধিতা করে বিজেপি। শেষমেশ সংখ্যাগরিষ্ঠের সম্মতিক্রমে বিধানসভায় গৃহীত হয় সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন বিরোধী প্রস্তাব। সিএএ বিরোধী প্রস্তাব পেশ হলেও প্রস্তাবের পক্ষে ভোটাভুটিতে অংশ নেননি বাম ও কংগ্রেস বিধায়করা। রাজ্য বিধানসভায় সিএএ বিরোধী প্রস্তাব পেশ করেন পরিষদীয় মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেন, 'এই বিষয়ে এই দেশে আমরাই প্রস্তাব পাশ করেছি সবার আগে। অসহিষ্ণুতা চলছে সারাদেশে।'

উল্লেখ্য, সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনের প্রতিবাদে শুরু থেকেই কেন্দ্র-বিরোধিতায় সরব মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে বিভাজনের রাজনীতির অভিযোগ তুলে সিএএ বাতিলের দাবিতে লাগাতার আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন তৃণমূলনেত্রী। অন্য রাজ্যগুলিকেও সিএএ ইস্যুতে একজোট হতে আহ্বান জানিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ইতিমধ্যেই সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন (সিএএ) বিরোধী প্রস্তাব পাশ হয়েছে বাম শাসিত কেরলে। তারপরই পঞ্জাবে ক্যাপ্টেন অমরিন্দর সিংয়ের নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস সরকার সিএএ বিরোধিতায় প্রস্তাব পাশ করেছে বিধানসভায়। তার দিন কয়েক পরেই রাজস্থানের অশোক গেহলতের সরকারও সিএএ বিরোধী প্রস্তাব পাশ করেছে। এবার ওই একই পথে হেঁটে রাজ্য বিধানসভায় সিএএ বিরোধী প্রস্তাব পাশ করানোর উদ্যোগ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের।

রাত পোহালেই সরস্বতি পূজা। তাই এখন মুর্তি পাড়ায় চলছে চরম ব্যস্ততা। সোমবার তোলা ছবি নিজস্ব।

জনজাতি অংশের মানুষের সার্বিক বিকাশের লক্ষ্যে সরকার কাজ করছে : মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জানুয়ারি।। প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপন উপলক্ষে রাজ্যভিত্তিক উপজাতি লোকনৃত্য প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান গতকাল আগরতলার রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব সন্ধ্যায় রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের প্রথম প্রেক্ষাগৃহে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা।

অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে প্রধান অতিথির ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে সবাইকে শুভেচ্ছা জানান।

তিনি বলেন, জনজাতি অংশের মানুষের সার্বিক বিকাশের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার বিকাশের লক্ষ্যে কাজ করছে। এডিসিকে শক্তিশালী করার জন্য সরকার পদক্ষেপ নিয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে তিনি জানান, এডিসির আসন সংখ্যা বাড়িয়ে ৫০টি করার জন্য প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে। খুমলুঙে একটি মেডিক্যাল কলেজ করার জন্য রাজ্য সরকারের উদ্যোগের কথাও তিনি জানান। কা'নপুরের ব শরণার্থীদের সমস্যার সমাধানের কথা উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির প্রচেষ্টায় কা'নপুরের ব শরণার্থীদের দীর্ঘদিনের সমস্যার সমাধান হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর প্রচেষ্টার ফলে এই শরণার্থীদের ত্রিপুরাতে স্থায়ীভাবে বসবাসের সিদ্ধান্ত হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের জনজাতিদের সংস্ক'তির বিকাশে গুরুত্ব আরোপ করে বলেন, জনজাতিদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য শুধু ত্রিপুরায় নয়, দেশ বিদেশেও সুপরিচিত। প্রসঙ্গক্রমে তিনি রাজ্যের বিশিষ্ট ব্যক্তি বেণী চন্দ্র জমাতিয়ার শিক্ষা ও সাহিত্যের অবদানের জন্য পদ্মশ্রী পুরস্কার পাওয়ার বিষয়টিরও উল্লেখ করে সন্তোষ প্রকাশ করেন। অনুষ্ঠানে উপজাতিকল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া স্বাগত ভাষণ দেন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যসচিব মনোজ কুমার। অন্যান্যদের মধ্যে বিধায়ক রামপদ জমাতিয়া এবং উপজাতিকল্যাণ দপ্তরের সচিব এন ডার্লংও উপস্থিত ছিলেন। ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য রাখেন পশ্চিম ত্রিপুরার জেলাশাসক সন্দীপ এন মহাত্মে। অনুষ্ঠানে রাজ্যভিত্তিক উপজাতি লোকনৃত্য প্রতিযোগিতায় বিজয়ী দলগুলিকে পুরস্ক'ত করা হয়। প্রথম পুরস্কার পেয়েছে উত্তর ত্রিপুরার গছিরাম পাড়ার হজাগিরি নৃত্যদল, দ্বিতীয় হয়েছে সিপাহীজলা জেলার উত্তর তৈবান্দালের কালচার‍্যাল ফোক ড্যান্স-এর মসক সুলমানি নৃত্যদল এবং ত'তীয় পুরস্কার পেয়েছে পশ্চিম জেলার রিকারি হুকুমু বদল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির মামিতা নৃত্যদল।

রাজধানী আগরতলার বিভিন্ন এলাকায় চোরের দৌরাত্ম্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জানুয়ারি ।। রাজধানী আগরতলা শহর ও শহরতলি এলাকায় চোরের দৌরাত্ম চরম আকার ধারণ করেছে। শহর এলাকার বড়দোয়ালিতে রবিবার রাতে একটি দোকনে দুসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটেছে। শাটার কেটে চোরের দল দোকানে ঢুকে প্রচুর সামগ্রী হাতিয়ে নিয়ে গেছে। সোমবার সকালে বিষয়টি স্থানীয় মানুষের নজরেআসে। খবর পেয়ে দোকান মালিক ছুটে আসেন, খবর দেওয়া হয় পুলিশকে। উল্লেখ্য, গত ১ মাসে ওই এলাকার বারটি দোকানে পরপর চুরির ঘটনা ঘটেছে। এসব বিষয় নিয়ে এলাকার ব্যবসায়ীরা থানা কর্তৃপক্ষের কাছে ডেপুটেশানও দিয়েছেন। কিন্তু কর্মী স্বল্পতার অজুহাত দেখিয়ে এলাকার ব্যবসায়ীদের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়েছে পুলিশ। এ ধরনের ঘটনায় তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে।

খোদ রাজধানী আগরতলা শহর এলাকায় এ ধরনের চুরির ঘটনা পুলিশের অস্তিত্বকেও প্রশ্ন সঙ্কটে ফেলে দিয়েছে। স্থানীয় ব্যবসায়ীরা অভিযোগ করেছেন, কর্মস্বল্পতার অজুহাত দেখিয়ে পুলিশ দায় এড়ানোর কৌশল নিচ্ছে। পুলিশ সক্রিয় হলে চুরির ঘটনা অনাহারেই বন্ধ করা সম্ভব হবে। পুলিশ দায়িত্ব পালনের বদলে এলাকার ব্যবসায়ীদের নিজস্ব উদ্যোগে রাত্রীকালীন পাহারার ব্যবস্থা করতে পরামর্শ দিচ্ছে বলেও জানান ব্যবসায়ীরা। উদ্ভুত পরিস্থিতিতে দোকান ও সম্পদ রক্ষার তাগিদে ব্যবসায়ীরা জরুরী বৈঠকে বসার উদ্যোগ নিয়েছেন। তারা রাত জেগে পাহারা দিয়ে সম্পদ রক্ষা করতেই উদ্যোগী হয়েছেন বলে জানা গেছে। শুধু বড়দোয়ালিতেই নয় অন্যান্য এলাকাতেও এ ধরনের চুরির ঘটনা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। পুলিশের ভূমিকা নিয়ে জনমনে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। ব্যবসায়ী এবং সাধারণ মানুষ নিরাপত্তা নিয়ে রীতিমতো সংশয়ে পড়েছেন।

এদিকে, রামনগর ৮নং রোডে গাঙ্গাইল রোড সংলগ্ন এলাকায় একটি বাড়িতে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটেছে। চোরের দল বাড়ির লোকজনদের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে ঘরে ঢুকে আলমারী ভেঙে নগদ টাকা, সোনার গয়না সহ অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রী নিয়ে গেছে। তিন লক্ষাধিক টাকার সামগ্রী চুরি হয়েছে বলে বাড়ির মালিক ডক্টর অর্জুন দাস জানান। সপরিবারে তারা মেলাঘর গিয়েছিলেন। সোমবার সকালে বাড়িতে ফিরে তারা লক্ষ্য করেন বাড়িতে এই দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটেছে। এ ব্যাপারে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পরিবারের লোকজনদের আশঙ্কা স্থানীয় কোন চক্র এই ঘটনায় জড়িত রয়েছে।

অসমের বোড়ো সম্প্রদায়ের উন্নয়নের নতুন ভোর : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

নয়াদিল্লি, ২৭ জানুয়ারি (হি.স.) : অসমের বোড়ো গোষ্ঠীর সঙ্গে সমঝোতা হওয়া ওই অঞ্চলে শান্তি, সম্প্রীতি ও পুনর্মিলনের এক নতুন ভোর হিসাবে প্রমাণিত হবে বলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দাবি করেছেন। সোমবার তিনি বলেন, আজকের দিনটি দেশের জন্য বিশেষ গুরুত্বের একটি দিন এবং এই চুক্তি বোড়ো সম্প্রদায়ের মানুষের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনবে। কেন্দ্রীয় সরকার, অসম সরকার এবং বোড়ো সম্প্রদায়গুলির মধ্যে ত্রিপক্ষীয় চুক্তির পরে মোদী টুইট বার্তায় বলেন, সমস্ত পক্ষই চুক্তির আওতায় সফল হয়েছে। যে দলগুলি আগে সশস্ত্র অভিযানে জড়িত ছিল তারা এখন মূলধারায় যোগ দেবে এবং দেশের উন্নয়নে অবদান রাখবে। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, এই চুক্তিটি বোড়ো সংস্কৃতি সংরক্ষণ ও উন্নয়নে সহায়তা করবে এবং বোড়ো জনগণ উন্নয়নের সুবিধা পাবে। তিনি বলেন, বোড়ো জনগণের আশা ও প্রত্যাশা পূরণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের প্রচেষ্টা।

হাইকোর্ট বার এমপ্লয়িজ এসোসিয়েশনের উদ্যোগে রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জানুয়ারি ।। সাধারণতন্ত্র দিবসে ত্রিপুরা হাইকোর্ট এমপ্লয়েজ অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে হাইকোর্ট চত্বরে এক মহতী রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করেন প্রধান বিচার পতি আখিল কুরেশি। শিবিরে ছয়ের পাতায় দেখুন

আইনজীবী বিদ্যুৎ ঘোষের মৃত্যুর পেছনে মিলল চাঞ্চল্যকর তথ্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জানুয়ারি ।। রাজধানীর কৃষ্ণনগর ব্যানার্জী পাড়ায় আইনজীবী বিদ্যুৎ ঘোষের মৃত্যুরহস্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। এটি কোন হত্যাকাণ্ডের ঘটনা নয়। মানসিক অবসাদ থেকেই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তার মৃত্যু ঘটেছে। অবশেষে আইনজীবী বিদ্যুৎ ঘোষের মৃত্যু রহস্য উদ্‌ঘাটিত হল। আর্থিক অনটনে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হওয়ায় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েই তার মৃত্যু হয়েছে বলে পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে। নিকট আত্মীয় এক প্রতারকের খপ্পরে পড়ে সাড়ে পনের লক্ষ টাকা খুইয়ে একমাত্র পুত্রের ডাক্তারি পড়াশুনার খরচ জোগাড় করতে না পেরে মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিলেন বিদ্যুৎবাবু। পুত্র রাশিয়ায় ডাক্তারি বিষয়ে প্রথমে সেমিস্টারে পড়াশুনা করছে। তাদেরই নিকট আত্মীয় উদয়পুরের জগন্নাথদীঘির দক্ষিণপাড়ের বাসিন্দা প্রতারক সুব্রত সেন আইনজীবী বিদ্যুৎ ঘোষের একমাত্র পুত্রকে মেডিকেলে ভর্তি করিয়ে দেবার নাম করে সাড়ে পনের লক্ষ টাকা হাতিয়ে নিয়েছে। সে রঞ্জন বণিক নামে অপর এক ব্যক্তির কাছ থেকেও সাড়ে চৌদ্দ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নিয়েছে বলে অভিযোগ। মৃত আইনজীবী বিদ্যুৎ ঘোষের শ্বশুর জানান, জানুয়ারি মাসের ২৮ তারিখ নাতির পড়াশুনার জন্য ৬ লক্ষ টাকা পাঠানোর কথা রয়েছে। কিন্তু টাকার জোগাড় করতে পারছিল না বিদ্যুৎ। সে কারণে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ায় ঘটনাটি ঘটেছে বলে তারা ধারণা করছেন। আইনজীবী বিদ্যুৎ ঘোষের আকস্মিক মৃত্যুতে আইনজীবী মহল ও আত্মীয়পরিজন, পরিচিতি মহল ও বন্ধু মহলে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে। কংগ্রেস নেতা সুবল ছয়ের পাতায় দেখুন

ভারতের বৈধ পাসপোর্ট থাকায় ধর্মান্তরিত সেই ১২ জনকে ভারতে ফেরত

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,জানুয়ারী ২৭।। লক্ষ্মীপুরের রামগঞ্জে ওয়াজ মাহফিলে ধর্মান্তরিত সেই ১২ নারী-পুরুষকে বিশেষ নিরাপত্তার মাধ্যমে যশোরের বেনাপোল বন্দর দিয়ে ভারতে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। সোমবার (২৭ জানুয়ারি) বিকেলে রামগঞ্জ থানা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

পুলিশ জানায়, ধর্মান্তরিত মনির হোসেনসহ (হিন্দু নাম শঙ্কর অধিকারী) ১২ জনের কাছ থেকে ভারতের বৈধ পাসপোর্ট পাওয়া গেছে। তারা ভারতের নাগরিক। দুই মাসের ভিসা নিয়ে ২০১৯ সালের ১৪ আগস্ট যশোরের বেনাপোল হয়ে তারা বাংলাদেশে আসে। কিন্তু ভিসার মেয়াদ শেষ হলেও তারা ভারত ফিরে যায়নি। গত ডিসেম্বরে তারা ঢাকার কেরানীগঞ্জ থেকে বাংলাদেশি জন্মসনদ তৈরি করে। যথাযথ প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই তাদের ভারত পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে।

ধর্মান্তরিত মনির হোসেন সাংবাদিকদের বলেন, দুই মাসের ভিসা নিয়ে আমরা বাংলাদেশে প্রবেশ করি। এরপর আমি স্ত্রী-সন্তানদের নিয়ে লক্ষ্মীপুরের রামগঞ্জ উপজেলার ইছাপুর গ্রামে আসি। ভারত আর ফেরত যেতে চাই না। পুলিশ আমাদের ঢাকা নিয়ে যাওয়ার কথা বলে বেনাপোল দিয়ে ভারত পাঠাচ্ছে। আমরা ভারত গিয়ে কি করবো? সবকিছু বিক্রি করে আমরা বাংলাদেশে এসে মুসলমান হয়েছি।

বেনাপোল ইমিগ্রেশনের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাসুম বিল্লাহ স্থানীয় গণমাধ্যমকর্মীদের বলেন, তারা পাসপোর্টধারী যাত্রী। নিয়ম অনুযায়ী ইমিগ্রেশনের আনুষ্ঠানিকতা শেষ করে তারা ভারতে ফিরে গেছে। কোনো সমস্যা থাকলে আমরা বিষয়টি দেখতাম।

জানা গেছে, শুক্রবার (২৪ জানুয়ারি) উপজেলার পানপাড়া এলাকার ওয়াজ মাহফিলে ইসলামী বক্তা ছিলেন মাওলানা মিজানুর রহমান আজহারী ও আমির হামযাসহ কয়েকজন আলেম। সেখানে মাহফিলের আয়োজকদের মাধ্যমে মনির হোসেনসহ তার পরিবারের ১২ জন সদস্য ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। হিন্দু ধর্ম ছেড়ে ইসলাম গ্রহণ করায় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভিডিওটি ভাইরাল হয়। এর প্রেক্ষিত খোঁজ নিতে গিয়ে পুলিশ তাদের ভারতীয় পাসপোর্টসহ গ্রেফতার করে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, মনির প্রায় ৩৫ বছর আগে ঢাকার টঙ্গীতে খালা হালিমার কাছে থাকতো। তখন সে ঝালমুড়ি বিক্রি করতো। ওই সময় তার বয়স প্রায় ১৪ বছর ছিল। বিশ্ব ইজতেমায় মুড়ি বিক্রি করতে গিয়ে একদিন সে হারিয়ে যায়। এরপর তার আর কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি। মনির রামগঞ্জ উপজেলার ইছাপুর ইউনিয়নের ডাক্তার বাড়ির মজিবুল হক ও বর্তমান সংরতি ইউপি সদস্য ফাতেমা বেগমের বড় ছেলে।

এ বিষয়ে ফাতেমার ছোট ছেলে জহির উদ্দিন বলেন, মনির ২০১৬ সালে দেশে একা এসেছিলেন। কিন্তু হিন্দু হয়েছেন জেনে আমরা তাকে দুদিনের বেশি বাড়ি থাকতে দেইনি। পরে তিনি ফের কলকাতায় চলে যান। এরপর তিনি স্ত্রী-সন্তানদের নিয়ে ভারত থেকে চলে আসতে চেষ্টা করেন।

২০১৯ সালের মাঝামাঝি তিনি স্ত্রী-সন্তানদের নিয়ে দেশে চলে আসেন। পরিবারের সদস্যদের নিয়ে তিনি মুসলমান হতে চাইলে আমরা খুশি হই। এরপরই গত সপ্তাহে আনুষ্ঠানিকভাবে স্থানীয় এক ওয়াজ মাহফিলে মনির স্ত্রী-ছেলেমেয়েদের নিয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন।

ফুলচাষ জীবিকা নির্বাহের একটি অন্যতম উৎস : উপমুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জানুয়ারি।।ফুলের সৌন্দর্যে ও সুগন্ধে মোহিত হয় না এমন মানুষ পৃথিবীতে কমই আছে। তবে ফুল শুধু সৌন্দর্যের জন্য নয়, জীবিকা নির্বাহের জন্যও এখন একটি অন্যতম উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। গতকাল রবীন্দ্র কাননে ৫ দিনব্যাপী আয়োজিত পুপ প্রদর্শনী ও প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা এই কথাগুলি বলেন। ফুলের মতো সুন্দর জিনিসের এমন একটি প্রদর্শনী আয়োজনের জন্য তিনি ত্রিপুরা হর্টিকালচার সোসাইটিকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, রাজন্য আমল থেকেই ত্রিপুরায় ফুলচাষ হয়ে আসছে। তিনি বলেন, ত্রিপুরার মাটি বিভিন্ন প্রজাতির ফুলচাষের জন্য বিশেষ উপযোগী। তিনি উদ্যান ও ভূমি সংরক্ষণ দপ্তরকে মানুষকে আরও বেশি করে ফুলচাষে উৎসাহিত করার পরামর্শ দেন। ফুলচাষের মাধ্যমে রাজ্যের বাণিজ্যিক পরিধি বৃদ্ধি ও মানুষের আয়ের উৎস সৃষ্টির বিষয়েও তিনি গুরুত্বারোপ করে বলেন, ফুল প্রক'তির দেওয়া সবচেয়ে সেরা ও সুন্দর উপহার। ফুলচাষকে কাজে লাগিয়ে একজন গরীব ক'ষক আর্থিকভাবে স্বনির্ভর হতে পারেন। তিনি সকলকে নিজেদের ঘরের আঙ্গিনায় বা ছাদে ফুলচাষ করার আহ্বান জানান।

আগরতলা পুরনিগমের মেয়র ড. প্রফুল্লজিৎ সিনহাও তার বক্তব্যে রাজ্যে বাণিজ্যিকভাবে ফুলচাষ বৃদ্ধির উপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, রাজ্যে উদ্যান ও ভূমি সংরক্ষণ দপ্তর ফুলচাষের দিকে বিশেষ নজর দিয়ে আসছে। ফুলচাষে এ রাজ্য পিছিয়ে নেই। তিনি বলেন, মল্লিকা, যুথিকা, মালতি এই দেশীয় ফুলগুলির চাষ এখন অনেকটা কমে গেছে। তাই এই ফুলগুলির চাষে মানুষকে উৎসাহিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে পরামর্শ দেন। এছাড়াও অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন ক'ষি ও ক'ষক কল্যাণ দপ্তরের প্রধান সচিব বি কে সাহু, ও এন জি সি ত্রিপুরা এসেটের ম্যানেজার ওম প্রকাশ সিং। স্বাগত ভাষণ দেন ত্রিপুরা হর্টিকালচার সোসাইটির সম্পাদক অপূর্ব কান্তি বর্মণ। উপস্থিত ছিলেন উদ্যান ও ভূমি সংরক্ষণ দপ্তরের অধিকর্তা নবজিৎ চাকমা। অনুষ্ঠানে অতিথিগণ পুপ প্রদর্শনী উপলক্ষে আয়োজিত বসে আঁকো, ফুলের আলপনা প্রতিযোগিতায় বিজয়ী এবং সেরা ফুলচাষিদের পুরস্কার ও শংসাপত্র তুলে দেন। এবছরের সেরা ফুলচাষির পুরস্কার পেয়েছেন উত্তর বাধারঘাটের নির্মল চক্রবর্তী। এছাড়াও প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণকারী ৬১১ জন ফুলচাষির মধ্যে ১১৬ জন ফুলচাষিকেও বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হয়। অনুষ্ঠান শেষে আয়োজিত হয় মনো' সাংস্ক'তিক অনুষ্ঠান।

কলকাতায় বেড়াতে এসে তাইল্যান্ডের তরুণীর মৃত্যু

কলকাতা, ২৭ জানুয়ারি (হি.স.) : ফের করোনাভাইরাস আতঙ্ক নাড়া দিচ্ছে কলকাতায় উ কলকাতায় বেড়াতে এসে সোমবার রুবি হাসপাতালে মৃত্যু হয় তাইল্যান্ডের এক তরুণীরউ ওই তরুণীর শরীরে করোনা ভাইরাসের জীবানু আছে কিনা তা খতিয়ে দেখছে স্বাস্থ্য দফতর।

তাইল্যান্ডে থেকে নেপাল হয়ে ভারতে আসেন মৃতা বছর ৩০-র ওই তরুণী উ কলকাতায় ঘুরতে এসে ১৮ জানুয়ারি থেকে জ্বর, বমি হয় ওই তরুনীর উ২১ জানুয়ারি ওই তরুণীকে ভর্তি করা হয় রবি হাসপাতালেউওই তরুণীকে রাখা হয়েছিল এমারজেন্সী ওয়ার্ডে উ হাসপাতাল সূত্রে খবর শ্বাসকস্ট, জ্বর, বমি সমস্যা ছিল ওই তরুণীর উ কিন্তু কি কারণে মৃত্যু হল, ওই তরুণী শরীরে করোনাভাইরাসের জীবানু আছে কিনা তা খতিয়ে দেখছে স্বাস্থ্য দফতর উ ইতিমধ্যেই তাইল্যান্ডে এবং নেপাল দুই জায়গাতেই থাবা বসিয়েছে করোনাভাইরাস উ তাই চিন্তার ভাঁজ পরেছে চিকিৎসকদের কপালেও।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।